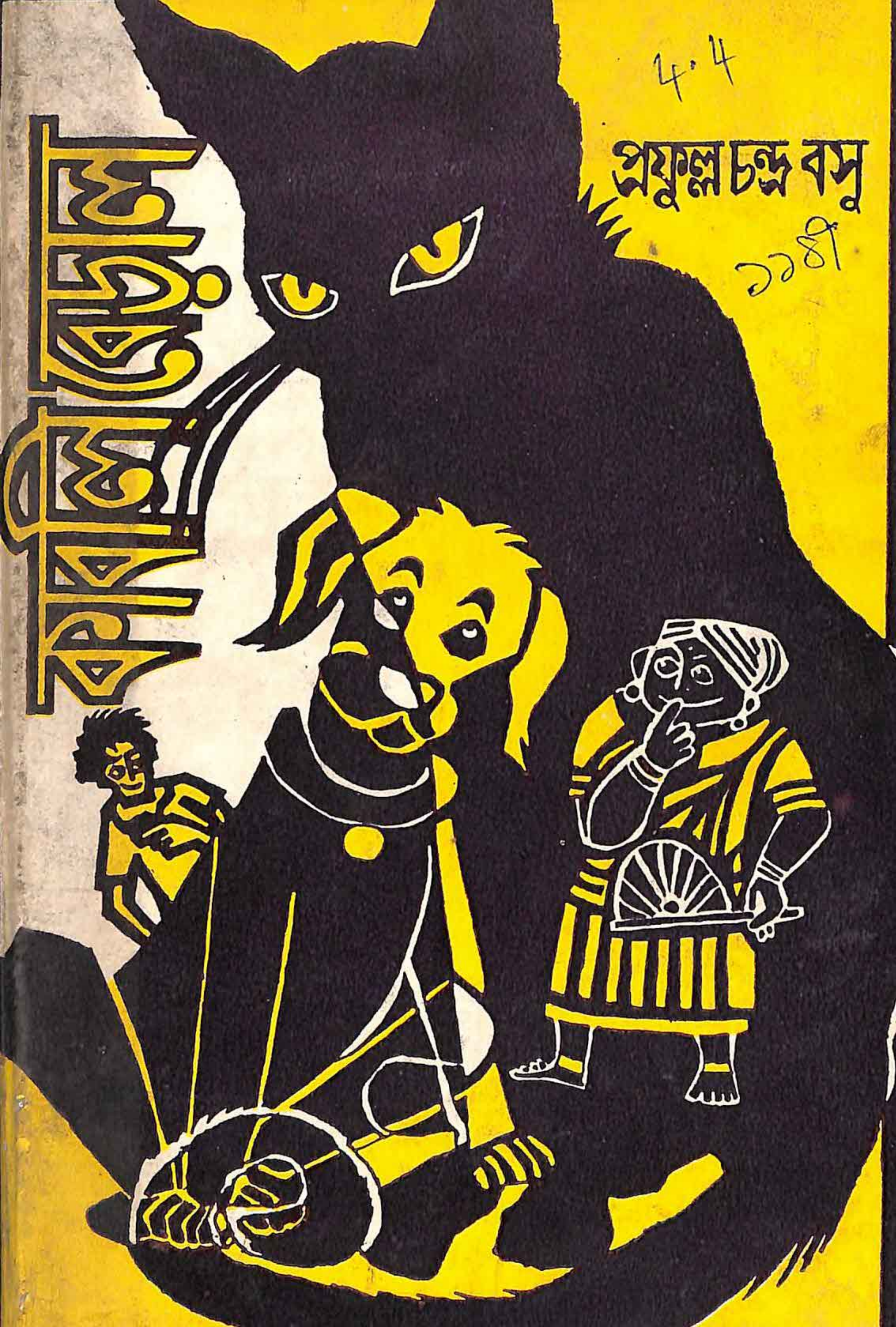
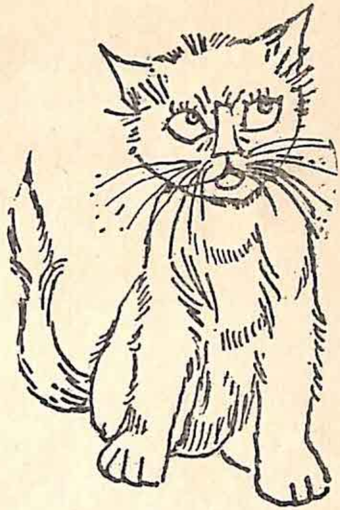

কাবলী বেড়াল
প্রফুল্লচন্দ্র বসু



কাব্‌লি বেড়াল

কাব্‌লি বেড়াল

প্রফুল্লচন্দ্র বসু

শিশু সাহিত্য সংসদ

● শরৎ বুক হাউস ● ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ :
প্রকাশকাল : মহালয়া, ১৩৭৬
October, 11th. 1969

Kabli Beral : Price Rs. 3/-
Prafulla Chandra Bose

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি :
শ্রীনীতীশ মুখোপাধ্যায়

দাম : তিন টাকা

প্রকাশক : অমর দে, শিশু সাহিত্য সংঘ
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রক : দাশগুপ্ত কোং
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

লালী, বাবুয়া, মিতু, গীতু, মিঠু—
বাবু, পার্থ সোমা, মান্টা,—
সবুজ বনের আরও সবাই,
অবুঝ যাদের প্রাণটা !—

'মৌচাকে' প্রকাশিত 'কাব্‌লি বেড়াল'
কপালে তিলক কাটা, আদুরে দুলাল ;
বেড়াল-তপস্বী সেজে ঠকায় জামাই,
এই পাতে মুড়ো আছে, এই তা যে নাই !
মানে না কুকুর, সাপ, পুলিশের চোখ,
অথচ মনেতে তার মমতার ঝোঁক।...
হাসি ঠাসা লেখা, তাতে নানা উপদেশ,
মালা গাঁথা, পর গলে, মানাবে তা বেশ !...

আশীর্বাদক
দাদু
(লেখক)

১৫৯ রায়বাহাদুর রোড,
শ্রাবণ ১৩৭৬

লেখকের গল্প ও উপন্যাস

(শিশু-সাহিত্য)

হোঁদল কুৎকুৎ (৮ম সং)
তালপাতার সেপাই (৩য় সং)
মাণিক জোড় (৩য় সং)
হসন্ত-মহারাজ (৩য় সং)

নিঝুম-নিঝুম
ছেলেধরা
বোকন-চন্দর
আজব রাজা
} (যন্ত্রস্থ)

(প্রাপ্ত বয়স্কদের)

রবি দাদা (৩য় সং)
সুরের হাওয়া (৩য় সং)
মিলন রাত্রি (৩য় সং)
দিগ্বিদিক্ (২য় সং)

মেঘ্না
মন-যমুনা
প্রাণবন্যা
আজও বাঁশী বাজে
এক মুখ হাসি
} (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু রচিত 'কাব্‌লি বেড়াল' পড়িলাম। এমন কৌতুককর কাহিনী কেবলমাত্র শিশুদিগের নহে—প্রবীণ ব্যক্তিরও উপভোগ্য।

সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা বর্তমান লেখকের আছে,—সে পরিচয় তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্তী রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—'কাব্‌লি বেড়াল' তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা, সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ণতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে। আমাদের দেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের চাহিদা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে উপযুক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে এমন কথা বলিতে পারা যায় না। যথার্থ অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী লেখকের অভাবই ইহার কারণ। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিজ্ঞতা ও শক্তি দুই-ই আছে। সেইজন্য তাঁহার রচনামাত্রই আকর্ষণীয়।

'কাব্‌লি বেড়ালে'ও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
এম্‌-এ, পি-এইচ্‌ ডি।
রবীন্দ্র-অধ্যাপক (বাংলা সাহিত্য),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাব্‌লি বেড়াল

এক

বেশ চল্‌ছিল।—

ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌,—নদীর জলের মত। কিন্তু সাদা জল কাদা হল। ঘোলা কর্‌ল একটা 'কাব্‌লি বেড়াল'। সেই গোল বাঁধাল!···

অথচ চোর-জোচ্চোরের চেহারা তার নয়। একেবারে গোবেচারা মনে হয়। সাদা ধব্‌ধবে নাদুস-নুদুস শরীর, আর কালো কুচ্‌কুচে লেজ। শ্যাম্পু ক'রে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা যেন,— মেঝে লোটানো।—

কপালের মাঝখান থেকে নাকের ডগা অবধি গেরুয়া রঙের লোম। তা রোগা ত্রিভুজের মত চোখা হয়ে নেবেছে। হঠাৎ তিলক বলে ভুল হয়। হয়ত সেই মুখের মালিক আঁটসাট করে কেটেছে। আর তাতে সে টলমল!

সবার খাবার সময় হাত পা গুটিয়ে চোখবুজে কাছে এসে বসে। তখন মনে হয়, পরম বোষ্টম শ্রীকৃষ্ণের জীবটি জিভের লোভ কাটিয়ে, নিবিষ্ট মনে ইষ্ট নাম জপ্‌ছে।—বিষ্ণু, বিষ্ণু,—শিব, শিব!

শুধু তাই নয়, যেন তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, জিভ দিয়ে মাছের মুড়োর স্বাদ গ্রহণের চেয়ে, হরিনাম স্মরণ করা ভাল। তা জীবের জীবনে বিপদ-আপদ ভঞ্জনের সেরা উপায়!···

বড়লোকের দুলালী আহ্লাদীর ন্যাওটা বেড়াল সে। কারু মানা না মেনে, একপাতে মাছ, দুধ, ছানা ও নানা খাবার তারা খায়। আর তাতে গলাগলি করে গোলগাল হয়! তবুও হেঁসেলে মাছ দুধের গন্ধে বেড়ালটার মুখ চুলবুল্‌ করে। তাই কেউ তাকে গালাগাল দিলে, আহ্লাদী মুখ লাল করে।

বলে, "সেই টাইপের মেয়ে তুই নোস্ বেলা। যত সব চোর ছ্যাচ্ড়া বেড়ালের দোষ হিংসুটে ছোটলোকগুলো তোর কাঁধে খালি ঝুলিয়ে দেয়। ভারি অলক্ষেয়ে ত!"...

আহ্লাদ ক'রে সে তাকে ডাকে 'বেলা'। সে আদুরে ডাকের রস বুঝে বেলা আহ্লাদীর কোলে ওঠে। তার মুখে লেজ বুলিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে। তারপর মিট্‌মিট্ করে তার কুৎকুতে চোখের পানে চেয়ে, আহ্লাদ ভরা শব্দ ক'রে, 'ম্মিউ!' রসবড়ার মত খাসা মিষ্টি। আহ্লাদী সে ভাষা বোঝে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, "তোর দুঃখ বুঝি না বেলা। মিছামিছি গালমন্দ করলে কার না কান্না পায়? পরের বাড়ীর রান্না তুই খাস্ না, সে খোঁজ কি রাখি না? কাঁদিস্ না। তোকে আমি আর্‌না করে মাছ দুধ খাওয়াব।"

আদুরে বেলা ডাকেই সে টলমল। তাতে অমন ঝল্‌মল্ লোভ দেখান কথা! সে আহ্লাদীর মুখে কালো লেজ ঘসে ঘর্‌ঘর্ শব্দ করে। আর আহ্লাদী তার গালে চুমু দিয়ে বলে, "দিন্‌কে দিন তুই টিঙ্‌টিঙে রোগা হচ্ছিস্ কেন রে বেলা? ওরা শাপমন্যি করেছে নাকি? কিচ্ছু খাস্ না, তবু হিংসুটেদের খুনসুটি। আমি তোকে মাছভরা টিন আর টুনিপাখীর ডিম কিনে দোব। তুই মজা ক'রে খেয়ে ধিন্ ধিন্ নেচে ওদের দেখাবি।"

মস্ত বড় আশ্বাসবাণী! তা শুনে বেলার মন রিনি ঝিনি করে বাজে। সুখের দিন ঝন্‌ঝনিয়ে চলে।...

দুই

সত্যি এমন মোটামোটা বেড়াল বড় একটা দেখা যায় না। শুধু তিলক ফোঁটা নয়, এমন রূপের ছটা বেড়াল সমাজে মোটেই জোটে না। মানুষ হলে ছুরতের প্রতিযোগিতায় ঘণ্টা বাজিয়ে এর ঘটা রটানো হ'ত। সে লাভ কর্‌ত 'মিস্‌ বেড়াল' খ্যাতি। কাগজে ফটো বেরুত!...

কিন্তু তার অভাবে বেলার মনে মোটে ক্ষোভ নেই। কারণ সে কাব্‌লিদের মত মোটা-সোটা বলে আহ্লাদী তাকে 'কাব্‌লি বেড়াল' বলে ডাকা সুরু করেছিল।

তার তুষ্ট হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বেলা হৃষ্টমনে ভাবে, একের পিঠে শূন্য জুড়ে দশের মত এ তার পরম যশ! আর এ রস থেকে ফস্‌কে যাবার ত্রাসও নেই। সে মনে মনে আঁক কষে দেখে, তার আর আহ্লাদীর জীবন চিরকাল এমন ঘেঁষাঘেঁষি করেই থাক্‌বে। আপসোসের কোনও কারণ দেখা দেবে না।...

কিন্তু আশার রচনা দিয়ে সত্যিকার ঘটনা আটকানো গেল না। সরু সূতোর ফাঁসের মত তা হয়ে পড়্‌ল ফস্‌কা গেরো।

আহ্লাদীর বিয়ের বয়স হল। ছোট চোখ, উচু দাঁত, টেকো মাথা, কালো কুচ্ছিৎ চ্যাপ্‌সা মেয়ে সে। বাপ কালোবাজারে টাকা কামান, আর শিবরাত্রির সল্‌তে আহ্লাদীকে দিয়ে আলো জ্বালেন। তাকে লেখাপড়া, ঘর-কর্‌না শেখানো হয় নি। তার আব্‌দার আর বায়নার শেষ নেই। এমন মেয়ে পরের ঘরে যাবে, মা বাপের তা সয়না। তার জন্য চাই—ঘর জামাই।—

খোঁজ, খোঁজ,—কিন্তু রোজ রোজ চেষ্টা করেও পছন্দসই পাত্র জোটানো গেল না। আহ্লাদীর রূপগুণ যাচাই ক'রে সবাই খসে

পড়ে। তখন আহ্লাদীর বাপ চাঁদির মই কাঁধে জামাইচাঁদের জন্য ফাঁদ পাতেন। অবশেষে ক্যাবলরাম ধরা দিল। তার বাপ, মা, ভাই, বোন্ নেই। কাকা, জেঠাও নেই, কাজেই কোনও লেঠা নেই। সে একা একাই মেয়ে দেখ্‌তে এল।

আহ্লাদীকে সাজিয়ে গুজিয়ে দেখান হল। কালো রং সোনার গয়নায় ঢাকা পড়ল,—মাথার টাক দামী বেনারসীর ঘোম্‌টায়। দিনটাও ছিল গুমোট করা। কিন্তু হঠাৎ হাওয়ার ঝাপ্‌টা এল। টাক নিয়ে বিভ্রাট্ হবার কথা। জাকজমক বুঝি ফাঁক হয়ে যায়! এমন সময় টুক্ করে পেছনের একটা তোরঙ্গে বেলা লাফিয়ে উঠ্‌ল। সেখানে ঢঙ্ করে বসে, তার কালো লেজ ছড়িয়ে দিল আহ্লাদীর মাথায় ও ঘাড়ে। সঙ্কট কেটে গেল। বেলার কালো লেজে ঢাকা তার টাক ক্যাবলরাম দেখ্‌তে পেল না। কুচ্‌কুচে কালো লেজ দেখে ভাব্‌ল, দিব্যি চুল ত!

ক্যাবলরাম গরীব লোক, পেট ভ'রে খেতে পায় না। মোটা ভাত আর পুঁইশাক খেয়ে তার শুক্‌নো চেহারা। সে আহ্লাদীর ঢ্যাপ্‌সা মোটা শরীর দেখে ভাবে, কত ঘি-দুধ, পোলাউ-মাংস, আর রুই-কাত্‌লা খেয়ে তা অমন হয়েছে। এ বাড়ীর জামাই হলে খেয়ে দেয়ে সেও খাসী হতে পারবে। যাই ভাবা অম্‌নি সে খুসী মনে বিয়েতে রাজি হল।...

পাঁজিতে দিন দেখে পাতি করে, বিয়ে হয়ে গেল। শাঁক বাজল, উলুধ্বনি হ'ল,—ঢোল-সানাই-কাঁসর বাজ্‌না, আর হরেক রকম বাজির শব্দে কানে তালা লাগ্‌ল। নানান ভোজের আয়োজন,—মাছ-মাংস, দৈ, ক্ষীর, মিষ্টি জামায়ের পাতে খেয়ে বেলা বেজায় তুষ্ট। ভাব্‌ল, ভালই হল। 'ক্যাবল' ও 'কাব্‌লি' নামে যখন মিল আছে, তাদের মধ্যে মনের গরমিল হবে না।...

ক্যাবলরামও আহ্লাদে টইটম্বুর। মনে মনে তানপুরা বাজিয়ে সে গান ধর্‌ল। সে শ্বশুরকে বাবা আর শাশুড়ীরে মা ডাক্‌ল।

তারপর গায়েপায়ে বড় স্ত্রীকে 'দিদি' ব'লে ডাক্তে যেয়ে, জিভ কাম্ড়ে উহু করে উঠ্ল। স্ত্রীর ন্যাওটা বেড়াল বেলাকে কোলে তুলে নাচাবার নামে নিজেই একপাক নাচ্ল!

বাসি-বিয়ের দিন স্ত্রী-আচার। কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। সানাই, ঢোল, আর কাঁসির তালে পা ফেলে তা ঘিরে ঘুরপাক্। রোগাপট্কা ক্যাবলরাম ঢ্যাপ্সা মোটা আহ্লাদীর সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা। ছোট্ট ষ্টীম্লঞ্চের মত অতবড় গাধাবোট টেনে নেবার তার সাধ্য নেই। আহ্লাদীর পায়ে মল, আঙুলে চুট্কি। তাই হাঁট্তে বাঁধা হচ্ছিল। ক্যাবলরামও আগু বাড়্তে হদ্দ হল। বাজ্নার তালে তালরাখার তার ইচ্ছা। কিন্তু তালগোল পাকাল।

বেলা তার পায়ে পায়ে চল্ছিল। আহ্লাদী ভেবে সে ক্যাবলরামের পায়ে লেজ বুলাল। সুড়্সুড়ি লাগায় পা সরিয়ে সে বেলাকে মাড়াল। আর তাতে ব্যথা লেগে বেলা ফ্যাচ্ করে উঠ্ল, —দিল খ্যাচ্ করে নখের আচড়!

আর যায় কোথায়? ক্যাবলরাম ভাব্ল, সাপ। সে লাফিয়ে উঠে চেঁচাল, "ওরে বাপ্রে—সাপ!"

ও নামে আহ্লাদীর তাক্ লাগে। সে 'ওরে মারে' বলে নেচে ওঠে। গাঁঠছড়ায় হ্যাচ্কা টান লাগে। আর তা ক্যাবলরামকে টেনে নেয় মাটিতে, আহ্লাদীকে তার ওপরে। পাকা তিনমোন ওজন। তাতে ক্যাবলরাম চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়, আর চেঁচায়, "সাপ, সাপ!"

বাড়ীর লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে, দুপ্দাপ্ ক'রে ছুটে আসে। কিন্তু কোথায় সাপ? তার টিকির দেখা নেই। ক্যাবলরাম বুদ্ধি খাটিয়ে বলে, "এইত ছিল। পালাল বুঝি?"

তার প্রাণ বাঁচল, মানও বাঁচল। কিন্তু ক্যাবলরামের মনে হল, বেড়ালটা তার কান কেটে দিল!··

তিন

বেলার তাতে মোটেই পরোয়া নেই।—

ক্যাবলরামের খাবার সময় সে আত্মীয়ের ভেখ ধরে, কাছে এসে বসে। সে যেন তার শ্বশুরবাড়ীর একজন। আহারের তালাপি কর্‌তে, 'এটা খাও, ওটা খাও' বল্‌তে তার আগমন।

শাশুড়ী রাঁধুনীকে নিয়ে বড় থালা ও বাটিতে পোলাউ, তরকারি ও রকমারি মাছ মাংস এনে দেন। ক্যাবলরাম আসন করে বসে।



জামাই মানুষ, ধীরে সুস্থে খায়। এত খাবার সে জীবনে খায় নি। সব নামও জানে না। তার মন আন্‌চান্ করে।

শুক্তো, ডাল, ভাজাভুজি খেয়ে, সে ভাবে, মাছের কালিয়া বা মুড়িঘণ্ট কোন্‌টা আগে খাবে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, বেড়ালটা তপস্যার ফাঁকে মিট্‌মিট্ চোখে মুড়োর বাটি দেখ্‌চে। কেমন সন্দেহ হয়।

একটা রাম-রুই-এর মাথা। তেল, ঘি, গরম মসলা ও পিঁয়াজের খাসা ফোড়নে রাঁধা। নতুন জামাইকে তোয়াজ করার তাজা ব্যবস্থা! খোসবুঁতে জিভে হুহু করে জল আসে। বাঁধা মানে না।

সে বাটিতে হাত বাড়ায়। কিন্তু তার আগে, আই-এফ্-এর শিল্ড্ বিজয়ী সেণ্টার ফরোয়ার্ডের চেয়ে তাড়াতাড়ি মুড়ো কুড়িয়ে, বেলা তা ক্যারি করে নিয়ে যায়!

তারপর খাটের তলায় ঢুকে টিফিন! তখন হাততালি দেওয়া ছাড়া করণীয় কিছু থাকে না।

ক্যাবলরাম হতভম্ব হয়। এঁটো হাত মাথায় দেয়। মনে মনে 'হা-রাম' করে। বেড়ালটা এমন হারামি কর্‌বে সে ভাবে নি।

শাশুড়ী ততক্ষণ মিষ্টান্ন নিয়ে এসেছেন। তিনি হা-হা করে উঠ্‌লেন।

তার পেছনে আহ্লাদী চাট্‌নী নিয়ে এসেছিল। সে হি-হি করে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল, "নিয়ে গেলি বেলা? শালী-শালাজ ত নেই যে একপাতে বসে খাবে। থাকার মধ্যে তুই। তাও ডাকে খোঁজে নি। তাই 'আপন হাত জগন্নাথ' করে নিয়ে গেলি!"

শাশুড়ী অবাক হয়ে বলেন, "শোন কথা!"

তারপর ক্যাবলরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন্, "ভাইবোন্ নেই,— বেলা ভারি হ্যাওটা। ততক্ষণ তুমি কালিয়া খাও বাবা। আমি আর একটা মুড়ো নিয়ে আসি।"

তিনি আনেন, আর ক্যাবলরাম তা খায়। কিন্তু তার দুঃখ যায় না। সেই বড় মুড়োটার না জানি কি স্বাদ ছিল! ছ্যাচ্‌ড়া বেড়াল তার সাধে বাদ সাধ্‌ল।

ততক্ষণ মুড়োটা সাবাড় ক'রে বেলা আবার কাছে এসে তপস্যায় বস্‌ল।

আহ্লাদী বল্‌ল, "খেলি জামাইবাবুর সঙ্গে? এট্টুখানি মিষ্টান্ন খাবি?"

বেলা ম্যিউ শব্দ করল। অর্থাৎ বোঝাল,

মুড়োর পর পরমান্ন, যে না খায়, তার মিছেই জন্ম

মা মিষ্টান্নের জামবাটি মেঝে নাবিয়ে রেখেছিলেন। তা তুলে, ক্যাবলরামকে অবাক করে আহ্লাদী বেবাক মিষ্টান্ন বেলাকে ঢেলে দিল! সে চুক্ চুক্ করে খেতে লাগ্‌ল।

শাশুড়ী আহা-হা ক'রে আর এক বাটি এনে জামাইকে দিলেন। সে গোম্‌ড়া মুখে খেল।

ছ্যাঁচড়াতে লঙ্কা ফোড়নের মত আহ্লাদী বল্‌ল, "আর একটু দোব?"

কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম দেওয়া ঘনদুধের মিষ্টান্ন। এমনটি সে সাতজন্মে খায় নি। খাবার যথেষ্ট লোভ ছিল। তবু ক্যাবলরাম বল্‌লে, "নো।"

মূর্খ হ'লে কি হবে? রেগে গেলে তার মুখে বোক্‌নোয় ফুটন্ত ডালের মত বক্‌বক্ করে ইংরেজি বুকনি বেরয়!…

চার

দুর্ঘটনার এখানে শেষ নয়। বেলা তক্কে তক্কে থাকে। হুঁসিয়ার থাকা সত্ত্বেও সে ক্যাবলরামের পাত থেকে নিত্য মাছের মুড়ো নিয়ে যায়। এ যেন পরীক্ষিৎ রাজার সাপে কাটা। আঁটঘাট বেঁধেও আট্‌কানো যায় না। কোন্ ফাঁকে এসে তাক্ লাগায়!

অগত্যা ক্যাবলরাম মাথা খাটায়। হাওয়া খাবার মোটা ডাঁটের একটা হাত-পাখা জোটায়। পাড়াগেঁয়ে, বাড়ী ফ্যান্ নেই। ভাতের বদলে ফেনের মত তাতে ক্যাবলরামের খুঁৎখুঁতি নেই। বরং হাত-পাখা থাকায় ভালই হয়েছে। অছিলা করে খাবার সময় আহ্লাদীকে সে রান্না ঘরে পাঠাবে। আর সে-ফাঁকে পাখার ডাঁট দিয়ে বেড়ালটার পিঠ ভাঙ্‌বে। পিঠ ভাঙ্‌লে ওর মাছ মিষ্টান্ন আর পিঠে খাবার লোভ টুট্‌বে।

খাবার সময় আসন করে বসে সে বেলাকে ডাক্‌ল। 'বেলা, বেলি, পুষি, চ্চু-চ্চু,' নানা আদুরে ডাক। বেলা খুসী হয়ে কাছে এসে বসল। জামাইবাবুর জম্‌জমাট মত্‌লব সে আঁচ করে নি। তা পাখসাট্ মার্‌বে বোঝে নি। ক্যাবলরাম তাকে মাছের কুচো-কাচা দিল। কুচো দিয়ে শুরু, খোচা দিয়ে শেষ নয়, এই আশা করে বেলা চোখ বুজে খেতে লাগ্‌ল। আহ্লাদী চোখ মেলে বসেছিল। তাকে সরান চাই। ক্যাবলরাম তাকে বল্‌ল, "খানিক নুন-লঙ্কা আন দিকি!" আহ্লাদী উঠে গেল। সে সুযোগে বেলার পিঠ ভাঙ্‌বার জন্য সে পাখার ডাঁট তুলল। কিন্তু তার এমনি বরাত, তৎক্ষণাৎ আহ্লাদী ফিরে এল। বল্‌ল, "বাঃ রে, সবই ত পাতে রয়েছে। মিছিমিছি আমাকে খাটালে!"

মহা বিভ্রাটের. কথা। তার হ্যাওটা বেড়ালের পিঠ ফাটানো আহ্লাদী টের পেলে রক্ষা নেই। তক্ষুনি তুখোড় করাতীর মত ক্যাবলরাম করাতের টান বন্ধ করে। এক মিনিটে সে পাখা পাল্‌টে ধর্‌ল। বেলার পিঠে ঠাস্ করে মারার বদলে স্থুরু করল বাতাস। বাতাসার সরবতের মত মিষ্টি গলায় বলল, "আহা, চোতমাসের ফুটিফাটা রোদে বেলা ঘেমে গিয়েছিল। তাই হাওয়া দিচ্ছিলেম।"

তার কথায় গাওয়া ঘিয়ের টাট্‌কা ঘ্রাণ। তা শুঁকে আহ্লাদীর প্রাণ আন্‌চান্ করে উঠল। পুরু ঠোঁটের আবডালে যে ক'টা দাঁত ছিল তা বার ক'রে আহ্লাদী বলল, "দেখলি বেলা, জামাইবাবু তোকে কী ভালবাসে! ঘেমে যাস্ বলে বাতাস করে।"

বেলা যা দেখার তা দেখ্‌ল, তারপর যা দেখবার দেখাল। এমন ভোজবাজি যাত্নসম্রাট সরকারও দেখাতে পারেন না। সেরা পা সাফাই! আস্ত মুড়ো পায়ের আড়াল ক'রে, তাদের নাকের ডগা দিয়ে ভ্যানিশ্ (উধাও) ক'রে দিল।

আহ্লাদী হেসে গড়িয়ে বল্‌ল, "যা তুষ্টু নিয়ে গেলি !"

অবশ্য আর একটা মুড়ো এল, আর গুম্‌ড়ো মুখে ক্যাবলরাম তা খেল।

স্ত্রীর দৌলতে ঘরজামাইয়ের ফুটানি। তাই তার পেটোয়া বেড়ালকে পেটাতে মন পিটপিট্ করে। অথচ সেই নচ্ছারটাকে শায়েস্তা না করলে রাগে শ্বাসকষ্ট হয়।

একটু খোলা হাওয়ায় চাঙ্গা হওয়া দরকার। সে তাই ছুতো ক'রে বেরিয়ে যায়। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করে। তারপর একটা পার্কে ঢুকে পড়ে। নিরিবিলি খুঁজে একটা বেঞ্চিতে বসে। কিন্তু তাতেও সোয়াস্তি পায় না। মাথার ভেতর ছ্যাচ্‌ড়া বেড়ালটা ছর্ ছর্ শব্দে রকেটের মত ঘুরপাক খেতে থাকে। মগজের এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁক থাকে না।...

খানিক বাদে মগজ ছেড়ে তার উদরে কেমন যেন উপদ্রব সুরু হয়। সে বুঝ্তে পারে তার ক্ষিদে পেয়েছে। এক'দিনে বারে বারে খাইয়ে শাশুড়ী তাকে পেটুক বানিয়েছেন। এতক্ষণে তিনি তাকে লুচি হালুয়া খাওয়াতেন,—সঙ্গে ঘনদুধ ও নারকেলের নাড়ু।

কিন্তু রাগের মাথায় সে টাকা নিয়ে বেরোয় নি। পকেটে হাত দিয়ে দেখে তা গড়ের মাঠ! এক কোণে খোলামকুচির মত আছে একটা দুআনি মাত্র। তাতে মেঠাই-মোণ্ডা কিনে পেট ঠাণ্ডা করা চলে না। কি করা যায় সে ভাবছিল। হঠাৎ কানে ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ এল। সে কানখাড়া কর্‌ল। আহ্লাদী পায়ে মল পরে। তা বাজিয়ে তার খোঁজে এল নাকি?

কিন্তু দেখ্‌ল, সে আহ্লাদী নয়। ঘুঙুর পরা এক ফিরিওয়ালা। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, চোঙা মুখে সে হাঁকল,

"চট্টরাজের চট্‌পটি
কাত্ করে সব ফট্‌ফটি।—
চার পয়সায় এক প্যাকেট,
হাত্‌ড়ে দেখ নিজ পকেট।"

এদিক-ওদিকে কয়েকটি ছোট ছেলেপিলে ছিল। তারা তাকে ঘিরে বলল, "আমায় দাও, আমায় দাও।"

তারপর কুড়্‌মুড়্ ক'রে খেতে খেতে এদিক পানে এল। ভাজা মস্‌লার সোঁদা গন্ধের সঙ্গে তারা একগাদা আলোচনা ছড়াল।—

"চট্টরাজের ফট্‌ফটি। ফাষ্টকেলাশ, না রে?"

"চট্টরাজ কি? চটি জুতোর রাজা?"

"ধ্যেৎ। চটিজুতোর রাজা কখনো চট্‌পটি ভাজে। চট্টরাজ হল গিয়ে চট্টগ্রামের রাজা!"

"ও বুঝেছি। যে গ্রামের লোক চটেমটে থাকে, তার নাম চট্টগ্রাম।"

"আর তার রাজা চট্‌পটি ভাজে বলেই কুড়্‌মুড়্ করে।"

কথা বলতে বলতে তারা চলে গেল। কিন্তু তার ক্ষুধাকে খুঁচিয়ে গেল। তখন ক্যাবলরাম লজ্জার মাথা খেয়ে ডাক্‌ল, "এই চট্টরাজ।"

এবার ছোট ছেলে নয়, জাঁদরেল খদ্দের। ফিরিওয়ালা ঘুঙুর বাজিয়ে নেচে নেচে হাঁকল,

"চট্টরাজের চট্‌পটি
কাত্‌ করে সব ফট্‌ফটি—"

সে রোগা টিঙ্‌টিঙে শরীর ভেঙে দেখাল, কি করে ফট্‌ফটি কাত্‌ করা যায়!

ক্যাবলরাম বলল, "দু-আনার ফট্‌ফটি দাও।"

"ফট্‌ফটি নয় দাদু, চট্‌পটি। এই নিন দু-প্যাকেট।"

"তিনটে নয়?"

"কি যে বলেন স্যার? এক প্যাকেটে অনেক থাকে। খুলে গুণে দেখুন।"

ক্যাবলরাম অঙ্কে পণ্ডিত, তাই সে ঝামেলায় গেল না। খুলে খেতে লাগল। এক এক কামড়ে চট্‌পটি ভেঙে অনেক হয়, আর তা আরামসে খেতে কোনও টেঁক টেঁকি নেই। সে চোখ বুজে খায়। হঠাৎ চোখ মেলে দেখে, ইয়া বাব্বা, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা ভালুক!

কিন্তু পাড়াগাঁ হলেও এ যায়গা আসলে সহরতলি। বাঘ ভালুক আসার কথা নয়। সে ভাল ক'রে দেখ্‌ল, সেটা কালো লোমওয়ালা, থ্যাব্‌ড়া মুখো, একটা বিলিতি কুকুর। ঝোলান কান সমেত মাথা নেড়ে শব্দ কর্‌ল, "ঘেউ, ঘেউ।"

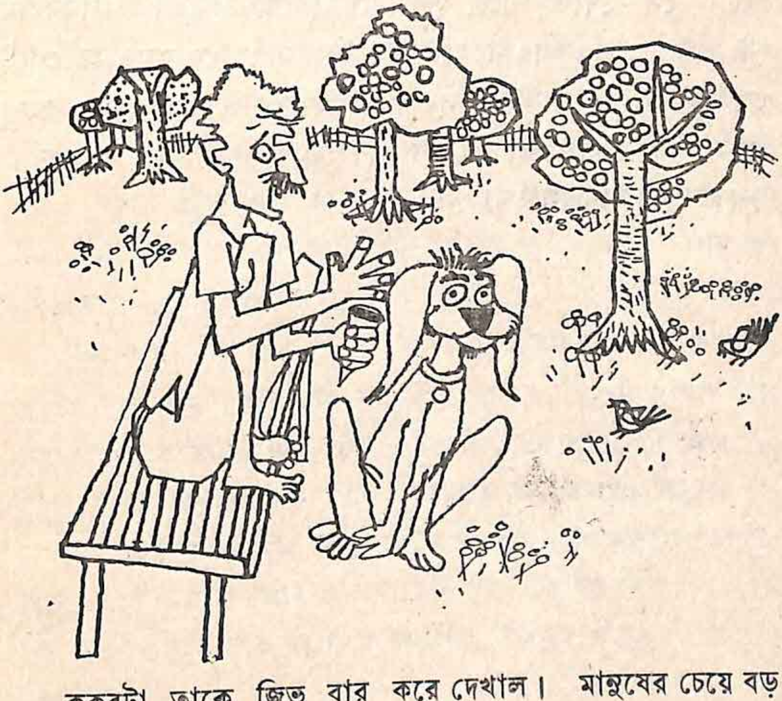
গভীর আওয়াজ। তালপাতার বাঁশীর নয়, কর্নেটের শব্দ। যেন গাল ফুলিয়ে কোনও লেফ্‌টেনান্ট্‌ কর্নেল বাজাচ্ছে!

ক্যাবলরাম চমকে উঠ্‌ল। খাওয়া থামিয়ে ভাল করে দেখ্‌ল, খানদানী বংশের কুকুর! অমন লোম, অমন ঝোলান কান, অমন ছড়ান লেজ হেজিপেজি কুকুরের হয় না।

কুকুরটা ফের শব্দ করল, "ঘ্ ঘেউ ঘেউ।" ক্যাবলরাম বুঝ্‌ল, সে কেতা ছুরস্ত ভাষায় বল্‌ছে, গুড্ মর্নিং স্যার্। আপনি হলেন বাঘ, আর আমি আপনার ফেউ। এরপর খুসী হবার কথা। ক্যাবলরাম বল্‌ল, "ইয়াস্, মিষ্টার ঘেউ।"

তার হৃদ্যতা বুঝে, কুকুরটা বেঞ্চিতে ছ'পা তুলে দিল। তারপর ঢেউ-খেলানো শব্দ কর্‌ল, ঘেউ-উ-উ-উ!

ক্যাবলরাম অনুমান কর্‌ল, সে বল্‌ছে, ক্ষুধায় পেট চো-চো কর্‌ছে স্যর্। সঙ্গে ছ'চার পয়সা নেই যে কিনে খাই। আপনাকে মনে হচ্ছে দাতাকর্ণের অবতার। নমস্কার। জিভের ছট্‌ফটি লেগেছে, ফট্‌ফটি দিন স্যর্।



কুকুরটা তাকে জিভ বার করে দেখাল। মানুষের চেয়ে বড় জিভ। দেখে মায়া হল! ক্যাবলরাম খানিক চট্‌পটি তাকে দিল। এক মিনিটে কুটকুট ক'রে সে খেল। তারপর শব্দ কর্‌ল, ঘ্ ঘেউউ

ঘেউউ। অর্থাৎ কিনা, যেটুকু নিলেন স্যর্, তা ত একটিপ্ নস্য। দাতার মত দাঁত বার করা নয়, কৃপণের মুখটেপা হাস্য!

এমন কথার পর কি আর করা যায়? ক্যাবলরাম সবটুকু তাকে খাওয়াল। কুকুরটা নেমকহারাম নয়, লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাল, "ঘেউ-উ ভেক্ ভেক্ ভেক্"।

টেলিগ্রাফের টরে টক্কার মত ক্যাবলারাম তা স্পষ্ট বুঝ্‌ল। অর্থাৎ, থ্যাঙ্কু স্যর্। একটা বেড়াল আপনাকে বেড়াজালে ফেলেছে। তাই ঘাড়ধাক্কা খেয়ে এখানে চিৎপাত হয়ে পড়েছেন। আমাকে বডিগার্ড (পাহারাদার) করে নিন। মেরে ডিট্ করে দোব স্যর্।—

দেখা গেল, কুকুরটা শুধু কাক-চরিত নয়, ইন্দ্রজিতের মত বীরও বটে। সে গুণতে পারে, তূণ নিয়ে লড়তেও পারে। ক্যাবলরাম তুষ্ট হল। কিন্তু তার পকেটে রেস্ত ছিল না। সে কুকুরটার পেটে হস্ত বুলাল। চোস্ত ক'রে বল্‌ল, "তুই দোস্ত হলি। চ'আমার সঙ্গে। চোর বিল্লিকে শায়েস্তা কর্‌বি। তোকে খাস্তা পাউরুটি খাওয়াব।" কুকুরটা হৃষ্ট মনে লেজ নাড়্‌ল।···

পাঁচ

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। পার্কে কেরোসিনের আলো মিট্‌মিট্‌ জ্বলছে। আলো ও অন্ধকারের মেশামিশিতে ক্যাবলরামের গোঁসার জট্‌ খসে গেছে। তখন শিষ্য বাড়ীতে গোঁসাইর মত সে হেলেদুলে চল্‌ল।

শ্বশুরবাড়ীর দোরে এসে সে দেখ্‌ল, সত্যি কুকুরটা সঙ্গে এসেছে খসে পড়ে নি। কথায় কথায় সে তাকে আস্‌তে বলেছিল, আর, তাতে সত্যি সে পিছু নেবে এ কথা ভাবে নি।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে ক্যাবলরাম বল্‌ল, "সঙ্গে এলি?" কুকুরটা মুখ তুলে শব্দ করল, "ঘেউউ ভেক্‌ ঘেউউ।" অর্থাৎ, এতে অবাক হবার কি আছে স্যর্‌? কুকুর যুধিষ্টিরের সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছিল,—তা অনেক পথ। আর এটুকু দূর আপনার শ্বশুরবাড়ী আস্‌তে পার্‌ব না? নিজে না খেয়ে নুন-দেওয়া চট্‌পটি আমায় খাইয়েছেন। তার গুণ না গাইলে মুখে চূণ কালি পড়্‌বে যে স্যর্‌।

ঠিক কথা। কি আর করা? ক্যাবলরাম তাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী ঢুকল। প্রথমে দেখা হল শাশুড়ীর সঙ্গে। তিনি মাথার টাক ঘোম্‌টায় ঢেকে, আস্তে ঢাক বাজিয়ে বল্‌লেন, "কোথায় গেছ্‌লে বাবা? সারা বিকেল খাবার নিয়ে বসে। মালপো আর রসবড়া করেছি।"

ভালো কথা। কিন্তু পরমুহূর্তে তার পেছনে লোমওয়ালা কালো কুকুর দেখে, ভালুক ভেবে প্রথমে তিনি আঁত্‌কে উঠ্‌লেন। তারপর সেটা কুকুর বুঝে নাক সিঁট্‌কে বল্‌লেন, "কোত্থেকে কুকুর জোটালে বাছা?"

ক্যাবলরাম তা জানিয়ে বল্‌ল, "এসে পড়েছে বেচারা,—তাড়াই কি ক'রে মা? আর বেড়াল যখন ঘরে আছে কুকুরে দোষ কি?"

শাশুড়ী তাদের আহারের তুলনা ক'রে বলেন, "বেড়াল মাছ দুধ খায়, জঞ্জাল করে না। আর কুকুর আস্তকুঁড়ে যা-তা খায়, ঝঞ্ঝাট করে।"

ক্যাবলরাম বুঝিয়ে বলে, "ক্ষেপেছেন। এর ঝোলানো কান আর লেজ দেখুন। এরা সাহেব বাড়ীর নুন খায়, তাই গুণ কত! চাল-চলনে পান থেকে চূণ খসার যো নেই। লোটানো লেজ দিয়ে নোংরা ঝেটিয়ে চলে।

কুকুরটা তার দিকে চেয়ে শব্দ করে "ভেক্ ভেক ঘেউ ভেক্ ভেক্।"- ক্যাবলরাম তার তর্জ্জমা করে বোঝায়, "ও কি বল্‌ছে শুনুন মা। বলছে, বনেদী বংশের ছেলে আমি, ঠাকুর মা। আমার পূর্বপুরুষ ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছিল। তাই এ বংশ ধন্যি হ'য়ে গেছে।"

এর ওপর আর কথা নয়। সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজো-আর্চা করেও তাঁর স্বর্গ দর্শনের ভাগ্য হয় নি। আর কুকুরের কি পুণ্যি গা!

তিনি বল্‌লেন, "থাক্ তা হলে। তবে রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে ধন্না না দেয়।"

ক্যাবলরাম জিভ কেটে বলে, "কি যে বলেন মা! ওর কত জ্ঞানগম্যি!" সে কুকুরটাকে বোঝায়, "রান্নাঘর, অ্যাণ্ড্ ঠাকুর ঘর —নো।"

এভাবে শাশুড়ীকে মানিয়ে ক্যাবলরাম কুকুর নিয়ে শোবার ঘরে গেল। এবার এসে রুখ্‌ল বেলা। সে পিঠ বাঁকিয়ে চ্যালেঞ্জ কর্‌ল, "ম্যাও ম্যাও—ফ্যাঁচ্!"—অর্থাৎ, তুমি কে বট হে বাপু? কোন বটগাছ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসার মত্‌লব? তুমি শকুন, শেয়াল, না এঁড়ে গরু?

কুকুরটা দাঁত দেখায়। শব্দ করে "ঘ্ ঘেউ ঘেউ ভেক্ ভেক্।" অর্থাৎ, তুই পুঁচকে আবার কে রে? ঠাকুরমা ঘরে ঢোকার পাশ-পোর্ট (ছাড়পত্র) দিলেন, আর তুই কিনা কপাট আগ্‌লাতে

চাস্! তোর ডাঁট্‌ত কম নয়। ইচ্ছা হয় কোর্টে গিয়ে নালিশ কর্‌গে।

বেলা তবু কুঁজো পিঠে "ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্, ম্যাও ম্যাও" শব্দ কর্‌তে থাকে। অর্থাৎ, দোর আগ্‌লাব না ত কি? এটা পাগ্‌লাগারদ নয়। জামাইবাবুর সঙ্গে আমাদের ঠাট্টা, তামাসা, ইয়ার্কি, ফাজ্‌লামো হয়। কিন্তু তাতে মনের এমন চিড়্‌খায় না যে, চিঁড়েভাজা খাবার জন্য তোমাকে ডাকা দরকার। যাও, ভাগো।

তখন কবিগানের পাল্‌টা সুরু হয়। কুকুরটা মুখ ভেংচে শব্দ করে, "ভেক্ ভেক্ ভেকু ঘেউ ঘেউ।"—অর্থাৎ, হ্যাংলামি নয়। আমি খোদ জামাইবাবুর সঙ্গে এসেছি। ফেউ নই, ফিঙে নই আমি হলেম গিয়ে মিষ্টি-কুটুম!

"ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ ম্যাও ফ্যাঁচ্—" বেলা শব্দ করে। অর্থাৎ, ঝা-ঝা (যা-যা), কুকুর আবার কুটুম! তেলাপোকা আবার পাখী, কেঁচো আবার সাপ! তুই নফরের অধম।—

কুকুরটা জ্বলে উঠে শব্দ করে,—"ভেক্ ভেক্ ভেক্ ঘেউ," অর্থাৎ, কি বল্‌লি, নফর? জানিস্, দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে। আমাদের বংশের 'লাইকার' কথা কাগজে পড়িস্ নি? সে স্পুট্‌নিকে চেপে কুমারিকা আর কুমেরু পেরিয়ে সকলের মাথার ওপর ফর্‌ফর্ করে উড়েছে! কাউকে পরোয়া করে নি।—

শুনে বেলা লেজের উপর বস্‌ল। সাম্‌নের পা গালে ঠেকিয়ে শব্দ কর্‌ল, "ম্যাও ম্যাও ফ্যাঁচ্ ম্যাও।"—অর্থাৎ, একেবারে 'সফরি ফর্‌ফরায়তে' (পুঁটি মাছ ফর্‌ফর্ করে)। ফচ্‌কেমি রাখ। স্পুট্‌নিকের ফুটানির কথা জানি রে জানি। কতটুকু আর গিয়েছিল? দেখ্‌বি যেদিন আমাদের বংশের মেয়েরা যাবে। তারা কোনও গ্রহ বাদ দেবে না। নিজেরা ঘুর্‌পাক না খেয়ে, তোদের খাওয়াবে।

ঠাট্টায় ফেটে কুকুরটা শব্দ করে, "ভেউ, ভেকু ভেকু ভেউ ভেউ।" অর্থাৎ, পুঁচ্‌কে বেড়াল, ওসব ফাঁকা কথা শিকেয় তুলে রাখ্। তোর

হেলাফেলার নাম হল বেলা, আর আমার নাম ভেক্রাম। গ্রাম্ করে ছোটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ! বাঘও ভয় পায়। তেমন আমার মুনিব ক্যাবলরাম। তার দৌলতে তোর মুনিবের সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া, রঙিন্ সাড়ি। নৈলে—। তারপর দাঁত দেখিয়ে হি হি ক'রে হাসে। এ কথার জবাব নেই। হেরে গিয়ে বেলা মিহি "মিউ মিউ" শব্দ ক'রে আহ্লাদীকে জানায়।

কিন্তু কুকুরটাকে খেদান যায় না। ক্যাবলরাম সালিশ-মীমাংসায় নালিশ বরবাদ করে। সে ছড়া কেটে বলে।

"লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, গনেশের ইঁদুর,
তোমার বাহন বেলা, আমার কুকুর।—"

উত্তম কথা! আহ্লাদী মেনে নেয়। ব্যবস্থা হয়, ভেক্রাম ক্যাবলরামের আর বেলা আহ্লাদীর পাতে খাবে। যে যার ন্যাওটা। তাতে ল্যাঠা পেটা থাক্‌বে না।

ক্যাবলরাম নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে কুকুরের ঐ নামকরণ করেছিল। কুকুরের ভেক্ ভেক্ শব্দ আর নিজের নামের শেষ দু'অক্ষর রাম মিলিয়ে—ও নামে নাকি ভূতও পালায়। রাম শব্দ আছে ত!

আসলে কিন্তু মীমাংসা হয় না। বেলা ক্যাবলরামের পাত থেকে হাত সাফাইয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু ভেক্রাম মাছের মুড়োসহ তাকে ধরে ফেলে। তখন সুরু হয় খুনসুটি, হুটোপুটি। বেলা মার খায়, আর "মিঁউ মিঁউ" ক'রে আহ্লাদীকে নালিশ জানায়,— ষণ্ডামার্ক কুকুরটা আমাকে অনাহক মেরেছে। তোমার সঙ্গে শুই, পাতে খাই, —তাই হিংসা। জামাইবাবু যম এনেছে। দূর করে দাও,—ঝামেলা কমে যাবে। কিন্তু আহ্লাদী তার ভাষার মর্ম ঠিক বোঝে না যেন।

ওদের নিত্য ঝগড়া, খিটিমিটি বেড়ে যায়। অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে আহ্লাদী ক্যাবলরামকে বলে, "ভেক্রাম বেলাকে খামোখা কামড়ায়।"

"খামোখা? বেলা আমার পাত থেকে মাছ নেয়, আমার নিজ চোখে দেখা। তাই—।" ক্যাবলরাম ভেক্রামের পক্ষ টেনে বলে।

"চুরি করে বেলা? সে ধাঁচের মেয়ে সে নয়। বরং ভেক্রামই—"

"উহুঁ। ভেক্রাম বনেদী বংশের ছেলে,—" ক্যাবলরাম ঝুনো উকিলের মত বলে।

"আর বেলা বুঝি হেলাফেলা ঘরের?" আহ্লাদী বিপক্ষের ব্যারিষ্টারের মত টিপ্পনী কাটে।

কথায় কথা বাড়ে। ঝগড়া বাঁধে, এ ওর কাঁধে দোষ চাপায়। স্সুরু হয় যার যার হ্যাণ্ডটাকে নিয়ে নাচানাচি। তারপর দুজনে কথা বন্ধ ক'রে গুম্ হয়।—

ছয়

তখন সৃষ্টি হয় গুমোটের। তারপর একের আড়ালে অপরের পেটোয়াকে পেটানো!

দিন দুপুরে নয়, রাতদুপুরে,—যখন অপরের নাকে টিকাড়া-নাকাড়া বাজে। সবাই ঘুমোয়, আর ওরা মট্‌কা মেরে থাকে। চুপি চুপি দেখে ও-পক্ষ ঘুমিয়েছে কিনা।—শীত এসে পড়েছে। তবু গরমের দোহাই পেড়ে—মোটা ডাঁটের হাতপাখা ওরা জুটিয়েছিল। তা উল্‌টে ধরে তারা মারে। সুযোগ খুঁজে, এ ওকে ডিঙ্গিয়ে, বেলা আর ভেক্রামের পিঠে পট্‌কা ফুটায়।

বেলা শোয় আহ্লাদীর ওপিঠে, খাটে। আর ভেক্রাম শোয় ক্যাবলরামের পিঠের নিচে, মাটিতে। তাদের হাতের নাগালের একেবারে বাইরে নয়।

ঝোপ বুঝে কোপ মারার মত ওরা পাখার ডাঁট চালায়। আর বেলা ও ভেক্রাম "ম্যিউ ম্যিউ," "ভেউ ভেউ" ক'রে চেঁচায়। শুধু তাই নয়, অন্ধকারের কানা মার আহ্লাদী ও ক্যাবলরামের শরীরের নানা স্থানে পড়ে। তা গায়ে হাত বুলানো নয়। পাখা ওল্‌টানো মোটা ডাঁটের গোটা ঘা! তাদের গলায় শাঁখ ও ভাঙা কাঁসর বাজে। ঘুমের মধ্যে ক্রুম্ ড্রাম্ মার্‌লে কেন? তারপর দুজনে হলফ করে বলে, স্বপ্নের ঘোরে তারা ভুল করেছে। কিন্তু বেলা ও ভেক্রাম কান্না তুলে জানায়, নির্ভুলভাবে তাদের পিঠের ছাল তোলা হয়েছে!

এরপর আর একত্র থাকার মানে হয় না। তারা মানে মানে আলাদা শোয়। কিন্তু তাতেও মান অভিমানের খিটিমিটি কাটে না। তারা হাওয়ার সঙ্গে কথা কয়ে, এ ওর গায়ে ঠাট্টা ছোঁড়ে।—

ক্যাবলরাম ছড়া কেটে ব্যঙ্গ করে,—

"ল্যাজ মোটা ছ্যাঁচ্‌ড়া বেড়াল,
তার কপালে রাজার হাল!
দিন-দুপুরে চুরি-চামারি,
রেতে পালঙ্‌-খাটে আমিরি!—"

আহ্লাদী সইবার পাত্রী নয়। সেও পাল্‌টা গায়,

"নিজেরটা যে নিজে খায়,
তার নাগাল কেউ না পায়।
ঘর-জামায়ের যে হয় ফেউ,
সে পচা ডোবার বোঁচা ঢেউ।—"

ছড়া তীরের মত ক্যাবলরামের গায়ে লাগে। সে শুধু ঘর-জামাই নয়, বোঁচাও বটে। সে চটে মটে বলে, "কী, আমাকে বলা!"

আহ্লাদী বলে, "আমি ফেউর কথা বলেছি।"

ক্যাবলরাম বলে, "কিন্তু এর অর্থ বোঝে না এমন বোকা কেউ নেই। আমি ইংরিজিও জানি।"

আহ্লাদী বলে, "আমি ইংরিজিতে বলি নি, বাংলায় বলেছি।"

ক্যাবলরাম বলে, "আমি বাংলা বুঝি না এমন বাঙাল নই। তুমি ইংরিজির চেয়ে হ্যাংলা ভাষায় বলেছ!'

আহ্লাদী বলে, "আমি গায়ে পড়ে বলিনি। তুমি বেলার কথা বলায় আমি ভিক্রামকে পাল্‌টা নিয়েছি। বেলা তার মুনিবেরটা খায়, ভেক্রামের মুনিবেরটা নয়। আর পরের খেয়ে ভেক্রাম—"

"কী, আমাকে ভাতের খোঁটা দিলে!"—ক্যাবলরামের আঁতে ঘা লাগ্‌ল। সে ফোঁস্ ক'রে উঠে বল্‌ল, "আমি যেচে আসি নি। তোমার বাবা সেধে এনেছিলেন। এখন গায়ে কাদা ছোড়া। তোমায় কাঁদিয়ে ছাড়্‌ব। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আয় ভেক্রাম, তু তু।"

ক্যাবলরাম শ্বশুরের দেওয়া জামা গায়ে চড়ায়, জুতো পায়ে গলায়। তার নিজের কিছু নেই। ভেক্রাম লেজ নেড়ে কাছে

আসে। তারপর বেলাকে দাঁত দেখিয়ে শব্দ করে, "ভেউ-ভেক্-ভেক্।" অর্থাৎ, বেকুব বেড়াল, চলে যাচ্ছি বটে। কিন্তু বাইরে পেলে বাপের নাম ভোলাব। নৈলে আমার নাম ভেক্রাম নয়।—

বাইরে কেন, ঘরের ভেতরও ষণ্ডা কুকুরটাকে বিশ্বাস নেই। বেলা আহ্লাদীর আড়ালে লুকায়। আর আহ্লাদী থ' হয়ে থাকে। এমন দাঁড়াবে সে ভাবে নি।

ক্যাবলরাম বাইরে এসে দাঁড়ায়, পেছনে তাকায় না। তাড়াতাড়ি সে এক পায়ে পম্প্‌শু অন্যপায়ে চপ্পল পরেছিল। রাগের মাথায় খেয়াল করে নি। শালী শালাজ নেই যে ঠাট্টা করবে। কিন্তু পম্প্‌শু তাকে গাট্টা মারল। তাতে একটা পেরেক উঁকি দিয়েছিল। তা ধরা পড়ল খানিক এগিয়ে, যখন শোধ্‌রানোর যো নেই। সে নেংচাতে নেংচাতে আর ভেক্রাম নাচ্‌তে নাচ্‌তে চল্‌ল।

কিন্তু সেদিন রাত্রে ভেক্রামকে নিয়ে যে হাঙ্গাম পোয়াতে হয় নি, আজ দিনের বেলা তা যেন ঝাঁক বেঁধে এল। শুধু পথের কুকুর নয়, শেকল ধরা পেডিগ্রী কুকুরের গা শুঁকে ভেক্রাম আলাপ জমাতে চায়। ওদের উত্তরের মর্ম বোঝা যায় না।

পথের কেউ কেউ ক্যাবলরামকে প্রশ্ন করে, "বেশ কুকুর ত মশাই। ঘরের নাকি?"

"নয় ত কি পরের?" ক্যাবলরামের ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছা করে। "কোথায় পেলেন মশাই? কত দিয়ে কিনেছেন? কি খেতে দেন? কি নাম বল্‌লেন,—ভেক্রাম! অদ্ভুত নাম ত! ভেক+রাম=ভেক্রাম। কিন্তু ভেক ত ব্যাঙ।"

ক্যাবলরাম শুধ্‌রে বলে, "উহুঁ। ওর ভেক্ ভেক্ ডাক আর আমার নামের শেষ দু'অক্ষর রাম জুড়ে ভেক্রাম। এতে ব্যাঙের নাম গন্ধ নেই।"

লোকটি ঠাট্টা করে বল্‌ল, "বেড়ে সন্ধি ত! বিদ্যাসাগর মশায়ের ব্যাকরণে নতুন সূত্রটা জুড়ে দেবেন। নাম হবে।" মায়ের জন্য বিদ্যাসাগর দামোদর নদী সাঁত্‌রে পার হয়েছিলেন, সে কথা ক্যাবলরাম জানে। কিন্তু তিনি যে ব্যাকরণ লিখে সবাইকে নদীর স্রোতের চেয়ে বেশী নাকানি চুবুনি খাইয়েছেন! তাই সে ভয় খায়। যদি কেউ খুন্তি ও গদা হাতে পথ আগ্‌লে বলে, আগে এ সবের শব্দ রূপ বল,—তা হলে ?····

সে পাশ কাটায়। কার মুখ দেখে যে উঠেছিল! ঘরে ঝগড়া হয়েছে, আর বাইরে নয়। তাই সে সেদিনকার মত পার্কে ঢুকে পড়ে।—

সাত

ক্যাবলরাম ভেক্রামকে নিয়ে নিরালা বেঞ্চিতে বসে। ভেক্রাম নাকটেনে টের পায় কে সেখানে বসে চট্‌পটি খেয়েছে। সে শব্দ করে, "ভেউ ভেক্ ভেক্।"—অর্থাৎ, ট্যাকের পয়সায় কিনে চট্‌পটি খাওয়ান স্যার।

ক্যাবলরাম চট্‌পটিওয়ালাকে খোঁজে। কিন্তু তার বদলে গট্‌মট্ করে আসে এক পুলিশ সার্জেণ্ট। তার খাকির পোষাক, ক্রশবেল্ট, পিস্তল, আর মাথায় হেল্‌মেট্। তা যেমন তেমন,



ক্যাবলরাম ত চোর বা খুনী নয়, তার কিসের ভয়? কিন্তু সার্জেণ্ট কট্‌মটে কথা ব'লে তাকে ভয় দেখাল।—

"ইউ কিড্‌নাপড্‌ মাই ডগ্‌। হামারা কুকুর তোম্‌ পট্টি দেকে লিয়াথা?" তারপর কুকুরটাকে বল্‌ল, "হ্যালো টাইগার! গুড্‌ গড্‌। হোয়ার হ্যাড্‌ উ বীন্‌!' সার্চড্‌ হেভন্‌ অ্যাণ্ড হেল্‌ ফর ইউ। (কি গো টাইগার। ভগবান দয়ালু। তুমি কোথায় ছিলে? তোমার জন্য স্বর্গ নরক খুঁজেছি)।" ক্যাবলরাম সে কথার কিছু বুঝ্‌ল না। কিন্তু না-বলা না-কওয়া হঠাৎ ভেক্রাম সার্জেণ্টের কাঁধে লাফিয়ে পড়ল। একটা লড়ায়ের ভয়ে ক্যাবলরাম কেঁপে উঠ্‌ল। এই বুঝি কাল্লু আর কেক্কর শিং-এর কুস্তি লাগে।

কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখ্‌ল, তা কুস্তি নয়, দোস্তি। ভেক্রাম সার্জেণ্টের গাল চেটে শব্দ কর্‌ল, "ভেক্‌ ভেক্‌ ঘেউ-উ ঘেউ-উ।" অর্থাৎ, কুটুমবাড়ী গেছ্‌লুম স্যর্‌। বেশ যত্ন-আত্তি পেয়েছি। খালি একটা চ্যাপ্‌সা বেড়ালের হামেলায় চলে এলাম। ওটার নাম হ'ল বেলা। এক্কেবারে স্বভাব-দুর্বৃত্ত। দাও সে ধারার মাম্‌লায় ঠেলে।

হয়ত এক'দিনে সার্জেণ্ট তার ভাষা ভুলে গিয়েছিল। সে ক্যাবলরামের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। আর ক্যাবলরাম ভয়ে ভয়ে বল্‌ল, "নো স্যর্‌। ফেউকা মাফিক হামার পিছু লিয়া থা। বুঝাকে শুনাকে হাম্‌ ফেরত দেনে আগিয়া। চুরি কর্‌নেসে কি সাথ্‌মে লে আয়া?"

যুক্তিসম্মত কথা। সার্জেণ্ট্‌ তা মেনে নিল। সে সহরে থাকে। একদিন কি কাজে এদিকে কুকুরসহ এসেছিল, আর তা হারিয়ে যায়। অনেক খুঁজে আজ সে আবার এখানে ঢুঁ দেয়। কুকুর পেয়ে শিস্‌ দিয়ে সে চলে যায়,—"ড্যান্স্‌ লিটিল্‌ বেবী, ড্যান্স আপ্‌ হাই" (কচি শিশু নাচো, ঢের উঁচু নাচো)।

ভেক্রাম নেমক হালাল। যাবার আগে ক্যাবলরামের দিকে চেয়ে শব্দ কর্‌ল, "ভেউ, ভেউ, ভেক্কু ভেক্কু ভেক্কু।" অর্থাৎ, থ্যাঙ্কু। পুলিশের কুকুরকে তোয়াজ করা ফেলা যাবে না। তা পিঁয়াজের

খোশবুঁ ছড়াবে। যদি কখনো কারু হাতে বেঘোরে খুন হও, গন্ধ শুঁকে আসামী ধর্‌ব। নিশ্চিন্ত থাক দাদু।

আশ্বাসের কথা। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল।

বাপ্‌স্‌, যেমন পুলিশের সার্জেন্ট তেমন তার কুকুর। যেমন জারুল কাঠ, তেমন তার মুগুর।

অত যত্ন-আত্তি ক'রে খাওয়ানো, বেলা আর আহ্লাদীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি, আর তার প্রতিদানে একটু ঠাট্টা ছিটিয়ে লম্বা!

তখন ক্যাবলরামের মনে হ'ল, পরের চেয়ে আপন ঘর ঢের ভাল। মাঝে মাঝে ঝড় এলেও সেখানে চাঁদের আলো দেখা দেয়। কী সুন্দর নাম আহ্লাদী আর বেলা! তা যেন মনের ময়দানে কানামাছি খেলে। আর সার্জেন্ট, টাইগার্‌ ভেক্রাম্‌ কি বিচ্ছিরি নাম। তা মেঘ-চিরে ক্রাম্‌ করে বজ্রের ধমক দেয়!······

সেদিনকার চট্‌পটিওয়ালা কখন ঘুঙুর বাজিয়ে এল। সে বল্‌ল চট্টরাজের চট্‌পটি নেবেন দাদু?"—

"দাও।" ক্যাবলরাম দু'প্যাকেট কেনে। এক প্যাকেট খায় এক প্যাকেট বেঞ্চির তলায় রেখে দেয়। মনে পড়ে, ভেক্রাম ভালবাসে। যদি ফিরে আসে, যেন খায়।

ভেক্রামের জন্য মন কেমন করে। সে খানিক পায়চারি ক'রে শ্বশুরবাড়ী ফিরে যায়। গিয়ে অবাক হ'য়ে দেখে, আহ্লাদী কাঁদ্‌ছে!

তাকে দেখে আহ্লাদী উতলা হয়ে বলে, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? জাননা—"

তার চোখের জলে ঝগ্‌ড়ার ধূলো কাদা মুছে যায়। ক্যাবলরাম প্রশ্ন করে, "কি জানি না? সত্যি কি আর চলে গিয়েছিলেম? এই ত এলাম।"

আহ্লাদী বল্‌ল, "এত খাওয়া-দাওয়া ফেলে যাবে না, তা ত জানা কথা। সেজন্য নয়। সে আর আস্‌বে না।"

ক্যাবলরামের কাছে ধাঁধা মনে হয়। সে যে কে, তা ভেঙে বলায় বাধা কিসের ?

ক্যাবলরাম পিঁপড়ে, ব্যাঙ্, ইঁদুর, ছুঁচোর নাম করে। এবার আহ্লাদী জানায়, "বেলা।"

ক্যাবলরাম মনে মনে খুসী হয়ে জিজ্ঞেস করে, "ঠ্যাঙানি দিয়েছিলে বুঝি ?"

"উহুঁ, নিয়ে গেছে।"

"ছেলেধরা বুঝি ? থল্থলে চেহারা দেখে থলেয় ভরে নিয়েছে ?"

"ছেলেধরা নয়।"

"তাহ'লে পুলিশ ? পরের ইলিশমাছ চুরি করেছিল ?"

"না। পুলিশের মেয়ে।"

"ওহো মেয়ে-পুলিশ ! ওরা কথা নেই, বার্তা নেই ; গড়্ গড়্ করে অন্দরে ঢুকে পড়ে। তারপর হাঁড়ি-কুঁড়িতে যা পায়—"

আহ্লাদী মাথা নেড়ে বলে, "মেয়ে-পুলিশ নয়, পুরুষ-পুলিশ। তার দত্যির মত গাট্টাগোট্টা চেহারা। সত্যি সত্যি কি করে বাবার মিতে হ'ল তা কে জানে ? কোন্ তেপান্তরে বদ্লী হয়। সে সময় তার মেয়ের বেড়াল বাচ্চা এখানে রেখে যায়। আর আমি পেলে লেলে বড় করি। নাম দি 'বেলা' আর 'কাব্লি বেড়াল'। আর অ্যাদ্দিন পর ফিরে এসে কিনা নিয়ে গেল। আচ্ছা মজা ত।"

আহ্লাদীর স্বর দুঃখে বুজে আসে।

ক্যাবলরাম বলে, "পুলিশ কুকুর দিয়ে আসামী ধরে। বেড়াল নেয় কেন ?"

আহ্লাদী ঠোঁট উল্টে বলে, "আব্দেরে মেয়ের কান্নায়।" "আর না হয়, তুমিও কাঁদ্তে ?" ক্যাবলরাম মনে করিয়ে দেয়।

"তা কি আর কাঁদিনি ? কিন্তু বাবা বল্লেন, কান্নার পাল্লা দিয়ে

পুলিশকে হারানো যায় না। ওদের বন্দুক, পিস্তল, কান্না-বোমা আছে। তার অনেক জেল্লা-জমক।"

ক্যাবলরাম সায় দিয়ে বলল, "ঠিক। তাই আমিও ভেক্রামকে দিয়ে এলাম। ঝগড়া করি নি।"

আহ্লাদী চোখ মুছে গালে হাত দেয়। বলে, "সত্যি দিয়ে এলে ভেক্রামকে।"

"দোব না? অমন ভালো বেলার সঙ্গে খিটিমিটি করত।"

"তাই অমন সেরা কুকুরকে হাতছাড়া করলে?"

যখন ছিল তখন বেলা আর ভেক্রামকে নিয়ে তাদের চরম বিরোধ ছিল। আর এখন নেই বলে দরদ। দুঃখের ধুলোকাদা তারা যেন এক পাপোষে পোছে! ওদের আপোষ হয়ে যায়। মনে হায়-আপসোস থাকে না।

আট

অন্যান্য দিন শাশুড়ী নিজে ক্যাবলরামকে খাওয়াতেন। ঘুম কাতুরে আহ্লাদী অল্প রাতে নাক ডেকে ঘুমুত। বেলা বিছানা ছেড়ে এসে পা সাফাই কর্‌ত।

কিন্তু আজ অন্য ব্যবস্থা। ক্যাবলরাম কখন ফিরবে জানা ছিল না। তাই শোবার ঘরে তার খাবার ঢাকা ছিল।

আহ্লাদী ভিন্ন গলায় বলল, "খাবে এসো।"

হাত মুখ ধুয়ে ক্যাবলরাম খেতে বসে। বেলার দুঃখে আজ আহ্লাদীর চোখে ঘুম নেই। সে কাজ নিয়ে নিজেকে ভোলাতে চায়।

ক্যাবলরাম ভাবে, খুব ভাল কথা। তার চেয়েও ভাল আজ চোর-জোচ্চোর কাছে নেই। থালা ঘিরে থরে থরে মাছের কোর্মা কালিয়া, ঘণ্ট। ঘণ্টা বাজিয়ে খাও, তবু নিশ্চিন্তে।

সে মনে মনে অদেখা পুলিশ-কন্যাকে ধন্যবাদ জানায়।

আহ্লাদীর বাড়া খাবার কাছে ছিল। সেখান থেকে মুড়োর বাটিও সে টেনে নেয়।

আহ্লাদী বলে, "ওটা নয়।"

ক্যাবলরাম জিভ কেটে বলে, "রাম বল! ভেবেছিলেম, ক্যারি করার ঝামেলা কমাতে বেলার জন্য বাড়া। আর সেই যখন নেই—"

আহ্লাদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, "আহা, কি আহ্লাদ ছিল ওর তোমার সঙ্গে খেতে। মা আমার জন্য বড় মুড়োটা তুলে রাখতেন। আমি সেটাও দিতেম তোমাকে,— বেলা যেন পা-সাফাই করে নেয়।"

আসলে সে রাম-মুড়ো কার জন্য, তা জেনে ক্যাবলরাম অন্যমনস্ক হয়। সে গোটা লঙ্কা খেয়ে জিভ টানে। তারপর আড়চোখে চেয়ে দেখে, আহ্লাদীর জন্য মুড়োটা শুধু জাতে নয়, ধাতেও বড়।

সে একটু চাট্‌নী জিভে তুলে বলে, "বদলে দি। আমায় ভালো দিয়ে তুমি খারাপ খাবে, তা হয় না।"

ফ্যাসাদের কথা! আসলে সেটাই বড়। আহ্লাদী ফন্দি এঁটে বলে, "ও মুড়ো জামায়ের খেতে নেই।" ক্যাবলরাম জিজ্ঞেস করে, "কেন?"

আহ্লাদী জবাব দেয়, "জামাই যে বেটাছেলে।"

বড় মুড়োটা খাবার লোভে হয় ত ক্যাবলরাম জানাত, সে বেটাছেলে নয়। কিন্তু গুঁফো-মুখ নেড়ে সে কথা ত বলা যায় না।

আহ্লাদীই তা বলে ফেল্‌ল। "বাবা কি বলেন জান? ঘর-জামাই নাকি বেটাছেলে নয়।"

ক্যাবলরাম প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, "বাঃ রে, আমার ত গোঁফ আছে।"

আহ্লাদী তা খণ্ডন ক'রে বলে, "বেলা মেয়ে-বেড়াল। ওরও ত গোঁফ আছে।"

হঠাৎ ক্যাবলরামের গলায় মাছের কাঁটা আট্‌কায়। আহ্লাদী 'ষাট্‌-ষাট্‌' করে ওঠে। বলে, "বেলা মনে করেছে বুঝি? যা ন্যাওটা ছিল। মনে মনে ওর পা ধর দিকি। ধরেচ? এখন একদলা শুক্‌নো ভাত গেল। সরে গেছে?" দেখ টোট্‌কা ওষুধের গুণ।"

খালি গুণ কেন, যোগ-বিয়োগ-ভাগও সে দেখেছে।...

নয়

ওদিকে হাত বদল হয়ে, বেলা তখন ট্রেনে চলেছে। সে এখন দূর পথের যাত্রী। কোন্ তেপান্তরে চলেছে তা জানে না।

তার নতুন মুনিবের নাম পল্লবী। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ মিষ্টার সঙ্কটমোচন বর্ধনের মেয়ে সে।

রিজার্ভ করা ফাষ্ট্ ক্লাশ কাম্‌রায় তারা যাচ্ছিল। ফাষ্ট-ক্লাশ হ'লে কি হয়, লাষ্ট্ বয়ের মত ভড়্কে বেলা বসেছিল।

ফোঁস্-ফোঁস্-ভুঁষ্-ভাঁষ্ ক'রে নিঃশ্বাস টেনে দৈত্যের মত ট্রেন ছুটেছে। গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, ভয়ে সরে যাচ্ছে। মাথার ওপর বোঁ-বোঁ করে ফ্যান্ ঘুরছে। বাইরে ও ভেতরে সমান তাণ্ডব। কি জানি ভেক্রামই দলবেঁধে আসছে কিনা! সে ভয়ে ভয়ে পল্লবীর কোলে মুখ গুঁজ্‌ল।

আসলে পল্লবীই তার পুরানো মুনিব। সে কথা কিন্তু বেলার মনে নেই।

তার ছেলেবেলাকার কথা। তাকে কুড়িয়ে এনে পল্লবী পেলেছিল। তখন তার বাপ অনেক দূরে বদলী হয়ে যান। আহ্লাদীর বাপ তাঁর বন্ধু। তাঁর জিম্মায় রেখে যান, কিছু জিনিসপত্র আর বেলাকে। তার নাম ছিল তখন পুষি। কি জানি কেন, খুসী হয়ে আহ্লাদী নাম রাখে বেলা, আর তা চালু হয়েছে।

এ ভাবে অনেকদিন কেটেছে। সম্প্রতি চেষ্টা-চরিত্র ক'রে সঙ্কটমোচন দেশে ফিরেছেন। সঙ্গে এনেছেন প্রমোশন। এখন একটা মহাকুমার চার্জ (ভার) নিয়ে যাচ্ছেন।

পল্লবী বেলার গায়ে হাত বুলিয়ে বল্‌ল, "দেখলে বাবা, বেলা

কেমন চুপটি করে শুয়ে আছে। কক্ষনো ট্রেনে চড়েনি, তাই ভয় পেয়েছে বুঝি ?”

ট্রেনে চড়ে বেড়াল ভয় পেল, না ভরসা পেল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক সঙ্কটমোচন নন। তিনি খেঁকিয়ে বল্‌লেন, “রাত হয়েছে। এখন ঘুমোও দেখি। সেই থেকে খালি বেড়াল, বেড়াল! যতো সব—”

কাঠখোট্টা গলা শুনে, বেলা ভয়ে ভয়ে তাকায়। দেখে, খাকির পোষাক পরা লোকটা খামোখা খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে। সাদা পোষাক পরে সে তাকে আন্‌তে গিয়েছিল। তখন এমন তিরিক্‌খী মেজাজ ছিল না ত!

আহ্লাদীর বাপকে সে দেখেছে। সে এমনতর নয়। কি জানি তার কপালে কি হাল হবে ?

ভেবে ভেবে তার ক্ষিধে পায়। মানুষের মত ছকবাঁধা আহারে বেড়ালের চলে না। আহ্লাদী তাকে এন্তার খাবার সুযোগ দিয়েছে। তা ছাড়া ছিল পা-সাফাই। কিন্তু এদিকে পল্লবীর যেন খেয়াল নাই। সঙ্গে খাবার আছে, অথচ তা দেবার নাম নেই!

মা এক সময় খাবারের বাক্স বার করলেন। পরোটা, মাংস, হালুয়া, কাঁচাগোল্লা, কিন্তু তার বেলা পাতের কুঁচো-কাঁচা। ছুঁচোর আহার! তার পেট চোঁ-চোঁ করছিল। কি আর করা ? তাই খেয়ে মনের কষ্টে পল্লবীর কোল ঘেঁষে সে শুল।

অনেক রাতে সে মিট্‌মিটে চোখে চাইল। তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পল্লবীর বাপের নাকে টিকাড়া-নাকাড়া বাজ্‌ছে। তা যেন বেলাকে ঠাট্টা করে বলছে, ভিক্ষার আবার কাঁড়া-আকাঁড়া! পেয়েছিস্, তাই ঢের।

কিন্তু হঠাৎ তা ছাপিয়ে, তার কানে এল মিষ্টি স্বর। এ স্বরে বেড়ালরা ধড়্‌মড়্ ক’রে ওঠে।

বাতি নেভানো। সে শিকারী চোখ মেলে ইতি-উতি চায়। দেখে, ছাদে একটা পাখীর খাঁচা ঝুল্‌ছে।

তখন ঝুলন-পরব নয়। কিন্তু তার চেয়েও মন-নাচানো উচ্ছব যেন। দুটো ময়না পাখী ঝুলন দোলায় দুল্‌ছিল। কিন্তু কি কারণে তাদের খুনসুটি লেগে গেল। ডানার ঝাপট ও হুটোপুটিতে খাঁচার কপাট ফাঁক হয়েছে সে খেয়াল তাদের নেই।

তা না থাক, বেড়ালের আছে। সে হিসাব করে দেখ্‌ল, তার একটা হাইজাম্পের ওয়াস্তা। তাক্ করে একটা লাফ, তারপর ক্যাঁক্ করে দুটোর টুঁটি ধরা। রাতের বাহারে আহার! ওরা কারা ও কার সে হিসাবের দরকার নেই। সংসার এমন চমৎকার, যে কেউ কারুর নয়। আবার চিন্তা করে দেখলে, সবাই সব্বার। বেলা ময়নার, আবার ময়না বেলার। জুড়ে নিয়ে বাহারে জিভের গয়না বানালেই হল!

সেয়ানা বেলা পল্লবীর কোল থেকে আলগোছে নাব্‌ল। তারপর খাঁচা সই ক'রে দিল লাফ। কিন্তু খাঁচাটা সে ধাক্কা সইতে পারল না। হুক্ ফস্‌কে ময়না সমেত পড়্‌ল মেঝে। তারপর গলা ছেড়ে ময়না দুটো সোজা চেঁচাল, "ট্যাঁ ট্যাঁ!" অর্থাৎ, কে কোথায় আছ গা? রক্ষে কর, মেরে ফেল্‌লে।—

চিৎকার শুনে ওপরের বাঙ্ক থেকে কে হাত বাড়াল। সুইচ্ টিপে আলো জ্বাল্‌লো। বেলা সভয়ে দেখ্‌ল, গন্ধমাদন পাহাড়ের মত একটা দৈত্য! তার খাকির পোষাক পরা। কাঁধে তিনটি তারা, কোমরে পিস্তল। সে দুড়ুম্ ক'রে পিস্তল ছুড়্‌ল না, কিন্তু দড়াম্ করে নিচে নাব্‌ল। তারপর খাঁচা পরখ ক'রে, তার দিকে কট্‌মট্ ক'রে চাইল। বেলার শিকারী চোখের ছোরাকে পাল্লা দিতে খাপখোলা তলোয়ারের ঝলক যেন!

তার নাবার শব্দে সবাই জেগে উঠ্‌ল। ততক্ষণ বেলা পল্লবীর কোলে লুকিয়েছে। তাই লোকটি তাকে কিছু না বলে, পল্লবীর

বাপের দিকে তাকালেন। তার খাকির পোষাক আর কাঁধে ছুটি তারা দেখে বুঝ্‌লেন, তিনি পুলিশ অফিসার। তাই রাগ চেপে বল্‌লেন, "দেখিয়ে জী, আপকা বিল্লি ক্যা কিয়া।"—(দেখুন মশাই, আপনার বেড়াল কি করেছে।)

ময়না ছুটো "ট্যাঁ ট্যাঁ" ক'রে সায় দিল। অর্থাৎ, সত্যি স্যার্‌, ট্রেনের দোলানিতে খাঁচার মধ্যে আমাদের ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ বেড়ালটা লাফ মেরে, দোর ধরে টানাটানি! তখন প্রাণে বাঁচা দায়। তাতে সায় না দিয়ে পল্লবীর আড়াল থেকে বেলা সাফাই গাইল, "ম্যিউ ম্যিউ। অর্থাৎ, মিছে কথা স্যার্‌। ওদের পাখা, আর আমার ল্যাজ, তা এক কিসিমের (রকমের) ব্যাজ (চিহ্ন)। কাজে কাজেই তার সম্পর্ক আছে। ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দে কি ঘুম আসে? তাই ভাবলেম, নাগর-দোলায় দোল খাওয়া ইষ্টিকটুমের কাছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শুনে আসি।

সেয়ানা ময়না ছুটো মুখ বাঁকাল। "ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ"— শব্দ কর্‌ল। অর্থাৎ, আহা রে, গল্প শোনার ভাঁওতায় ঘাড়মটকানো! কী আমার সখের বায়না রে— ! তারা লেজের ঝাম্‌টা মারে।

তাতে বেলা দমে না। সে গোঁফের ফাঁকে "ম্যিউ ম্যিউ" শব্দ করে। অর্থাৎ, থাম রাঙা ঠোঁটি! আমার কদর তোরা কদ্দূর জানিস্‌? চড়ুই পাখীর চড়ুইভাতি, ভেটকী মাছের চুটকী মজলিস, ইলিশ মাছের সালিস-সভায় বরাবর আমি সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়েছি। পেয়েছি মালা, ফোঁটা-তিলক। সে তার কপাল আর নাক দেখায়।

কিন্তু ওরা কেউ পশু-পাখীর ভাষা জানে না। ওসব খাসা কথা বুঝ্‌ল না। সব মাঠে মারা গেল।

সঙ্কটমোচন উদ্ভট টাইপের লোক। তিনি উপরঅলা ছাড়া কারু কথা বরদাস্ত করেন না। কিন্তু পোষাক দেখে বুঝ্‌লেন, তিনি মিলিটারি ক্যাপ্টেন। তাঁর কাঁধে তিনটি তারা। পুলিশ সাহেবের সমান।

তাই নরম গলায় বল্‌লেন, "বহুৎ সরম্‌ কি বাত্‌ জী। বিল্লিকা ধরম্‌ নেহি। উ অ্যায়্‌সাই হোতা হ্যায়। হাম্‌ লেড়্‌কীকা কিৎনা মানা কিয়া থা। তব্‌ভি সাথ্‌মে লে আয়া। হাম্‌ বিল্লিকা টেংড়ি তোড়্‌ দেঙ্গে। চিল্লাচিল্লি নেহি মানেগা।" (খুব লজ্জার কথা, মশাই। বেড়ালের ধর্ম নেই। সে এমনি হয়। আমি মেয়েটাকে কত বারণ করেছি, তবুও সঙ্গে এনেছে। আমি বেড়ালের ঠ্যাং ভেঙে দোব। চেঁচামিচি মান্‌ব না।)

পল্লবীর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হ'ল। তা দেখে সেনা-অফিসারের মায়া হওয়ায়, তিনি সঙ্কটমোচনকে শান্ত করলেন। বল্‌লেন, "এৎনা গোস্‌সা মাৎ হোনা জী। বিল্লিকা অ্যায়সা দস্তুর।" (এত রাগ কর্‌বেন না মশাই। বেড়ালের এম্নিধারা।) বেড়ালের স্বভাব বোঝাতে তিনি ছড়া কাট্‌লেন।

"ইল্লি আউর বিল্লি
ক্যা সম্‌ঝে উ দিল্লী?"

(ইল্লি আর বেড়াল দিল্লীর কি বোঝে?)

সেতারের গৎ-এর সঙ্গে তবলার ঠেকার মত সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "কোয়াট্‌!" (ঠিক।)

তারপর সিগারেট কেস্ এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "স্মোক্।" (ধূমপান করুন।)

সেনা-অফিসার সিগারেট নিয়ে বল্লেন, "থ্যাঙ্কস্" (ধন্যবাদ)। তারপর দুজনে তা ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়্তে মনের ধোঁয়া কেটে গেল।

তখন সুরু হল ধূমধাম আলাপ পরিচয়।—

"আপ্কা ক্যা নাম জী?" (আপনার নাম কি মশাই?)

"সঙ্কটমোচন বর্ধন। পুলিশকা-ডেপুটিসুপার। আউর আপ্কা নাম সাব্?"

"সম্পটলোচন ভর্মন। মিলিটারি ক্যাপ্টেন।"

দুজনে হাত ধরে ঝাঁকালেন। শুধু বেলা নয়, ময়না ছুটো, মায় পল্লবী ভেব্ড়ে গেল, এই বুঝি ওদের বক্সিং (ঘুঁষোঘুঁষি) লাগে।

কিন্তু তা লাগ্ল না। ওঁরা একজন আর একজনকে সিগারেট ঘুষ দিয়েছেন, আর দুজনে খোশ মেজাজে তা খাচ্ছেন।
তাঁরা পাশাপাশি বস্লেন। সম্পটলোচন বল্লেন, "দেনোকো নাম এক কিসিম। নোক্‌রি ভি। হাম্‌লোগ দোস্ত্ বন্ গিয়া।" (দুজনের একরকম নাম, চাক্‌রিও। আমরা বন্ধু হলেম)।

"কোয়াট্" (ঠিক)।

তারপর চল্‌ল তাদের গালগল্প আর গুল্‌তানি। ময়না ছুটো বিরক্তি ভরা শব্দ কর্‌ল, "ট্যাঁ-ট্যাঁ।" অর্থাৎ, উল্‌টো বুঝিলি রাম। ওরা হালে পানি না পেয়ে মাঝ গাঙে নোঙর কর্‌ল! কোথায় বেড়ালটার মুনিবকে ঘুঁষিয়ে বোঁচা কর্‌বে, তা নয় ছুটোতে মোচার ঘণ্ট! আসলে যতই দেমাক দেখাক, মানুষগুলোর খেঁকি কুকুরের স্বভাব। দেখা হতে খেঁকাখেঁকি, তারপর গা শোঁকাশুকি! মুড়ো-ঝাঁটা মার ওদের দাপটে!—

ওরা লেজের ঝাম্‌টা দেয়।

সম্পটলোচন পল্লবীকে বলেন, "কুছ্ ডর নেহি খোকী। তুম্‌হারা পেট্ বিল্লিকা কোই মার্‌বে না। ক্যা নাম বিল্লিকা? নটি

কেট্ ?" (কিছু ভয় নেই খুকী। তোমার আদুরে বেড়ালকে কেউ মারবে না। বেড়ালের কি নাম ? দুষ্ট বেড়াল ?)

তার হয়ে সঙ্কটমোচন বলেন, "বেলা।"

"বিল্লিসে বেলা ? গুড্। বিল্লি কেক্ খায়েগা ?" (বিল্লি থেকে বেলা ? ভাল। বিল্লি কেক খাবে ?)

বেলা চিকন শব্দ করল "ম্মিউ-উ—"। অর্থাৎ, ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি স্যার্। এদের আক্কেল নেই। তবু এ আপনার খেয়াল আছে। থ্যাঙ্কু।—

তিনি কটা কেক্ বার ক'রে পল্লবীকে বললেন "দোনো কা ওয়াস্তে খোকী।" (দুজনের জন্য খুকী)।

সঙ্কটমোচন খুঁৎখুঁৎ ক'রে বললেন, "মাৎ দিজিয়ে। পেয়ার করনেসে শিরমে উঠে গা। বিল্লিকা দুস্তি আউর দুষ্‌মনকা কুস্তি।" (দেবেন না। নাই দিলে মাথায় উঠবে। বেড়ালের ভালবাসা, শয়তানের ধরে ঠাসা!")

সম্পটলোচন কিন্তু সায় দিলেন না।···

ট্রেনে এসে সঙ্কটমোচনের নাবার ষ্টেশনে থামল। সম্পট-লোচনের সঙ্গে—'টা-টা' ক'রে তিনি সবাইকে নিয়ে নাব্‌লেন। তারপর গাড়ী করে বাড়ী গেলেন।

নতুন যায়গায় এসে কিছুদিন বেলার খেলাধূলো খাওয়া-দাওয়া ভাল লাগ্‌ল না। দু'বাড়ীর ধরন-ধারণ আলাদা। আহ্লাদীর কথা মনে পড়ে কত দুঃখ হয়।-

কিন্তু ক্রমে সে দেখ্‌ল, বেড়াল পালনের একই স্কুলে যেন আহ্লাদী আর পল্লবী ট্রেনিং পেয়েছিল। একসঙ্গে খাওয়া-শোওয়া, হাত-সাফাই, পা-সাফাইর সুযোগ দেওয়া,—পল্লবী কোন ব্যবস্থার ত্রুটি রাখে নি।

তার মনে হ'ল, তিন অক্ষরের নামের মাঝখানে 'ল্ল' শব্দ থাক্‌লে মানুষ এম্নি ভাল হয়ে থাকে। কিন্তু তখন 'জল্লাদী' নামটা সে হিসাবের মধ্যে ধরে নি।

এ ভাবে আহ্লাদীর দুঃখ সে ক্রমে কাটিয়ে উঠ্‌ল।

পল্লবীর মা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। পূজো-আর্চ্চা আর শুচিবাই নিয়ে আছেন। বেলা এদিক-ওদিক মাড়ায় বলে তার গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন। অভাবে গোবর জল। কিন্তু একদিন যা দিলেন, তাতে পল্লবী নাকে কাপড় নিয়ে 'ওয়াক্ থু'করে উঠ্‌ল। বল্‌ল, "দোহাই মা, তুটি পায়ে পড়ি। উটি করো না। বেলা আমার সঙ্গে খায়, শোয়।"

মা বল্‌লেন, "তা হ'লে ওকে এক জোড়া জুতো কিনে দাও।— যা-তা মাড়াবে না।"

পল্লবী হেসে বলে, "এক জোড়া নয় তুজোড়া।- কিন্তু তার দোকান কৈ ?"

মা বলেন, "তাও ত বটে! যা হোক, শেখাও পা না ধুয়ে ঠাকুর ঘরে যেতে নেই।"

পল্লবী বেলাকে শেখায়। বেলা "মিউ মিউ" শব্দ করে। অর্থাৎ, আমি জানি গো জানি। ভোগের পেসাদ বাতাসা, নকুল দানা, কলা খাবার লোভ আমার নেই। কিন্তু তোমাকে বলা ভাল। ঠাকুর ঘরের খুপ্‌রীতে ঘুপ্‌টি মেরে চড়ুই আর কবুতর থাকে। কিচির-মিচির আর বাক্-বাকুম্ ক'রে আমার ঘুম ভাঙিয়ে ওরা ডাকে।—

"তবে রে তুষ্ট—" ব'লে পল্লবী মাকে জানায়। আর মা তাদের বাসা অন্যস্থানে সরিয়ে দেন।—

এগার

কিন্তু আসল অসুবিধা দেখা দিল বাপকে নিয়ে। সারাক্ষণ তিনি কাজের ঝঞ্ঝাটে থাকেন, তাই তাঁর তিরিক্ষী মেজাজ। অষ্টপ্রহর বাইরে ম্যাও ধরে ঘরের ম্যাও সইতে তিনি রাজি নন।

চোর ডাকাত হারমাদ ধর্‌তে টিকটিকির প্রয়োজন। হয়ত তাই তাঁর বসার ঘরের দেয়ালে অনেক টিকটিকি। বড় সড় নাদুস-নুদুস, —কুমীরের নাতি!

তারা আপ্‌নি আসে নি, আবার সঙ্কটমোচন তাদের নেমন্তন্ন করেও আনেন নি।

আসলে কাজের চাপে তিনি এ ঘরে বসেই চা খান। চেয়ে খান না। ঘড়ি ধরে বাবুর্চী ট্রে সাজিয়ে এনে দেয়। চায়ের সঙ্গে টাও।- চপ্‌, টোষ্ট, পুডিং, ফ্রাই—। তার গন্ধে মাছি ঘনায়। আর তারা জাল গুটোবার, অর্থাৎ পালাবার আগে আসে টিকটিকি। মাছি তাদের উপাদেয় আহার। তারা ফাঁদ পেতে ধরে আর সাধ মিটিয়ে খায়।

কিন্তু বেড়ালের আসার খবর ওরা জানে না। জানে না তার লাফের বহর। তাই মাছি শিকার কর্‌তে এসে উল্‌টো ওরা বেলার শিকার বনে যায়। বেলা তার বোন্‌পো বাঘের মত খাপ্‌ পাতে। লাফ মেরে টিকটিকি ধরে, আর চোখ মিট্‌মিট ক'রে খায়।—

একদিন লাফাতে গিয়ে সঙ্কটমোচনের সৌখিন ফ্লাওয়ার ভ্যাস্‌ ভেঙে চুরমার! আসর গুলজার হয়ে উঠ্‌ল। সঙ্কটমোচন টেবিলে বসে কাজ কর্‌ছিলেন। তিনি দেখে মার মার করে উঠ্‌লেন। হাতের কাছে একটা রুলার ছিল। তা নিয়ে দিলেন তাড়া। আর বেলা ভেব্‌ড়ে গিয়ে গোল টেবিলের চারিদিকে ঘোরা সুরু কর্‌ল।

বেলা আর সঙ্কটমোচনের দস্তুরমত ঘুরপাক দৌড়! বেলার চর্কীবাজি ইয়ার্কি! সঙ্কটমোচনের মেজাজ রাগে ভর্তি হল। তাকে ধরে গুঁড়ো কর্‌বেন।

কিন্তু মোটা মানুষ, বেড়ালের পিছু ছুটে পার্‌বেন কেন? টেবিলের গুঁতো খেয়ে চিৎপটাং হলেন। সে ফাঁকে বেলা লেজ তুলে পালাল। আর সঙ্কটমোচন মুখ বাঁকিয়ে উঠে বেলার খোঁজে ছুট্‌লেন।

কিন্তু তাকে না পেয়ে তিনি পল্লবীকে নিয়ে পড়্‌লেন। মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লেন, "পই পই বারণ করেছিলেম। তবু বেড়াল আন্‌লে। দামী ভ্যাস্‌টা ভাঙ্‌ল ত। এখন ওর ঠ্যাং ভেঙে ক্ষতিপূরাব। যতোসব—"

তিনি চলে যাবার পর বেলা ফির্‌ল। আহ্লাদী তাকে হুঁশিয়ার করে বল্‌ল, "সব্বনাশ করেছে বেলা। বাবার সখের ভ্যাস্ ভেঙেছে! কেন ও ঘরে টিকটিকি খেতে যাও? এখন তোমার ঠ্যাং ভাঙা যাবে।"

বেলা ভীতস্বরে বলে,ম্যাও,ম্যাও অর্থাৎ টিকটিকি নাকি? এত গোঁসা কেন?"

পল্লবী বলে, "খেতে চাও ত বাবা বাইরে গেলে খেও। আমি জানাব।"

সত্যি ক'দিন পর সঙ্কটমোচন বাইরে যান।

তিনি চাক্‌রিতে নতুন প্রমোশন পেয়েছেন। সেখানে গ্যাঁট হয়ে বস্‌তে হ'লে ঠাট্ দেখাতে হবে। তাই তিনি বাইরে টিক্‌টিকি (স্পাই—) পোষেন। তাদের লোভ দেখিয়ে ঠাঁই দেন। দলের চাঁইদের খবর তারা চুপি চুপি দেয়।

ডাকাতের রাজা রংবাজ উপদ্রব করে এলাকা ভাজা ভাজা করেছিল। অথচ তাকে ধরে সাজা দেবার যো নেই, এম্নি চতুর জাঁহাবাজ সে! বাজ-পাখীর মত হঠাৎ ছোঁ মেরে পালিয়ে যায়।

সঙ্কটমোচন জাল ফেলে তার দলের শ্রীধর ধরকে বাগালেন।

সে গোপনে খবর দিল, তার দল বন্দুক-তলোয়ার নিয়ে 'ডাকাতপুর' রেল-ষ্টেশন থেকে মাঝরাতে 'বলদচকে' এসে নাম্‌বে। তারপর এক ধনী বনিক-বাড়ী ডাকাতি কর্‌বে।

চম্‌কান খবর। অমন ডাকাত হাতে নাতে ধরে চাক্‌রির আসন পাকা করা যাবে। তাই তিনি দারোগা পুলিশ নিয়ে, আগরাতে বলদচক ষ্টেশনের বাইরে জঙ্গলে ঘুপ্‌টি মেরে রইলেন। বাহাদুরী একা নেবার জন্য গোপন খবর কাউকে জানালেন না, ষ্টেশন মাষ্টারকেও না।

বাঁশ, বেত, আশস্যাঁওড়া, মনসা বিচুটি ও নানা আগাছার বন-বাদাড়। মশা, পোক-জোঁক, সাপ ব্যাঙের উপদ্রব। ঝিঁঝিঁর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি। কষ্ট করে কেষ্ট লাভ,—তাই তিনি তা সইলেন।

ডাকাতের সঙ্গে পাল্লা দিতে সঙ্গে এনেছেন লাঠি, পিস্তল রাইফেল। আর তাদের ধরে বাঁধার জন্য দড়ি ও হাতকড়ি। অর্থাৎ, গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল।

ঘুঘু পুলিশ অফিসার তিনি। ঘুঘু দেখেছেন। ফাঁদও দেখেছেন। তাই খবর বেরুবার ফুটোফাটা সব বন্ধ করেছেন। এখন শুধু চাঁদ ধরা। তাই কাঁধ বাড়িয়ে রইলেন।

ডাকাতপুর থেকে বলদচকে কখন কখন ট্রেন আসে, তিনি তা নোটবুকে টুকে এনেছেন। তাঁর ধারণা তা ঘড়ির কাঁটার মত টিক্ টিক্ কর্‌বে,—টিট্‌কারি দেবে না। ঘড়ি দেখে ফোর্স নিয়ে তিনি রেলষ্টেশনে যাবেন। ডাকাতরা নাব্‌তে ক্যাক্ ক'রে ধর্‌বেন। ভুল হবার যো নাই। কারণ স্পাই শ্রীধরধর ডাকাতদের সঙ্গে নেবে, সিগ্‌ন্যাল (সঙ্কেত) দেবে। আর তিনি মুখে 'ধরধর' করেও তাকে ধর্‌বেন না। তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখ্‌বেন। অর্থাৎ, তাকে পালাবার এন্তার সুযোগ দেবেন। স্পাই পোষার এমন পরিবেশ সৃষ্টিতে নাকি হা-পিত্যেশের অবকাশ থাকে না!

তাই তিনি ষ্টেশন-মাষ্টারের সাহায্য চান নি। সে শুধু বেকুবের মত দেখে তারিফ কর্‌বে।…

বার

কিন্তু আসলে বলদচকের ষ্টেশন-মাষ্টার বদল ব্রহ্ম বলদ-বোকা নন। তিনি ঘুরে ফিরে এ ষ্টেশনে অনেক দিন আছেন।

পাড়া গেঁয়ে ষ্টেশনের অনেক যাত্রী গরীব ফড়ে ও মাছ-তরকারি, ফল-ফলারির বেপারি। তিনি সরকারি পোষাক প'রে, গোঁফ পাকিয়ে তাদের বেসাতি আগ্‌লান। মোলায়েম স্বরে বলেন, "কাজের ক্ষতি ক'রে মাল ছেড়ে দি। টাট্‌কা মাল চড়া দামে বেচে মুনাফা হোক, আশীর্ব্বাদ করি। যা তোলা দাও তা পীরের দরগায় সিন্নির সামিল।"

বেপরোয়া আবদার নয়। ধর্ম ঘেঁষা চাঁদার বাক্স মেলে ধরা। তাতে ঝন্‌ঝনিয়ে পয়সা ফেলে হন্‌হনিয়ে স্বর্গে যাওয়া! তারা দেয়। অনেক জমে। তিনি সঙ্গীদের বঞ্চিত না ক'রে, কিঞ্চিৎ বেঁটে দেন। তাই কেউ চটে না।

আবার যখন দিনের শেষে ওরা ফেরে, তিনি হৃদ্যতা ক'রে মালগুদামের বারান্দায় ঠাঁই দেন। মিঠে কথা ক'য়ে, ওদের পয়সায় একসঙ্গে চা মিষ্টি খান। ওরা গুণগান করে। তাছাড়া, কুটুম্বিতার অনেক ফিরিস্তি বার করেন। মামা, খুড়ো, চাচা, নানা, ডাকাডাকি। নানা খোঁশবুর গন্ধ। আনন্দে মন ভরে।

এদেরই একজন সেদিন সন্ধ্যায়, হন্তদন্ত হয়ে এল। ভূত দেখার মত ভীতস্বরে জানাল, "মাষ্টার চাচা গো, সব্বোনাশ!"

"কি হল ভাইপো? কাঁপ্‌ছ যে! এট্টু চা খাবে?" বদলব্রহ্ম কুটুম্বিতা করে বলেন।

"চা খাব কি চাচা, জান বাঁচা দায়। জলখরচ কর্‌তে জঙ্গলে গেছনু। দেখি কিনা, বল্‌লে না পেত্যয় যাবেন, সব্বোনাশ।"

"কি সব্বোনাশ হ'ল ভেঙে বল না ভাইপো। আমি থাক্তে ভয় কিসের?"

লোকটা বলে, "তা বটেক। দেখি কিনা, গুচ্ছের পুলিশ লাঠি-সোটা নিয়ে গুটি মেরে বসে আছেন। সঙ্গে ঝিপ্ (জীপ)। এখন ঝুপ্ ক'রে কোথায় কোপ্ দেয় কে জানে? ঈ বাব্বা!"

পুলিশ ওৎ পেতে থেকে হঠাৎ গোৎমারে, সে কথা বদলব্রহ্ম জানেন। কিন্তু এত কাছে এসে তাকে সংবাদ না দেওয়ায় তিনি ভাবিত হন। এ তল্লাটে তিনি কেউকেটাদের একজন।

তিনি গোঁফ মুচ্ড়ে চিন্তা করেন। এ ষ্টেশনে তাঁর কাঁচা গোঁফে পাক ধরেছে। এখানকার সব তাঁর নখদর্পণে। তাঁকে ফাঁকি দিতে গেলে ফাঁক থেকে যায়।

কি জানি পুলিশ কেউটের মত আড়াল থেকে ছোবল দিতে এসেছে কিনা!

পেছনের অনেক কথা তাঁর মনে পড়ে। এককালে এখানে বোকা বলদের বাস ছিল। তা বলে নয়, বলদের হাট বস্ত বলে 'বলদচক' নাম। তার জাঁকজমক না থাক, হাঁকডাক ছিল। বলদের ব্যাপারিরা রেলে ও পায়দলে এসে, রকমারি বলদের হাট বসাত। তারা মালগাড়ীতে ব'য়ে আনা বলদ খালাস কর্তে ভাল সিন্নি দিত।

কিন্তু সে সোনার দিন মেঘ্লা হয়ে গেল! এই বলদচকে ধীরে ধীরে, এল মেলাই চালাক লোক। তারা গড়ে তুল্ল হাইস্কুল, পোষ্টাফিস, সব্-রেজেষ্ট্রী আফিস। এল বি-এ, এম্-এ, বি-টির দল। তাদের কাছে পা মেপে গুটি গুটি চল্তে হয়। গুটি খেলার সব ঘাঁটি তারা পরিপাটি আগ্লে ফেল্ল।

আগে মাষ্টারবাবু বল্তে ছিল একমাত্র ষ্টেশন-মাষ্টার। বিয়ে-থা, পূজো-আর্চ্চা, কবি-যাত্রা সব তাতে নেমন্তন্ন, যত্ন-আত্তি ছিল। আর এখন পিত্তিজ্বলে যায়!

মাষ্টারবাবুর সম্মান স্কুলমাষ্টাররা কেড়ে নিয়েছে। খালি ফড়ে,

ব্যাপারি আর বিনিটিকেটের যাত্রীরা তাঁর মাথায় মাষ্টারবাবুর ছাতি ধরে। কিন্তু তা ব্যাঙের ছাতি!

বদলব্রহ্ম আরও ভাবেন, এই বদ্‌লে-যাওয়া দিনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখন সিন্নি আদায় করা কম ঝক্কি নয়। বাদ্‌লা আকাশ থেকে কখন বজ্র পড়্‌বে ঠিক নেই। সেদিনের ফড়ে আর ব্যাপারিরা বেঁচে নেই। সেস্থানে এসেছে তাদের নাতিরা! তারা বুকের ছাতি চেতিয়ে আসে। সিন্নিকে তার গন্থি করে না। মালখালাসের জন্থ হন্থি হয়ে বলে, মাইনে পাচ্ছেন মশাই। এ বিঘ্নের ওই ঢের। ঘুষ চাইলে ঘুঁষি বাগিয়ে সোজা থানার ভয় দেখায়। বি-এ পাশ, এম্‌-এ পাশ দারোগা নাকি কলেজের বন্ধু। শোন কথা! মামা, কাকা, চাচা, নানা ডাক বন্ধ হয়েছে। সম্পর্কের মিঠে গন্ধ গেছে উবে!...

কে জানে মালগুদামের গোঁজামিল জানাজানি হয়েছে কিনা? হয়ত কানাকানি করে কেউ পুলিশকে হাতছানি দিয়েছে। তাই শকুনীর মত এসে তারা টানাটানি কর্‌বে কিনা কে জানে? তার মনে ধড়ফড়ানি হয়।

তিনি আরও ভাবেন, আগে পুলিশের উঁচু নজর ছিল। এ সব নিচু ব্যাপারে নাক গলাত না। আর এখন কাক-চড়ুইর মত ফুড়ুৎ করে এসে সবকিছু ঠুক্‌রে দেখে।

এমন হুশ্চিন্তায় তিনি আফিস ঘরে পায়চারি করেন। ওপর দিকে ওঠানো কাঁক্‌ড়াবিছের মত গোঁফ, মার-খাওয়া কুকুরের লেজের মত নাবিয়ে দেন। তারপর চাবির গোছা নিয়ে মালগুদাম তদারক করেন। দেখেন, ছোটবাবু বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধিতে দড়। তিনি খাতাপত্র হুরস্ত ক'রে পুলিশকে আস্তবোকা বানিয়েছেন!

তিনি হাঁক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

তের

তবু বদলবাবুর ধুক্‌ধুকানি কাটে না। তিনি দু'কাপ ষ্ট্রং চা খান। তারপর অভ্যাস মত গোঁফ পাকান।

সন্ধ্যা হয়েছিল। ষ্টেশনে আলো জ্বলেছে। দিনের ডিউটি শেষ ক'রে এখন তাঁর কোয়ার্টারে ফেরার কথা। তিনি বুড়ো, ছোট বাবু যোয়ান। তাই তাঁর দিনের ডিউটি, ছোটবাবুর রাতের। তিনি গায়ে ফুঁ দেবেন, আর তাতে ছোটবাবু টুঁ কর্‌বেন না।

ছোটবাবু তৈরী হয়ে এলেন। বল্‌লেন, "বাড়ী যান বড়বাবু।"

বদলব্রহ্ম বলেন, "না, নাইট ডিউটি দোব।"

ছোটবাবু বলেন, "আগে বলেন নি কেন? তাহলে দিনে ডিউটি দিতেম।"

"বলাবলির কথা নয়। হঠাৎ দরকার হ'ল।'

ছোটবাবু অবাক হয়ে বলেন, "কি ব্যাপার বলুন ত? গোঁফ হাফ্‌মাস্ট (অর্ধেক নাবানো)। একেবারে—'বেগ ইওর পার্ডন' (মাপ চাই) প্যাটার্নে নাবিয়েছেন যে! বদলব্রহ্ম ভীতকণ্ঠে পুলিশের ফাঁদ পাতার কথা জানান। ছোটবাবু সে কথা উড়িয়ে বলেন, "ক্ষেপেছেন। মালগুদাম দেখার জন্য পুলিশ-রেজিমেণ্ট, —মশা মার্‌তে কামান! আমরা যেমন লাইন ক্লিয়ার দিয়ে ট্রেন পাশ করি, ওরাও ঘুপ্‌টি মেরে চোর ডাকাত ধরে। যার যেমন কাজ।"

তবু বদলবাবু মানেন না। বলেন, "ছেলেমানুষ, তলিয়ে দেখ না।" তিনি নানা কথা ব'লে ছোটবাবুর মনে সন্দেহ জাগান। বলেন, "হয়ত পুলিশের জেরায় কি বল্‌তে কি বল্‌বে। কেঁচোর বদলে বেরুবে সাপ। তখন বাপ বলেও সামলান যাবে না!"

ছোটবাবু বলেন, "তাহ'লে খেয়ে-দেয়ে আসুন। এসে ঘুমুবেন বরং ফেরার পথে একবার খোঁজ নেবেন।"

বদলবাবু বলেন, "ক্ষেপেছ! স্কুলে পড়েছিলেম, 'শত হস্তেন বাজিনা'। পণ্ডিত মশাই অর্থ জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেম, বাজি থেকে,—অর্থাৎ ছুঁচো, পটকা, হাউই, চর্কী থেকে একশো হাত দূরে থাকা উচিত। নইলে পুড়ে যেতে হবে। পণ্ডিত মশাই কানমলে বাজিনার অর্থ বুঝিয়েছিলেন। তা হল গিয়ে বাজপাখী।—কিন্তু আমার মনে হয়, বাজিনা মানেই পাজিনা। অর্থাৎ—"

ছোটবাবু বুঝ্‌লেন। বল্‌লেন, বেশ রস দিতে পারেন ত।" বদলব্রহ্ম বল্‌লেন, "তা হয়ত পারি। দেশের বাড়ীতে ফল ফলারি ছিল। আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, লিচু, তাল, খেজুর,—আর ছিল দুধাল গাই। নানান্ রস খেয়ে টৈ-টম্বুর। কিন্তু চাক্‌রি করতে এসে অরসিক নিয়ে দিন কাটল। রস কাকে দোব? অরসিকে দিলে রস, ফলং লাভ অপযশ!"

ছোটবাবু তারিফ করে বল্‌লেন, "বাঃ!"

বদলব্রহ্ম বাড়ী গেলেন। সন্ধ্যের পর খেয়ে-দেয়ে এলেন। বগলে একটা কম্বল আর বালিশ। হাতে ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগে টুকিটাকি জিনিস। সম্বল থাকা ভাল। গ্রীষ্মের দিনে অম্বলের মত। তিনি ঘুমকাতুরে মানুষ। ঝিমিয়ে হুঁস হারাবার আগে আফিসের উঁচু টেবিলে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে নেবেন। অর্থাৎ, ঘুমের মধ্যে নাক ডেকে ছোটবাবুকে জাগিয়ে রাখ্‌বেন।

'হাবল্-বাবলের' (হুঁকোর) অভ্যাস। মাঝ রাতে যখন হুক্কা হুয়া, অর্থাৎ হুক্কা হুয়া ব'লে শেয়াল ডাকে, তিনি ভরর্ ভরর্ শব্দে হুঁকো টানেন। জানান, "ইয়্যাস, হুঁকো হ্যায়।" শেয়ালরা খুসী হয়। কিন্তু শেয়াল আর পুলিশ এক ধাতের নয়। হাঁক ডাক না দিয়ে তারা বে-খবরি আস্‌বে। এসে যদি দেখে, তিনি হুঁকো টেনে গলা থেকে তাদের মুখে গল্‌গলিয়ে ধোঁয়া দিচ্ছেন, তাহলেই চিত্তির!

তার চেয়ে অন্য চরিত্রের ধোঁয়া ভাল। বাইরে যাবার ছুতোয় লুকিয়ে-চুরিয়ে টানা যাবে।

তাই আজ সঙ্গে এনেছেন সিগারেট। 'রামরাম' সিগ্রেট। রাম নামে বিপদ কাটবে।

এইসব ভেবে অন্যমনস্ক ভাবে তিনি পানের ডিবা খুল্‌লেন। দুটো পান মুখে পুর্‌লেন। তার মধ্যে একটা চূন জড়ানো তা খেয়াল করলেন না। একটু চিবিয়ে গাল ও জিভ পুড়ে গেল। তখন পান ফেলে থু থু।

ছোটবাবু বলেন, "এত ভড়্‌কাচ্ছেন কেন বড়বাবু? ওরা ত হাতে মাথা কাটবে না। সব মাল ঠিক আছে। একটু নার্‌কেল তেল মুখে দিন।"

টেবিলের তলায় নার্‌কেল তেল আর কেরোসিন তেলের বোতল পাশাপাশি ছিল। তাড়াহুড়োয় বদলব্রহ্ম কেরোসিন তেল মুখে দিলেন। তারপর আর একদফা থু-থু!

আশ্বাসে বিশ্বাস নেই। তিনি রাত এগারটায় ডিউটি নিলেন। ছোটবাবুকে শুতে বল্‌লেন। মাঝ রাতেই ভূত আসে। ভূতুড়ে রাত নিজে জেগে কাটাবেন।

একটু পরে টেলিগ্রাফ বেজে উঠ্‌ল,—'টরে টক্কা—টরে টক্কা—টক্কা টক্কা—টরে টরে।' অত্যন্ত চেনা শব্দ;—কিন্তু আজ মনে হ'ল ভূতুড়ে!

বদলব্রহ্ম ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠ্‌লেন। ভুল করে বল্‌লেন, হ্যালো, হ্যালো। তারপর কান পেতে শুনে কাগজে টুক্‌লেন।

হাত কাঁপার কথা নয়। অনেক বয়স কমিয়ে তিনি চাক্‌রিতে ঢুকেছেন। অন্ততঃ পাঁচ বছর কম। কিন্তু আদত বয়স প্যাঁচ মারা সুরু করেছে। ছানি পড়া, দাঁত নড়া, চুলে পাক ধরা! তবু তিনি জোড়াতালি দিয়ে তাল বজায় রেখেছেন।

তিনি দেখ্‌লেন, ভূতুড়ে খবর নয়। রসভঙ্গপুর রেলষ্টেশনের

সংবাদ। ডাকাতপুর ষ্টেশনের ডাউন লাইনে দুটো মালগাড়ীর কলিশন্ (ঠোকাঠুকি হয়েছে)। তাই সেখানকার ট্রেন ভোররাতের আগে ছাড়্বে না। পরের জংশন রসভঙ্গপুরে অনেক যাত্রী অপেক্ষায় আছে। সেখান থেকে একটা স্পেশাল ট্রেন রাত দুটোয় বলদচকে পৌঁছাবে।

তিনি হাঁফ ছাড়্লেন। যাক্ নড়বড়ে খবর নয়।

চোদ্দ

বদলবাবু নিয়ম মাফিক লাইন ক্লিয়ার দিলেন। সময় মত হুইসিল বাজিয়ে ট্রেন এল।

বদলবাবু সরকারি পোষাক প'রে প্লাটফর্মে যেয়ে দাঁড়ালেন। ট্রেনের গার্ড নেবে এসে তাঁর সঙ্গে কাজ সার্‌লেন।

হঠাৎ দুজনে দেখ্‌লেন, প্লাট্‌ফর্ম লাঠি ও বন্দুকধারী পুলিশে ছেয়ে আছে! তাদের সঙ্গে দু'জন অফিসার। তাঁরা নির্দেশ দিচ্ছেন।

ট্রেনের কামরায় তাঁরা জোরাল টর্চ ফেল্‌ছিলেন। একটা কামরা থেকে একদল লোক নেবেছিল। তাদের হাতে ক'টা স্যুটকেশ ও ব্যাগ। একজনের হাতে দু'নলা বন্দুক।

পুলিশ তাদের ঘিরে ফেল্‌ল। একজন অফিসার এসে ষ্টেশন-মাষ্টার আর গার্ডকে বল্‌লেন, "পুলিশের সার্চ অবধি ট্রেন অপেক্ষা করবে।"

ওদিকে একটা বোমের শব্দ হ'ল। পুলিশের হুটোপুটি আর যাত্রীদের ছুটোছুটিতে প্লাটফর্ম সরগরম।

সোরগোলে আরও বোম্ ফুট্‌ল। বদলবাবুর দম্‌বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল।

সঙ্কটমোচন বন্দুকধারীকে হুকুম দিলেন, "হ্যাণ্ডস্ আপ্"। (হাত তোল।)

সে বন্দুক ফেলে হাত তুল্‌ল। এক সেপাই বন্দুক তুলে জিম্মায় নিল।

সঙ্কটমোচন গার্ড আর বদলব্রহ্মকে বল্‌লেন, "দেখুন ডাকাত দলের সঙ্গে বোমা আর বন্দুক পাওয়া গেল।"

পুলিশ—"ডাকু হ্যায়, পাকড়ো পাকড়ো," ব'লে ডাকাতদল ধরে বাঁধল। গুঁতো গাঁট্টা দিল।

ডাকাত দল হাউমাউ ক'রে কৈকিয়ৎ দিতে চাইল। কিন্তু সোর-গোলে কে কার কথা শোনে ?

সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "বোমা-বন্দুক নিয়ে ডাকাতি কর্‌তে এসেছে। তার কৈফিয়ৎ কি ? কামাক্ষী, সাক্ষীদের সব দেখিয়ে খানাতালাস আর সার্চলিষ্ট তৈরী কর।"

বড় দারোগা কামাক্ষী কর্মকার বদলব্রহ্মকে বল্‌লেন, "মাষ্টার-বাবু, টেবিল চেয়ার আনান। স্যার্ দাঁড়িয়ে আছেন।"

মালগুদামের বদলে পুলিশ যাত্রী-ডাকাতের ওপর নেক্‌নজর দেওয়ায় বদলব্রহ্ম হাঁফ ছাড়্‌লেন। তিনি হন্তদন্ত হয়ে টেবিল চেয়ার আনালেন। কামাক্ষী কর্মকার সঙ্কটমোচনকে বল্‌লেন, "বসুন স্যার্। আমি সব কর্‌ছি।"

হ্যারিকেনের আলোয় তিনি সার্চ ক'রে ফর্দ্দ তৈরী কর্‌লেন।

সঙ্কটমোচন বদলব্রহ্মকে বল্‌লেন, "ট্রেন এবার যেতে পারে।"

ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে শ্বাস ফেলে ট্রেন চলে গেল।

পুলিশের কাজের চাপ হাল্কা হয়ে এল। ফাঁক বুঝে ডাকাতদের একজন মুখ ফুটে জানাল, "স্যার্ আমরা হেড্‌মাষ্টারবাবুর বাড়ীর বরযাত্রী। ডাকাত নই ?"

সঙ্কটমোচন মুখভেংচে বল্‌লেন, "চালান করে নিয়ে যাব। ডাকাতপুর ষ্টেশন থেকে ডাকাতি কর্‌তে এলেন,—বোমা বন্দুক নিয়ে! বরযাত্রী বইকি!"

লোকটি বল্‌ল, "ডাকাতপুর ষ্টেশন থেকে নয় স্যার্। আমরা এসেছি রসভঙ্গপুর ষ্টেশন থেকে। কলিশনের দরুন ও-লাইন ত বন্ধ! ঠিক কিনা মাষ্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। উনি নিশ্চয় মেস্যাজ (খবর) পেয়েছেন।"

বদলব্রহ্ম তা পেয়েছেন। মাথা নেড়ে সায় দেন। সঙ্কটমোচন বদলব্রহ্মকে জিজ্ঞেস করেন, "কি মাথা নাড়ছেন ? হাঁ, কি না, ভেঙে বলুন!"



বদলব্রহ্ম ভেঙে বলেন। সঙ্কটমোচনের কাছে তা মন-ভাঙা কথা।—

সঙ্কটমোচন গলায় ভাঙা কাঁসর বাজান। "একথা আমাকে বলেন নি কেন মশাই? এতক্ষণে আপনার ঘুম ভাঙ্‌ল।"

বদলব্রহ্ম বল্‌লেন, "রাতভর জেগে ছিলেম স্যার্। কলিশন হল, রাতভর টেলিগ্রাফের কল্ (ডাক)।"

সঙ্কটমোচন দাঁত দেখিয়ে বল্‌লেন, "গল্‌গল্ ক'রে ত বল্‌লেন। আমাকে বলা কি কঠিন ছিল? সাম্‌নের জঙ্গলেই ত ফাঁদ পেতে ছিলেম।"

বদলব্রহ্ম মনে মনে টিপ্পনী কাটেন, "তাতে হাতে হাতে চাঁদ পেলেন।" মুখ ফুটে বলেন, "কি ক'রে বল্‌ব স্যার্? আপনি ত যোগাযোগ করেন নি!"

সত্যি কথা। তাঁকে ত অনুযোগ দেওয়া যায় না। কার মুখ

দেখে তিনি বেরিয়েছিলেন! কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এমন সময় হেড্‌মাষ্টার, পোষ্টমাষ্টার, সব-রেজিষ্ট্রার ও আরও কতক ভদ্রলোক নিয়ে হাজির হলেন। তাঁরা কার মুখে খবর পেয়েছিলেন। তাঁরা জানালেন, সত্যি আজ হেড্‌মাষ্টারের মেয়ের বিয়ে, আর এঁরা সব বরযাত্রী। পাড়াগাঁয়ে শিকার করার জন্য তাঁরা বন্দুক এনেছেন, বিয়ের উৎসবে ফোটাবার জন্য বোম্‌।

শুনে সঙ্কটমোচনের দম্‌ আট্‌কে আসে। তিনি কাঁচুমাচু মুখে জানান, সংবাদ পেয়ে ডাকাত ধর্‌তে এসেছিলেন। ট্রেন অ্যাক্‌সিডেণ্টে (দুর্ঘটনায়) এই বিভ্রাট!

হেড্‌মাষ্টারের এক আত্মীয় খবরের কাগজের রিপোর্টার। তিনি রহস্য ক'রে বল্‌লেন, "কাগজে ছেপেদি। টক-মিষ্টি-ঝালের চাট্‌নী পাঠকের মজা লাগবে।"

কিন্তু সঙ্কটমোচনের কাছে তা যে বিষম সাজা! তাঁর গলায় মাছের কাঁটা ঠেকেছে, এখন বেড়ালের পা না ধরে উপায় নেই।

তিনি নরম সুরে জানান যে, রসভঙ্গপুরের গাড়ী সব রসভঙ্গ করেছে। নৈলে ডাকাতের রাজা ধরার অ্যায়সা ফাঁদ পেতেছিলেন যে, সবাই চাঁদবদনে তাকে তারিফ দিতেন।

তিনি জানেন যে, স্কুলের মাষ্টাররা ভাল মানুষ। তাই তাঁকে বাগাবার জন্য বল্‌লেন, "আপনারা মানুষ গড়ার কাজে কত কষ্ট আর ত্যাগ করেন। অথচ আপনাকে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ল। আমি ভারি দুঃখিত।"

পনের

ঐটুকু কথায় হেড্‌মাষ্টারবাবু গলে গেলেন। বল্‌লেন, "না, না, দুঃখিত হবার কি আছে? আপনি কর্তব্য করেছেন। যদি সত্যি ডাকাত আস্‌ত, কত খুন-জখম লুটতরাজ হত!" তিনি তাঁর আত্মীয়কে কাগজে লিখতে বারণ কর্‌লেন। বরযাত্রীরা এখন যেতে পারেন কিনা জিজ্ঞেস কর্‌লেন।

সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "শিওরলি (নিশ্চয়)। ওঁরা ফ্রি (মুক্ত)। কামাক্ষী, ওঁদের যেতে দাও।"

হেড্‌মাষ্টারবাবু বল্‌লেন, "আপনাদের কিন্তু যেতে দিচ্ছি না।"

ফ্যাসাদে কথায় সঙ্কটমোচন প্রমাদ গণ্‌লেন। কিন্তু হেড্‌মাষ্টার বাবু হাতজুড়ে বল্‌লেন, "গরীব স্কুলমাষ্টার। কি আর খাওয়াতে পারি? যখন এদিকে এসেছেন, একটু ডাল-ভাত খাবার নেমন্তন্ন। আপনার সেপাইদের নিয়ে খেলে ভারি খুসী হব।"

বেশ খিদে পেয়েছিল। কিন্তু তখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা! সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "যেতে পারলে খুবই আনন্দ হত হেড্‌মাষ্টারবাবু। কিন্তু এমন ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় আছি, নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই। প্লান ভেস্তে যাওয়ায় খুনী-ডাকাত দল কোন্ দিকে চড়াও কর্‌বে কে জানে? ওদের লম্বা চওড়া ষড়যন্ত্রের খোঁজ খবর নিতে হবে। তাছাড়া যতো সব।"

হেড্‌মাষ্টার দুঃখ ক'রে বল্‌লেন, "সত্যি ত! আবার যদি কখনো এদিকে আসা হয়, দয়া করে—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—"। সঙ্কটমোচন হাতবাড়িয়ে সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সঙ্কট কাটালেন। বরযাত্রী নিয়ে তারা চলে গেলেন। বাঁধাছাঁদা থেকে মুক্ত হয়ে তারা নানা ছাঁদের গল্প ফাঁদ্‌লেন। বাইরে

ব্যাণ্ড্পার্টি ছিল। পাড়া গেঁয়ে বাজ্নাদার। তারা একটা পুরানো গৎ ধর্‌ল। তা কানে আস্‌তে সঙ্কটমোচনের মনে হল, তা তাঁর জানা গানের প্যারোডি (শ্লেষ)।—

—শুধু সে রেখে গেল, চমক রেখা গো,
আগুনে স্মৃতিকণা, ধমক মাখা গো।—

তাঁর গায়ে গতরে তা ঠাট্টার গমক ছিটিয়ে গেল !

অন্য সময় হ'লে ডাকবাংলোয় বিশ্রাম ক'রে, সঙ্কটমোচন বাড়ী ফিরতেন। কিন্তু তিনি তা কর্‌লেন না। বড় দারোগা কামাক্ষীকে ফোর্সসহ বিদায় দিয়ে বল্‌লেন, "কত আর পথ ? বাড়ী ফিরে যাব।"

কামাক্ষী স্যাল্যুট ক'রে ফোর্সসহ চলে গেলেন।

সঙ্কটমোচন ড্রাইভারকে পেছনে বসিয়ে নিজে গাড়ী চালালেন। কিন্তু আজ সকলের কাছে নাকাল হয়ে, তাঁর মাথায় তালগোল লেগেছিল। এদিকের পথ-ঘাটও জানা নয়। তিনি বিপথে চল্‌লেন। পথ আর ফুরোয় না। ড্রাইভার কিছু বল্‌তে ভরসা পায় না। ভাবে, সাহেব সবই জানেন। সে জানেনা, সাহেবের ভেতরে তখন নড়্‌বড়ে ভাব।

বাইরে চড়্‌চড়ে রোদ। তেষ্টায় জিভ শুক্‌নো। এদিকে না-কওয়া না-বলা জীপ বিগ্‌ড়াল। অনেক কস্‌রৎ, অনেক ঠেলাঠেলি, জীপ অচল। তখন মাথায় ষ্টীম্ রোলার চল্‌ল। কি আর করা ? কোনও মোটর বা লরির জন্য অপেক্ষা না ক'রে উপায় নেই। ড্রাইভারের সঙ্গে জীপ একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে সঙ্কটমোচন পুরানো কাগজ পড়তে লাগ্‌লেন। পড়ার নামে তাঁর মগজ যন্ত্রণায় পুড়তে লাগ্‌ল। আর হুঁজুরকে তোয়াজ করার জন্য ড্রাইভার ও আরদালী আগুবেড়ে হাত বাড়িয়ে, সব গাড়ী আট্‌কাল। যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহেবের গাড়ী চালু ক'রে তবে তারা চল্‌বে।—

ওদিকে তাঁর অজান্‌তে বেলা বসার-ঘরের টিক্‌টিকি ধরে আরামসে খাচ্ছিল। খপ্‌ ক'রে ধরে টপ্‌ ক'রে মুখে পোরে, তারপর চোখ বুজে চিবোয়। দুপুর বেলা পল্লবীর মা সংসারের কাজকর্ম ও পূজো-আর্চ্চা সেরে নিরালা শোবার ঘরে গড়িয়ে নেন। সে সময় পল্লবী সে ঘরের মেঝে বসে পুতুল খেলে। বেলা পায়ে পায়ে তার পুতুল ক্যারি করে। স্বাদ আছে কিনা মুখে দিয়ে পরখ করে। আর পল্লবী টের পেয়ে আদর ক'রে বলে, "দুষ্টু !"

সেদিন মা সাবান মেখে স্নান কর্‌বেন। গলার হার খুলে পল্লবীর জিম্মায় দিলেন। পল্লবী আগে ভাগে খেয়ে পুতুল নিয়ে বসেছিল। বেলা তার পাতে খেয়েছে। তার কাছে এসে বসেছিল। কি খেয়াল হল, নিজের গলা থেকে খুলে, মায়ের হার পল্লবী বেলাকে পরিয়ে দিল। আহ্লাদ ক'রে বল্‌ল "ফাষ্ট্‌ক্লাশ মানিয়েছে রে। এখন চুপ্‌ ক'রে বসে দেখ। কাল পুতুলের বে। আয়োজন কর্‌ছি।"

বেলা খানিকক্ষণ চুপ্‌ করে রইল। তারপর দুজনেই ভুলে গেল। পল্লবী খেলার ঝোঁকে, আর বেলা শিকারের খোঁজে।

মায়ের ভুলো মন। সব সেরে এসে হারের খোঁজ না ক'রে ঘুমিয়ে পড়লেন।...

এমন সময় সঙ্কটমোচন বেখবরি মফঃস্বল থেকে ফির্‌লেন। বাংলোর আরদালী নিশ্চিন্ত ছিল। গাছের ছায়ায় টুল পেতে বসে, ঠাণ্ডা হাওয়া ও পাখীর গানে ঝিমুচ্ছিল।

বাংলোয় জীপ ঢুক্‌তে টের পেয়ে সে জিভ কাট্‌ল। ভারী জুতো পায়ে গলিয়ে, সাদা পাগ্‌ড়ী মাথায় তুলে মাঝের লাল ক্যাপ্‌ মোচার মত চোখা কর্‌ল। কিন্তু গেট খোলার আর ফুরসৎ পেল না !...

সঙ্কটমোচন চট্‌ ক'রে নেবে নিজ হাতে গেট খুল্‌লেন। তারপর ভেতরে ঢুকে আরদালীকে এক হাত নিলেন। একে ত নানা ঝঞ্ঝাটে

তিরিক্ষি মেজাজ, তাতে বাংলোর আরদালীর গল্‌তি। ততক্ষণে আরদালীর মুখ বাংলার পাঁচের মত হয়েছে। সে দু'পায়ের জুতোয় ঠকাস্ শব্দ ক'রে, স্যাল্যুটের নামে কপাল চাপ্‌ড়াল। তবু রেহাই পেল না। সঙ্কটমোচন চটে মটে আরদালীকে বল্‌লেন, "বহুৎ ঘাম্‌রী বন্ গিয়া। তোম্‌কো ডবল দেনে পড়েগা। (ভারি ঢিলা হয়ে গেছ। তোমাকে 'ডবলমার্চ' শাস্তি পেতে হবে)।"

আরদালী কাচুমাচু মুখে বল্‌ল, "হুজৌর।" কিন্তু সে মনে মনে ভাবল, সাহেব হয় ত বাইরে সাজা পেয়ে এসেছেন। তাই ফিরিয়ে দিয়ে রাজা হলেন!

ষোল

সঙ্কটমোচন ইংরেজ আমলের জাঁদরেল অফিসার। তিনি কনেষ্টবল থেকে পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছেন। তার জন্য অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়েছেন। উপরিআলার খুঁটি ও নিচুআলার ঝুঁটি ধরেছেন। কিন্তু আজ সাদা মুরুব্বিরা নেই। তবু নামের আগে মিষ্টার জুড়ে মিষ্টিস্বাদ খোঁজেন। শ্রীতে বিশ্রী লাগে!

আজ জব্দ হয়ে এসে ভাতের খিদে নেই। প্রমোশন পাবার আগে পিঁড়িতে বসে, হাতে মেখে খেতেন। আর এখন ডাইনিং রুমে চেয়ার-টেবিলে খানা খান। প্লেট, ডিস্, ফর্ক, স্পুন্। কিন্তু একদিন জিভে খোঁচা খেয়ে খুন বেরুল। তখন আবার আপন হাত জগন্নাথ!

বয়স কালে তিনি আস্ত খাসী খুসী হয়ে খেতেন। কিন্তু এখন বয়সে ভাঁটা পড়ায় আঁটসাট কমেছে। ব্লাড্প্রেশার ও বাত দেখা দিয়েছে। ধর্মের কারণে নয়, ডাক্তারের বারণে একাদশী, পূর্ণিমায় ভাত খান না।

আজ একাদশী। স্নান সেরে তিনি জলযোগে বস্লেন। সামান্য খাবেন,—ডজন খানেক ফুল্কো-লুচি, চপ্, কাট্লেট, মাম্লেট আর পট্-ভরা চা। বেলা শেষে এই বেশ! খালি তিনভাগ শেষ ক'রে এনেছেন, এমন সময় স্ত্রী এসে বল্লেন, "বেলা নেই!"

বেলা সত্যি পড়ে এসেছিল, তাই স্ত্রীর কথায় কোনও অর্থ নেই।

সঙ্কটমোচন ভাব্লেন, স্ত্রীর সন্ধ্যা-পুজোর বাই আছে। তাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন বেলা পড়ে সন্ধ্যা হচ্ছে। এখন বাজে কর্ম ছেড়ে ধর্ম করা দরকার। কিন্তু সে জানে না কর্মের মধ্যেই ধর্ম আছে।

তিনি খেতে খেতে স্ত্রীকে তা বোঝাতে চাইলেন। তবু অবুঝ স্ত্রী বল্লেন, "বেলা নেই।"

আস্ত চপ্টা চায়ের সঙ্গে কপ্ ক'রে গিলে, সঙ্কটমোচন বল্লেন, "বেলা নেই, আবার ফিরে আস্বে। পৃথিবী যখন গোলাকার কোনও গোল হবে না।"

তখন স্ত্রী বল্‌লেন, "বেলা বেলা ব'লে পল্লবী কেঁদে সারা। খেলাধুলো ছেড়েছে।"

আবার সঙ্কটমোচন বলেন, "তাই বল। বেড়ালটা? সেটা গোল্লায় যাক্।"

স্ত্রী বলেন, "পল্লবী যে ওর গলায় হার পরিয়েছিল।" সঙ্কটমোচন তা আমল দেন না। বলেন, "ওর পুঁতির হার ত? যাক্।"

"পুঁতির নয়,—সোনার।"

"বেড়ালের গলায় পল্লবী তার হার পরিয়েছিল বুঝি? ঈস্, দশ-আনির হার! পই পই বারণ করেছিলেম, বেড়াল এনো না। যতো সব—"

"ওরটা নয়, আমারটা—" স্ত্রী ভয়ে ভয়ে জানান।

"অ্যাঁ—তোমারটা? তা ত প্রায় চার ভরির। মজুরী নিয়ে অন্ততঃ পাঁচশো টাকা! কি পেয়েছ তোমরা? রোদে জলে ভিজে পুড়ে কামাই করি। আর ঘরে বসে ওড়াও! তোমার হার পল্লবী পেল কি ক'রে? রোগা পট্‌কা গলা নয়। গোলগাল। তা গলে গেল কি করে? যতো সব।—"

স্ত্রী মাথা চুল্‌কে বল্‌লেন, "চানের সময় পল্লবীর কাছে রেখেছিলেম।"

সঙ্কটমোচন মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লেন্, "আর আহ্লাদ ক'রে সে বেড়ালের গলায় ঝুলিয়েছিল! এখন সেটা মাথায় হাত বুলিয়ে দিল!"

তিনি এঁটো হাতে বাইরের ঘরে ছুট্‌লেন। সেখানে ফোন্। হাতল ঘুরিয়ে, রিসিভারের উল্‌টো দিকে মুখ দিয়ে বল্‌লেন, "হ্যালো এক্স্‌চেঞ্জ। থানা প্লিজ্।"

থানার বড় ও মেজ-দারোগা তখন বাইরে। সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টার ও এস্. ডি. পি.ও (মহাকুমা পুলিশ সাহেব) ও মফঃস্বলে। তাই থানার ঢিলাঢোলা ভাব। হৈ-হল্লা, গাল-গল্প চল্‌ছিল।

প্রশ্নচিহ্নের মত লিক্‌লিকে চেহারার লিটারেট কনেষ্টবল পরাক্রম

এসে ফোন্ ধর্‌ল। তিনবারে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, তার কত পাখসাট্‌। হরদম্ বিক্রম দেখায়। খাকির প্যাণ্টের পকেটে বাঁ হাত পুরে, সে ডান হাতে ফোন্ তুল্‌ল। কায়দা ক'রে বল্‌ল, "ঈয়াস্।"

ভারি আওয়াজ এল, "হু উ ?" (কে তুমি ?)

পরাক্রমের ভারি জিভ,—ধাক্কা মেরে কথা কয়। সে খানিক তোৎলায়। তার পূর্ব্বপুরুষ নাকি মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সাথে এক সঙ্গে ঘোড়ায় চড়েছে। তাই চল্‌তি ঘোড়ার মত কথা বল্‌তে তার জিভ খট্‌খট্‌ করে ধাক্কা খায়।

পরাক্রম পাল্‌টে বল্‌ল, "হু-উ-উউ।"

উত্তর এল, "আই ওয়াণ্ট ও. সি। কুইক্।" (আমি বড় দারোগাকে চাই। চট্‌পট্‌)। উপরিঅলা ছাড়া অপরকে পরাক্রম থোড়াই পরোয়া করে। সে ভেংচি কেটে বলে, "ওসিকে চ্চাই। আবার ক্কুইক্! বুইক্ গাড়ী চ্চেপে এসেছেন ন্নাকি ?"

সে আরও কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন বিদ্যুতের শক্ (ধাক্কা) লাগ্‌ল। সে আঁৎকে উঠে ঠক্ ক'রে ফোন্ রাখ্‌ল। তারপর আপন মনে বল্‌ল, "এই ম্‌মরেছে! বাঘের সঙ্গে ম্মুখোমুখি! এস্. ডি. প্পি. ও. স্পিকিং।"

সে পকেট থেকে হাত বার ক'রে পা জুড়ে দাঁড়ায়। হাত তুলে স্যাল্যুট করে। তারপর বাইরে ছুট্‌—বাঘের তাড়ায় ছাগলের মত!

বন্দুক ঘাড়ে সান্ত্রী-সেপাই বাইরে টহল দিচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস কর্‌ল, "কি হ'ল পরাক্রম ? ছুট্‌ছ কেন ?"

পরাক্রম ছুট্‌তে ছুট্‌তে বল্‌ল, "ব্বোল না ভাই। আস্ত ইলিশ খেয়ে দ্দাস্ত। ফুলিশ ম্মাছ পুলিশ ম্মানে না!"

কিন্তু পরাক্রম নিজেও মানে নি। খোদ এস্. ডি. পি.ওর কথার জবাব না দিয়ে সে ফোন্ ছেড়ে পালিয়েছে!

সতের

থানা ঘরে ফোন্ ক্রিং ক্রিং বেজে চল্‌ছিল। এ. এস্. আই. গোবর্ধন দাস এসে ধর্‌ল। কিন্তু ধরে সে যেন ফাঁসে আট্‌কাল। পরাক্রম নিজে পালিয়ে তাকে নাগপাশে বেঁধে গেছে!

সে এড়াবার জন্য জানাল, "দারোগাবাবুরা বাইরে স্যার্।"

উত্তর হল, "এস্.ডি.পি.ও স্পিকিং—"

গোবর্ধন কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌ল "গুড্‌মর্নিং স্যার্।" উত্তর শোনা গেল, "শোন। বেলা নেই! এক্ষুনি খোঁজ।" আরও কিছু কথা বোঝা গেল না।

সে মাথা চুল্‌কে বল্‌ল, "স্যার্"। কিন্তু উত্তর পেল না। লাইন কেটে গিয়েছিল। মুস্কিলের কথা। এখন কি ক'রে মুস্কিল আসান করা যায়?

টাউন হাওলদার গন্ধর্ব সিং-এর সঙ্গে তার নামের মিল বলে মিতালি হয়েছিল। জটিল ব্যাপারে তারা জোট বেঁধে পরামর্শ করে। গোবর্ধন তাকে সব জানিয়ে বল্‌ল, "এখন কি করা যায় মিতা?"

গন্ধর্ব শিং মাথা নেড়ে বল্‌ল, "যব ধূপ্ খতম হুয়া, উস্ বখত্ বেলা নেহি কোই বাত হোনে নেহি সেক্তা। বেলা জরুর্ সাব্‌কা লেড়্‌কী হোগা। খোয়া গিয়া থা। জোর কোশিস্ কর্‌না। পাত্তা মিল্‌নেসে ভারি রিওয়ার্ড্।" (যখন রোদ নিভেছে সে সময় বেলা নেই কোনও কথা হতে পারে না। বেলা নিশ্চয় সাহেবের মেয়ে হবে। জোটাতে পারলে মোটা পুরস্কার)।

তাদের আলোচনায় পরাক্রম এসে যোগ দেয়। বলে, "ঠিক কথা। সাহেবের গলায় কান্নার আওয়াজ ছিল। ক্বারোয়াল নাট্, স্মাখাইয়া ডোম্, আরও অনেক স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতের লোক ইতি-

উতি আছে। হাটে ব্বাজারে রেল ষ্টেশনে ওদের আড্ডা। চ্চল ছেঁকে ধ্ধরি।"

খাঁটি কথা। ওরা সবাই উর্দি প'রে তৈরী হ'ল। গন্ধর্ব শিং গলা চড়িয়ে হাঁক্‌ল, "কোম্পানী, ফল্ ইন্।" (সব জোয়ান, জড়ো হও)।

ব্যারাকের সেপাইরা পোষাক প'রে লাইন ক'রে দাঁড়াল। গন্ধর্ব শিং হুকুম দিল, "অ্যাটেনশন্। লেফ্‌ট্ টার্ন। ফরওয়ার্ড মার্চ। লেফ্‌ট রাইট্—" (থির হয়ে দাঁড়াও। বাঁয়ে ঘোর। আগু বাড়ো। বাম্, ডান—)।

সাহেব খুব ছুরত্। কালো ঢ্যাপ্‌সা চেহারা। তাঁর অদেখা মেয়ে তেম্নি হবে অনুমান ক'রে তারা খুঁজতে লাগ্‌ল। বেছে বেছে কুৎসিত মেয়েসহ যত রাজ্যের দুর্বৃত্ত দলকে সাহেবের বাংলোয় হাজির কর্‌ল। তা মেছো-হাটা হ'ল!

তারা কান্নাকাটি সুরু করল। জান্‌তে চাইল, নিজেদের মেয়ে সঙ্গে রাখার অপরাধ কোথায়?

গণ্ডগোলে সঙ্কটমোচন সেখানে এলেন। প্রশ্ন কর্‌লেন, "কি হয়েছে?"

দু'পক্ষ যার যার বক্তব্য বল্‌ল। শুনে সঙ্কটমোচন নিজেই সঙ্কটে পড়্‌লেন। চটে মটে সেপাইদের বল্‌লেন, "কানে হাত না দিয়ে চিলের পেছনে ছুটেছ,—বেকুব! রাজ্যের লোক ধরে এনেছ। কে হুকুম দিল? যতো সব!—"

সাহেবের নেক্‌নজরে পড়ার জন্য পরাক্রম লাঠি কাঁধে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাহেবের গরম মেজাজে সে ফাঁদে আট্‌কাল। মরমে মরে সেপাই ধরম শিং-এর আড়ালে গলে গেল!

গোবর্ধন কান চুল্‌কে বল্‌ল, "আপনি স্যার্।"

"হোয়াট্?" সঙ্কটমোচনের গলা থেকে যেন ধমকের বুলেট ছুট্‌ল।

গোবর্ধন ককিয়ে জানাল, "শেষবেলা ফোনে বল্‌লেন, বেলা নেই।

ভাব্‌লেম স্যার্‌, তা ত কোনও কথা নয়। আপনার মেয়ে বেলা নেই, তাই হচ্ছে কথা। কিন্তু লাইন কেটে যাওয়ায় তা নিয়ে পাকা কথাবার্তা কওয়া গেল না। তখন মাথা খাটিয়ে—"

গন্ধর্ব শিং অপরাধীর মত বল্‌ল, "কসুর মাপ কিজিয়ে হুজুর। কোইকো মালুম নেহি থা, বেলা লেড়্‌কা, লেড়্‌কী নেহি। হাম্‌লোগ ফিন্‌ কোশিস্‌ করেগা। সব্‌ জোয়ান জল্‌দী আও।" (হুজুর, অপরাধ মাপ করুন। কারু ধারণা হয় নি বেলা ছেলে, মেয়ে নয়। আমরা ফের চেষ্টা কর্‌ব। সবাই চট্‌পট্‌ এসো)।

সে হুইসিল বাজিয়ে সেপাইদের জড় করে। যে লোকগুলোকে ধরা হয়েছিল সে তাদের বলে, "হুজুর মাপ্‌ কিয়া। তামাম্‌ আদ্‌মী ভাগো।" (হুজুর ক্ষমা করেছেন। সবাই চলে যাও)।

ওরা পালিয়ে বাঁচে।

এবার সঙ্কটমোচন ব্যাপার বুঝে নরম হন। আর তা বুঝে, পরাক্রম আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। পা মিলিয়ে স্যাল্যুট করে। মাত্‌বরি ক'রে বলে, "এবার ঠিক ধ্বরে আন্‌বো স্যার্‌!"

সঙ্কটমোচন ধমক দেন, "থাম। যতো সব আহাম্মক!" পরাক্রম চম্‌কে উঠে পিছু হটে—।

কিন্তু হঠাৎ সঙ্কট কাটে। কথা নেই, বার্তা নেই, কোথা থেকে পল্লবী ছুটে আসে। খুসীতে লুটোপুটি খেয়ে জানায়, "বেলাকে পাওয়া গেছে বাবা।"

"আর হার?" সঙ্কটমোচন অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করেন। "তাও বাবা।"

"কোথায়?"

"পেছনের জঙ্গলে। ঝোপের আড়ালে হার গলায় সে সাপের সঙ্গে খেল্‌ছে। সে সাপের ল্যাজে থাবা দেয়, আর সাপ ফোঁস্‌ ক'রে ফনা তুলে দোলে,—এম্নি করে।" পল্লবী দুলে দুলে দেখায়।

গন্ধর্ব শিং বলে, "তাজ্জব কি বাত্‌!" (অবাক কথা)। পরাক্রম

বলে, "ডাকাত ছেলে! খেলার জুটি আর পেলনা! হেরে যাবে স্যাপের সঙ্গে। চল লাঠি মেরে ঠাণ্ডা করি।"

সঙ্কটমোচন ধমকে বলেন, "ফুলিশ (মূর্খ)! লাঠির কম্ম নয়। বন্দুক নিয়ে নি। ছর্‌রা দিয়ে মারতে হবে। যতো সব।"

পরাক্রম তারিফ ক'রে বলে, "ঠিক বলেছেন স্যার্। আমাদের মাথায় আসেনি। ছর্‌রা দিয়ে মাথা ঝাঁঝ্‌রা করতে হবে।"

সঙ্কটমোচন দোনলা বন্দুক বার ক'রে ছর্‌রা গুলি ভরলেন। তারপর আগে আগে চল্‌লেন। পেছনে সেপাইরা। পরাক্রম লাঠি হাতে মাঝে স্থান ক'রে নিল। পল্লবী পথ দেখাল। গট্‌মট্ ক'রে তারা যুদ্ধজয়ে চল্‌ল।

আঠার

মস্ত বড় কম্পাউণ্ডের শেষ সীমায় তারা এল। সেখানে ঝোপ ঝোড় জঙ্গল। তারা দেখ্‌ল, সত্যি তাগ্‌ড়া একটা কালো সাপের সঙ্গে বেলা লড়্‌ছে। তার গলায় সোনার হার দুল্‌ছে।

পরাক্রম গোবর্ধনকে ফিস্‌ফিসিয়ে বল্‌ল, "ঈস্। বেড়ালের আক্কেল দেখ। ষ্টাইল চ্ছাড়ে নি। গলায় হার পরে ল্লড়াই!"

গোবর্ধন বলে, "চুপ্। সাহেব শুন্‌বেন।"

গন্ধর্ব শিং বলে, "আওয়াজ দেনেসে সাপ ভাগ যায়গা।" (শব্দ কর্‌লে সাপ পালাবে)।

কিন্তু পালাবার পাত্র ওরা নয়। তারা বাজি রেখে বক্সিং লড়্‌ছিল যেন! এস্পার কি ওস্পার! বেলা সাপের লেজে আচড় দেয়, আর ফনা তুলে সাপ দেয় ছোবল। বেলা লাফিয়ে সরে যায়। মাটিতে মাথা কুটে সাপ যায় ক্ষেপে!

এ লড়াই মেপে দেখার গরজ সঙ্কটমোচনের মোটেই ছিল না। সহজে হার ফিরে পাওয়া কথা। কিন্তু বেড়ালটাই ঝঞ্ঝাট বাঁধিয়েছে। সাপটাকে যেন জাপ্‌টে রেখেছে। সাপের মগজে গুলি কর্‌লে বেড়ালের পাঁজ্‌ড়ায় লাগ্‌তে পারে। তাহলেই চিত্তির! আদুরে মেয়েটার চিৎকারে তেষ্টানো দায় হবে।

কি করা যায়? "সাপ মরে লাঠি না ভাঙে" পথ তিনি বেছে নিলেন। বেড়ালটা হয়রান হয়ে একটু সরে বস্‌তেই তিনি গুলি কর্‌বেন।

সে সুযোগ এল। বেড়াল তপস্বী ত! একটু সরে বসে, সে সাপের ওপর চোখ রেখে তপস্যায় বস্‌ল। তার চিরকেলে ধর্ম কর্ম। কিন্তু এ ফাঁকে পা টিপে এগিয়ে সঙ্কটমোচন অপকর্ম কর্‌লেন।

সাপটাকে পাল্লার মধ্যে তিনি আন্‌লেন। বন্দুক চোখের সাম্‌নে তুল্‌লেন। তারপর নিশানা নিয়ে, স্থুট ক'রে গুলি ছুড়্‌লেন। গুড়ুম



ক'রে শব্দ হল, বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেরুল। ছর্‌রা গুলি সাপটার মাথায় লাগ্‌ল। অপ্রস্তুত সাপটা চোখে ধোঁয়া দেখে লাফিয়ে উঠ্‌ল। শরীরটা ফাঁসির দড়ির মত তুম্‌ড়াতে লাগ্‌ল।

সঙ্কটমোচন বাঁধান দাঁত বার ক'রে বল্‌লেন, "বুল্‌স্"। অর্থাৎ, লক্ষ্যভেদ হয়েছে।

পরাক্রম ধোঁয়া ধরে বল্‌ল, "বুল্‌স্! তোফা। ভুল হবার উপায় নেই। চোখ বাঁচিয়ে মাথায় মেরেছেন, কানা করেন নি। স্যারের দয়ার শরীর!"

তারপর লাঠি হাতে সবার আগে ছুটে, পিটিয়ে আধমরা সাপটাকে চিঁড়েচ্যাপ্টা কর্‌ল।

লাঠি চালনা দেখে বেলা পিঠ বাঁচাতে পিঠ্‌টান দিল। হার গলায় ঢুলিয়ে। পরাক্রমের সেদিকে খেয়াল নেই। সে থেঁৎলান সাপটা লাঠিতে ঝুলিয়ে ফিরে এল। সঙ্কটমোচনকে পিঠ বাঁকিয়ে

স্যাল্যুট কর্‌ল। তারপর বাহাদুরী ক'রে বল্‌ল, "ম্মেরে আন্‌লেম স্যার। দ্দেনার রেশ আর ফণার শ্বেষ (শেষ) রাখ্‌তে ন্নেই।"

সঙ্কটমোচন কিন্তু "বেশ" ব'লে তারিফ করলেন না। দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লেন, "বেকুবের একশেষ। মরা সাপ মেরে বেড়াল তাড়ালে। ওর গলায় হার তার হিসেব নেই! যতো সব। যাও, হার খুঁজে আন। ছোটো—"

মহা ফ্যাসাদের কথা! চাবুক মারা রেসের ঘোড়ার মত পরাক্রম ছুট্‌ল। হার ফিরে পেলে যদি রিওয়ার্ড (পুরস্কার) জোটে।— নৈলে চরম তিরস্কার।......

ছুটে ছুটে সে বেলার পাত্তা পেল। সে নিজের পিঠ বাঁচাতে ছুট্‌ছিল, হার সাম্‌লাতে নয়।

পুলিশ স্পোর্টে পাঁচশো গজ দৌড়ে পরাক্রম ফাষ্ট্‌ হয়। কিন্তু বেলার সঙ্গে পাল্লায় সে হল লাষ্ট্‌। তেষ্টায় গলা কাঠ হয়, তবু ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে মিষ্টি ক'রে বেড়ালটাকে ডাকে, "প্পুষি, এসো। তোমাকে ম্মাছ দোব, দ্দুধ দোব। ম্মার্‌বো না।"

বেলা দূর থেকে শব্দ করে, "ম্যাও ম্যাও—ফ্যাঁচ্‌!" অর্থাৎ, তোমাদের পুলিশের প্যাঁচ্‌ জানি। মরা সাপ যারা ঠেঙায় আমার কালো ল্যাজ তারা আদর ক'রে রাঙাবে না।

তার পেছনে ছুটে পরাক্রম পরিশ্রান্ত হয়। তারপর ছায়া খুঁজে একটা গাছতলায় বসে। দরদর ঘাম ঝর্‌ছিল। পাগড়ী খুলে সে হাওয়া খায়, আর ভাবে। হার না পেলে তার হাড়গোড় আস্ত থাক্‌বে না। এখন কোন্‌ চালে কিস্তিমাৎ করবে?...

ওদিকে পল্লবীও খুঁজতে বেরিয়ে ছিল।—হারের জন্য নয়, বেলার জন্য বেলাকে। সে পরাক্রমকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "বেলা কোথায়?"

পরাক্রম আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "গ্যাছে ঢাকা প্পড়েছে। স্‌র্য্যি দেখ্‌তে প্পাচ্ছি না।"

পল্লবী বল্‌ল, "সে কথা নয়। আমার বেড়াল বেলাকে দেখেছেন?"

"ও, বেবলা বুঝি ওর ন্নাম? সাহেবের চ্ছেলের ন্নয়?"

পরাক্রম ভাব্‌ল, সাহেবের মেয়ে যখন কাছে এসে পড়েছে, তাকে তুষ্ট করে যদি তার রুষ্ট-বাপকে বাগানো যায়। সে মিষ্টি ক'রে বল্‌ল, "তোমার কি ন্নাম দ্দিদিমণি?"

"পল্লবী।"

"ব্বাঃ আমার ছোট ব্বোনের ন্নামও তাই। আমি তা হলে দ্দাদা হলেম। ক্কেমন? আমার ব্বোনেরও একটা ব্বেড়াল আছে। ব্বেলার মত ভালো। আমি তাকে ক্কত মাছ দ্দেই, আদর ক্করি।"

লোকটা বেড়ালটাকে আদর করে, লাঠি দিয়ে ঠেঙায় না জেনে, পল্লবী খুসী হয়। বেলার গুণপনার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে।

পরাক্রম তার খানিক শোনে, খানিক শোনে না। সে বেলার চেয়ে তার গলার হারের কথা ভাবে। তবু পল্লবীকে খুসী করার জন্য হুঁ হাঁ করে। একবার তাকে বশ কর্‌তে পারলে শনির দশা কাটান যাবে।

শনিঠাকুর হয় ত তার মনের কথা টের পেলেন।

হঠাৎ গাছের ডালে পাখীর কিচির-মিচির শব্দ শোনা গেল। তাদের কথা-বার্তা, ঝগড়া-ঝাটি নয়, পালে বাঘ পড়ার মত ভয়-খাওয়া স্বর!

পল্লবী বল্‌ল, "সাপ পাখীর ডিম খেতে উঠেছে বোধ হয়। আপনি ত সাপ মারতে পারেন। মারুন।"

তারপর হাততালি দিয়ে বল্‌ল, "না, না, সাপ নয়। বেলা,—ওর ল্যাজ দেখে চিনেছি। আয় বেলা, আয়। দুষ্টু। চ্চু, চ্চু। তোকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

বেলাই বটে। সে গাছ থেকে নেমে আসে। পল্লবীর গায়ে লেজ ঘষে শব্দ করে, "—মিউ মিউ ম্মিউ। "

অর্থাৎ, সাপের সঙ্গে লড়ে ভারি খিদে পেয়েছিল। এট্টুখানি ফলারের চেষ্টায় ছিলেম। তোমার ডাকে নাব্‌তে হল। পল্লবী তাকে কোলে টেনে বল্‌ল "বাড়ী চল। ভাল ফলার খাওয়াব!"

পরাক্রম চেয়ে দেখ্‌ল। দেখে তার চোখ চড়ক গাছ হল। সর্ব্বনাশ, বেলার গলায় হার নেই! বে-আক্কেল বেড়াল কোথায় খুইয়ে এসেছে! অঙ্ক জানে না,—গোমুখ্যু, অলঙ্কারের মর্ম কি বুঝ্‌বে?

তবু তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে হারের হদিস পাবার জন্য, সে মিঠে গলায় বল্‌ল, "হার ক্কোথায় রেখে এলে ব্বেলা? আমার ক্কানে ক্কানে বল। যা চাও-ক্ষাওয়াব (খাওয়াব)। ল্লক্ষ্মীটি, ক্কাছে এসো।"

সে হাত বাড়ায়, আর বেলা দাঁত দেখিয়ে ফ্যাচ্‌ ক'রে ওঠে। অর্থাৎ, ঢঙ্‌ ক'রে কাজ নেই চাঁদ। তোমাদের কাণ্ড-কেত্তন জানি।

তখন পল্লবী প্রশ্ন করে, "হার কোথায় বেলা?"

বেলা চিকন শব্দ করে,—"মিউ মিউ মিউ।" পল্লবী তার ভাষা বোঝে। সে জানায় "ও বল্‌ছে, তোমার ডাকের তাড়ায় গাছে ফেলে এসেছি গো।"

পরাক্রম খুসী হয়ে বলে, "তাই ন্নাকি? ফুল-চন্নন প্পড়ুক তোমার-ম্মুখে।"

উনিশ

সে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। পুলিশের পাগ্‌ড়ী, জুতো, পোষাক প'রে গাছে ওঠা যায় না। স্থল-পুলিশ, জল-পুলিশ, রেল-পুলিশ আছে ; কিন্তু গাছ-পুলিশ নেই। কি আর করা ? সে উর্দি ছেড়ে গাছে ওঠার উপযুক্ত পোষাকে তৈরী হ'ল। ছেলেবেলা গাছে উঠে পরের ফল-পাকড় সে চুরি করেছে। এখন চোরধরা ব্যবসা হলেও আগেকার অভ্যাস দূর হয় নি।

সে গাছে উঠ্‌ল। ডালে ডালে পাতায় পাতায় খুঁজে হঠাৎ দেখ্‌ল চিক্ মিক্ ক'রে সোনার হার সত্যি দুল্‌ছে। দেখে তার মন দুলে উঠ্‌ল। হার কোথায় ঝুলে আছে সে তা চোখ মেলে দেখ্‌ল না।

আসলে হারটা ঝুল্‌ছিল একটা মৌচাক ঘিরে। বেলা যে ডালে পাখীর ডিম খেতে উঠেছিল, তার-খানিক তলায় মৌমাছিরা মৌচাক গড়েছিল। আর বেলার গলা গলে হার তাতে পড়ে দোল খাচ্ছিল !

দিশেহারা পরাক্রম সেখান থেকে হার তুলে নিল। আর তাতে তার হাত লাগল খোদ মৌরাণীর গায়ে। চাঁছাছোলা খোঁচা !

"কে রে ? এমন আস্পর্ধা !" মৌরাণী গর্জন ক'রে উঠ্‌ল। সে গুণ্ গুণ্ আর প্রতিধ্বনি চারদিকে ছড়াল। আর অমনি বেজে উঠ্‌ল তার লক্ষ সৈন্যের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি। গুণ্ গুণ্, ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রে 'বম্বার (বম্ ফেলার) প্লেনে' তারা বেরিয়ে এল। তারপর সুরু কর্‌ল পরাক্রমকে কুট্টুস্ কুট্টুস্ কামড়—মাথায়, মুখে, ঘাড়ে এলোপাথারি।—

ভ্যাগ্যিস্ পরাক্রম হার গলায় পরেছিল। সে সর্‌সরিয়ে গাছ

বেয়ে নিচে নাব্‌ল। কিন্তু মৌমাছিরা তার পেছন ছাড়্‌ল না। তাদের ছোট্ট চোখে যেন দূরবীন আঁটা। সে বোঝাতে চাইল, মৌচাক ভেঙে মধু নিতে সে আসে নি। এসেছিল হার নিতে। তাতে এক ফোঁটা মধু নেই। শুধু শুধু ওরা তাকে মৌচোর ভেবেছে।

কিন্তু এ কথা তারা মান্‌ল না। ইচ্ছামত হুল ফুটিয়ে তবে রেহাই দিল। পরাক্রম খানিকক্ষণ ভালুক নাচ নাচ্‌ল। তার সমস্ত শরীর ফুলে ঢোল হল।

বেলার দরুন তার এই নাজেহাল! সে ভাব্‌ল, পল্লবীকে সে-কথা বল্‌বে। কিন্তু কোথায় সে? বেলাকে নিয়ে কখন চলে গেছে। তখন মৌমাছির আওতার বাইরে এসে, সে হুলের ব্যথা সাম্‌লাতে চেষ্টা কর্‌ল। আস্তে আস্তে তার মনে দেখা দিল হার পাবার আনন্দ। কষ্টের পর এবার কেষ্ট পাওয়া যাবে। সাহেবকে দিতে পারলেই রিওয়ার্ড (পুরস্কার)। তিনি নির্ঘাৎ তুষ্ট হবেন।

কোনও রকমে পোষাক প'রে, সে সঙ্কটমোচনের কাছে গিয়ে স্যাল্যুট দিয়ে দাঁড়াল। দাঁতবার ক'রে হেসে বল্‌ল, "স্যার্, প্পেয়েছি।"

হুল খাওয়া হুলোর মত তার চেহারা! তা দেখে সঙ্কটমোচন মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লেন, "কি পেয়েছ?"

পরাক্রম গদগদ স্বরে বল্‌ল, "হার প্পেয়েছি স্যার্।"

"আর তা গলায় ঝুলিয়ে দেখাতে এসেছ! ফুল্।"

কত কষ্ট ক'রে শরীর ফুলিয়ে সে হার উদ্ধার করেছে,—গলা থেকে হার খোলার ফুর্‌সৎ পায় নি—তবু সাহেব তাকে ফুল্ বল্‌লেন! পরাক্রমের কান্না পেল। সে বোজা গলায় বল্‌ল, "প্পথ ছিল না স্যর্। ব্বেকুব বেড়ালের ব্বুদ্ধি ন্নেই। গাছে ম্মৌরানীর গ্যলায় ঝ্‌ঝুলিয়ে রেখেছিল। ত্তাই নিজের গ্যলায় না পর্‌লে ল্লড়াই করি ক্কি করে? দ্দুটো হাত ত। এক হাতে ড্ডাল ধরে অন্য হাতে ল্লড়াই। তবু ক্কাম্‌ড়ে ক্কুম্‌ড়ে প্পটাশ্ ক্করেছে। প্পুলিশ বলে ম্মানে নি।"

সে হার গলা থেকে খুলে দিল।

এবার সঙ্কটমোচন তার কথা মান্‌লেন। নরম গলায় বল্‌লেন, "ভালো কাজ করেছ। তুমি কি অবধি পড়েছে ?"

পিঁয়াজের ফোড়নের মত এ কথায় ফলারের গন্ধ আছে। সে বড়গলায় বল্‌ল, "ম্যাট্রিক প্লাশ স্যার্‌।" ক'বারে সে কথা গোপন রাখ্‌ল।

সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "ভাল কাজ কর্ম কর। আমি খুসী হয়েছি।"

গোবর্ধন ও গন্ধর্ব সিং উপস্থিত ছিল। গন্ধর্ব সিং বল্‌ল, "হুজুর খুস্‌শী হুয়া—ব্যস্‌।" (হুজুর খুসী হয়েছেন যখন, কথা নেই)।

সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "তোমরা সবাই খেটেছ। একটু মিষ্টি মুখ ক'রে যাও।"

তিনি তাদের মেঠাই খাওয়ালেন।

তারা খেয়ে হাসি মুখে স্যালুট ক'রে চলে গেল।...

সঙ্কটমোচন হুঁশিয়ার লোক। হারে সাপের বিষ লেগেছে কিনা কে জানে ? তিনি তা ডেটল দিয়ে সেদ্দ কর্‌লেন, তারপর গয়নার সেফে তুলে রাখ্‌লেন। স্ত্রীকে বল্‌লেন, "জিনিসের ব্যবহার জানো না। তার সাজা !"

পল্লবীকে বল্‌লেন, "বেড়ালটা সাপের সঙ্গে লড়েছে। বিষে মাখামাখি। খালি ফিনাইল গরমজলে স্নান করানো নয়।" তারপর চিন্তা করে বল্‌লেন, "তোমাদের কম্ম নয়। যে হারমাদ, আমারই কর্‌তে হবে। নিয়ে এসো দিকি।"

কিন্তু বেলাকে সে তল্লাটে পাওয়া গেল না। সে ঘুপ্‌টি মেরে কোথাও লুকিয়েছিল।—সঙ্কটমোচন তাকে সঙ্কটে চুবুনি দেবে ভেবে সে ভেব্‌ড়ে গিয়েছিল।

কুড়ি

এর পর কিছু দিন কেটে গেল।

বেলা সঙ্কটমোচনকে এড়িয়ে চল্‌ল। পল্লবী তাকে উপদেশ দিয়েছিল, "বাবার কাছে ঘেঁষ্‌বে না, সাপের সঙ্গে লড়্‌বে না।" বেলা "মিউ" শব্দ ক'রে জানায়, খেপেছ; কিন্তু সে খ্যাপার মত কাণ্ড করে বস্‌ল।

সঙ্কটমোচন রামপাখী খেতে ভালবাসেন। সে নামের এক জোড়া পাখী জোটালেন। স্ত্রীর তাতে আপত্তি। সঙ্কটমোচন তা খণ্ডন ক'রে বল্‌লেন, "শাস্ত্রে কোনও বারণ নেই। অখাদ্য নয় বলেই তার রামপাখী নাম। কেষ্ট পাখী—বলাও চলে। প্রহরে প্রহরে কেষ্ট নাম করে। এ পাখী খেলে জাত যায়? যতো সব—"

স্ত্রী আর কি কর্‌বেন? যখন রান্না হয়, নাকে আঁচল চাপা দেন। ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন না হয়।

পাখীগুলো যখন-তখন কোঁক্কোড়োৎ কোঁ ক'রে ডাকে। কিন্তু তিনি খোলা নাকেও তাতে কেষ্ট-নামের গন্ধ পান না। পাখীগুলো যেখানে-সেখানে যা-তা খুঁটে খুঁটে খায়। তাতেও খুসী না হয়ে, সুযোগ বুঝে চৌকাঠ ডিঙায়, ঠাকুর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে চায়, কি ভোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রসাদ বেঁটে দেওয়া দূরে থাক্, তিনি তাদের দূর দূর ক'রে তাড়ান। ওরা ঘাড় বাঁকিয়ে জানায়, বোকারা ঠাকুরঘর নিয়ে থাকে, চতুররা থাকে চতুর্দিক নিয়ে।

ওরা বাড়ী ছেড়ে চারদিকে ঘুর্ ঘুর্ করে শেয়ালের নজরে পড়ে। সন্ধ্যার পর তাদের ডাক শোনা যায়, ক্যা হুঁয়া? হুক্কা হুঁয়া। অর্থাৎ, কোঁক্কোড়োৎ নাকি?

মোরগের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছিল। তার দু'একটা খোয়া যায়। অগত্যা শেয়ালের মুখ থেকে তাদের বাঁচবার জন্য সঙ্কটমোচন বাড়ীর পেছনে বাঁশের খাঁচা তৈরী করেন। কারণ কিসে তাদের বাঁচোয়া সে ধারণা মোরগ আর বাচ্চাগুলোর নেই। কিন্তু সঙ্কটমোচনের আছে। তিনি তাদের বাঁচিয়ে নিজে কাঁচিয়ে খাবেন।

তিনি মাঝরাতে মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেন। শেয়ালরা খসে পড়ে। কিন্তু তবু মোরগের বাচ্চা চুরি যায়! ছিঁচ্‌কে চুরি হলেও খুব আচ্ছা কথা নয়!

সঙ্কটমোচন ঝুনো অফিসার। রবারের জুতো পরে নিজেই ওয়াচ্ দেন। কিন্তু চোর কম হুঁশিয়ার নয়। লুকোচুরি খেলে। অবশেষ একদিন তিনি ধরে ফেলেন। হাতে নাতে নয়,—মাঝরাতে রাক্ষস-রাণীর মত খেয়ে মুখ মুছে বেলা সরে পড়ে তিনি টের পান।

তিনি পেছনে পেছনে গিয়ে দেখেন, পল্লবীর পাশে বেলা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তিনি পল্লবীকে জিজ্ঞেস করেন। পল্লবী কিছু জানে না। সাফাই দেয়, "বেলা ঘুম-কাতুরে বাবা। আমার সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে।"

সঙ্কটমোচন মুখ খিঁচিয়ে বলেন, "আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি টের পাও! ফোঁটা-তিলক আমি বুঝি না। ওকে সম্‌ঝাও। যেদিন ধর্‌ব আস্ত রাখ্‌ব না।"

তিনি চলে যেতে বেলা শব্দ করে, "ম্যিউ।" অর্থাৎ, দেখত! শেয়ালে খায়, আর যত দোষ নন্দ ঘোষ! আমি মোরগ খাব? রাম বল। আমি হলেম তপস্বীর জাত, আমার হবিষ্যির ধাত!

পল্লবী সায় দেয়, "তা জানি। তবু রাত বেরাতে এ-ঘর থেকে বেরিও না।"

কিন্তু বেলা জিভ সাম্‌লাতে পার্‌ল না। যখন মাঝরাতে মোরগেরা কেষ্ট নাম শোনায়, সে তেষ্টাতে পারে না। সে পা টিপে বেরোয়।

এর মধ্যে সঙ্কটমোচন খাঁচা পাকাপোক্ত করেছিলেন। এক-

তলাকে দোতলা। চারদিকে জাল। তালাচাবি নয়, স্প্রীং-এর দোর। ধাক্কা দিতে ভেতর দিকে খোলে, তারপর ফট্ ক'রে আপনি বন্ধ হয়। ভেতর থেকে ধাক্কাধাক্কি ক'রে খোলা যায় না।

বেলা তা জানে না। সে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। দেখে, দিব্যি বানিয়েছে। তাজা সবুজ রং-এর দোতলা। ধাড়ীগুলো বাচ্চা-কাচ্ছা নিয়ে আচ্ছা আয়েস ক'রে আছে। ওরা জানে না, এর বজ্র আটুনী হলে কি হবে, ফস্কা গেরো। বাজিকরের পক্ষে তা খসান কিছু নয়। দোতলায় ওঠার জন্য সে লাফ দেয়, কিন্তু জালে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে। এম্নি হালচাল যে আক্কেল গুড়ুম হয়। মুখের সাম্‌নে খাবার, কিন্তু তা পাবার যো নেই!

অগত্যা সে ফিরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এমা, দোর যে খোলে না! ফাঁদ পেতে ফ্যাসাদে ফেলেছে! নষ্টামি ক'রে নষ্টচাঁদ দেখানো!

ওদিকে ধাড়ীগুলো চেঁচাল,—"কোঁক্কোড়োৎ কোঁ।" অর্থাৎ, চোর এসেছে, বস্তিঅলা জাগো হো। এক্কেবারে রোঁদে ফেরা পাহারাঅলার গলা ছেড়ে হাঁক।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটমোচন দেখা দিলেন। তাঁর একহাতে ছড়ি, অন্য হাতে দড়ি। এ সবই তাঁর জারিজুরি। তিনি তার লেজ ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। বেলা করুণ শব্দ কর্‌ল, "মিউ, মিউ।" অর্থাৎ, মহাশয় শুনুন।

কিন্তু কাকুতি শোনার পাত্র সঙ্কটমোচন নন। তিনি শুঁয়ো পোকার মত গোঁফ নাচিয়ে বল্‌লেন,—

"বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
ফাঁদ পেতে এইবার ধরিলাম কান।"

কান বাঁচানো মানে মান বাঁচানো। বেলা তার কান কুঁচকে সঙ্কটমোচনের নাগালের বাইরে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষটায় পারে না।

পুলিশের মাথা ত। ফাঁদ পেতে বেড়ালের মাথা নাড়া বন্ধ ক'রে ফুলিশ বানিয়েছে !···

বেলার ভয় হল, এইবার তিনি বল্‌বেন,—

"তারপর হেঁইও ক'রে দেই রামটান,
মোরগ চুরির সাজা অমৃত সমান !"

মিথ্যা অনুমান নয়। সত্যই তিনি তার কান ধরে টেনে আনেন। বেলা "মিউ মিউ মিউ" শব্দ করে। অর্থাৎ, ত্বনিয়াভর ত এমন চল্‌ছে স্যার্‌। যে যারটা খেতে পারে। ক'জনের কান ধরবেন ? আগে নিজেরটা ধরুন।

কিন্তু সঙ্কটমোচন সেকথা কানে তুল্‌লেন না। বেলাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে পল্লবীর কাছে টেনে নিলেন। ব্যঙ্গ ক'রে বল্‌লেন, 'বোষ্টম' বেড়ালকে হাতে নাতে ধরেছি। কিন্তু মানুষের আইনে ওদের জেলের ব্যবস্থা নেই। আছে বস্তায় পূরে পার করার রাস্তা। ছ্যাচ্‌ড়াটাকে এখানে এনেছ, এখন হেঁচ্‌ড়ে সেখানে নিয়ে যাব। যতো সব—"

পল্লবীর মুখে কথা যোগাল না। মাঝে মাঝে মাঝরাতে সত্যি সে তাকে শয্যায় পায় নি। ফিরে এসে সে "ম্মিউ ম্মিউ" ক'রে কৈফিয়ৎ দিয়েছে, একটু বাইরে গিয়েছিলেম দিদিমণি। বাইরের কাজ ত ঘরে কর্‌তে নেই। আর সে তাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু এবার বাবার কাছে শুনে পল্লবীর মনে হয়, রূপকথার রাক্কোসী রাণীর মত হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া সে সত্যি খায় নাকি ?···

একুশ

সঙ্কটমোচনের সদরে যাবার দরকার ছিল। তিনি ঠিক করলেন, এবার নচ্ছার বেড়ালটাকে পগার পার করবেন।

পল্লবী টের পেয়ে কাঁদল ; কিন্তু তিনি মান্‌লেন না। বল্‌লেন, "আসলে যাদের বেড়াল তাদের ফিরিয়ে দেওয়া দরকার।" সঙ্কটমোচনের ঝাঁঝালো মেজাজে বেলা ঘাব্‌ড়ে যায়। আর পল্লবীর মুখে লেজ বুলিয়ে মিহি "মিউ মিউ" শব্দ করে। অর্থাৎ জানায়, দিদিভাই, একসঙ্গে থেকে আমাদের মিতালি হয়েছিল। এখন ছাড়াছাড়ি হতে মন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কেঁদ না গো। বহুদিন কাছে থেকে পরে কুস্তি লাগার চেয়ে, দূরে যেয়ে স্বস্তি বজায় রাখা ভাল। দেখ, আসলে নিকট, দূর, আপন, পর কিছু নয়। পাতের মাছ আর আকাশের পাখী, নিজের আর পরের হেঁসেল, নাগালে পেলে সব সমান। পেট ভর্‌লেই মন ভরে।

এ তত্ত্ব বচনের সবটা হয় ত পল্লবী বুঝল না। সে বেলাকে কোলে ক'রে দোর অবধি এগিয়ে দিল।

আবার রেলষ্টেশনে গিয়ে বেলা সঙ্কটমোচনের সঙ্গে ট্রেণে চল্‌ল। মাঝের এক ষ্টেশনে সেদিনকার সেই মিলিটারি অফিসার উঠ্‌লেন। সঙ্গে মালপত্র। সেই আগের মত পাশাপাশি বসে তাঁরা গালগল্প কর্‌লেন। বেলাকে দেখে তিনি বল্‌লেন, "বিল্লি লে কর্ কিধার যাতা জী? দিল্লিসে ইল্লি?" (বেড়াল নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন মশায়? দিল্লি থেকে ইল্লি?)

সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "লৌট দেনে যাতা। বহুৎ ঝঞ্ঝাট লাগায়া।" (ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি। ভারি অশান্তি লাগিয়েছে)।

"লেড়কী রোতা নেহি থা?" (মেয়ে কাঁদে নি?)

"রোতা থা। লেকিন্ ছুষ্‌মন বিল্লিকা রুখ্‌নে নেহি সেকা। তামাম চিকেন খা লিয়া।" (কেঁদেছিল। কিন্তু হারমাদ বেড়ালকে রুখতে পারে নি। সব মোরগের বাচ্চা খেয়েছে।)

সম্পটলোচন এ কথায় জোর দিলেন না। বল্‌লেন, "ভূখা হোনেসে জরুর খায়েগা।" (ক্ষুধার্ত হলে নিশ্চয় খাবে।)

বেলা "মিউ মিউ" শব্দ ক'রে তাঁকে তারিফ করে।

সঙ্কটমোচন জিজ্ঞেস করেন, "আপ্‌কা চিড়িয়া ?" (আপনার পাখী ?)

"উড়া দিয়া।" (উড়িয়ে দিয়েছি।)

"কাঁহে ?" (কেন ?)

"ওয়ার ফ্রন্ট্‌মে যানে পড়েগা। কাঁহে হামার সাথ্ খতম হোগা ?" (যুদ্ধের লাইনে যেতে হবে। কেন আমার সঙ্গে মারা যাবে ?)

শুনে বেলা অবাক হয়! মিলিটারি লোকের এমন মায়া! সেবারের মত সম্পটলোচন বেলাকে কেক্ পুডিং খেতে দেয়। বেলা "মিউ" শব্দ করে। অর্থাৎ, থ্যাঙ্কস্!

সঙ্কটমোচন বল্‌লেন, "হাম শুনা রহা, ফ্রান্স্‌মে বিল্লিকা উম্‌দা রোষ্ট্ হোতা। আপ্ লেঙ্গে ? (আমি শুনেছি ফ্রান্সে বেড়ালের চমৎকার রোস্ট হয়। আপনি নেবেন ?)

সম্পটলোচন বল্‌লেন, "লেড়কীকা পেয়ারী বিল্লিকা রোষ্ট ? রাম, রাম !" (মেয়ের প্রিয় বেড়ালের রোস্ট ? রাম, রাম।)

সঙ্কটমোচনের কথায় বেলা শিউরে উঠেছিল। সম্পটলোচনের কথায় আশ্বস্ত হয়। ভাবে হু'জনেরই খাকির পোষাক। অথচ একজন খেঁকিয়ে ওঠে, আর একজন মুখ বাঁকায় না!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। যখন জাগ্‌ল, দেখ্‌ল, সে নেই। কখন নেবে গেছে। হয় ত নাবার আগে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হতভাগিনী টের পায় নি। কি ঘুম তার পেয়েছিল!

সে চোখ মেলে তার খালি সিটের দিকে তাকাল। তার বুক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল।······

গন্তব্য ষ্টেশনে তারা নাব্‌ল। আরদালী এসে বেলাকে চেন বেঁধে নাবাল। তারপর ঘোড়ার গাড়ী চেপে তারা চল্‌ল।

ফ্রান্স কোথায় বেলা জানে না। চেনেনা সেখানের পথ ঘাট। তার ভয় হ'ল, সেখানে তাকে নেওয়া হচ্ছে কিনা? কি জানি যদি তাকে দিয়ে রোষ্ট বানায়! কিন্তু সঙ্কটমোচনকে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে লাভ নেই। সে চুপ করে থাকে। তার বরাতে যা থাকে হবে।···

কিন্তু গাড়া থাম্‌তে তার নাকে চেনা গন্ধ এল। কি আশ্চর্য্যি, এ যেন আহ্লাদীদের বাড়ী। তাকে কি তাহ'লে পথ ভুলে ফ্রান্সের বদলে এখানে নিয়ে এল? সে অবাক হ'ল। তার ছেলেবেলার খেলাঘর। বেলা আর কাব্‌লিবেড়াল নাম। বেবাক কথা উথ্‌লে উঠ্‌ল। সে চেন বাঁধা ছিল। নৈলে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে আহ্লাদীকে আহ্লাদ জানাত।

আহ্লাদীর বাপ এগিয়ে এলেন। বন্ধু সঙ্কটমোচনের হাত ধরে আপ্যায়ন কর্‌লেন। "এসো হে, এসো, এসো। বেখবরি বেলাকে নিয়ে!"

সঙ্কটমোচন মিছে ক'রে বল্‌লেন, "হাঁ নিয়ে এলাম। দেখল্‌াম, বেলা বেজায় মিয়িয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া খেলা-ধুলো ছেড়েছে। বেড়াল হয়ে ওরই যখন এরকম, আহ্লাদীর না জানি কেমন! বলা যায় না, মনের কষ্টে হার্টের ব্যামো হ'য়ে যেতে পারে। বেলাকে ডাক্তার দেখালেম! বল্‌লে, শিগ্রী দিয়ে আস্থন।"

আহ্লাদীর বাপ বল্‌লেন, "এমন!" তিনি সঙ্কটমোচনকে চা খাবার খাওয়ালেন। সঙ্কটমোচন খাবেন কি? তাঁর বিদায় নেবার ছট্‌ফটি। যদি পল্লবীর জন্য দরদ দেখিয়ে বন্ধু বলেন, না ভাই, ওরও বেলার জন্য হার্টের রোগ হ'তে পারে। নিয়ে যাও। তা হ'লেই চিত্তির! মিত্র মানুষের কথা ত ঠেলা যাবে না।···

মানুষের চরিত্র তিনি জানেন। ভাঁওতা দিলেন, "আফিসের জরুরী কাজ। দম ফেলার ফুরসৎ নেই মিতা। এ যাত্রায় তোমার বাড়ী খাওয়া-দাওয়া, থাকা হ'ল না। আহ্লাদীর ছেলে হয়েছে জেনে খুব খুসী হলেম। কচি বাচ্চা নিয়ে রাত জেগে ঘুমুচ্ছে হয় ত। দশটি টাকা ওর ছেলেকে আশীর্বাদ দিচ্ছি।"

তিনি চতুর দোকানীর মত বেলার গুণপনার বাখান করেন। চেন খুলে দেন। তারপর মনে মনে "যতো সব" বলে উঠে পড়েন। গাড়ী বিদায় দেন নি। তাতে উঠে বলেন, "জল্‌দি। বহুৎ জরুরী।"

গাড়ী বেরিয়ে যায়।—

বাইশ

বেলা বেঁচে যায়। খালি গলায় চেন নয়, সঙ্কটমোচন তার মনেও শেকল পরিয়েছিল। ফাঁস লেগে তার শ্বাস আট্‌কেছিল। সে আহ্লাদীর ঘরের পানে ছুটে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখ্‌ল, এর মধ্যে অনেক অদল-বদল হয়েছে। আহ্লাদী আছে অন্য ঘরে। তার দোর বন্ধ। ভেতরে কচি ছেলের 'ওঙা ওঙা' কান্না!

বেলা ভাব্‌ল, কে এলোরে? কান্না বাঁশি বাজাচ্ছে,—মজা ত! সে দোরের এ পিঠে লেজ গুটিয়ে বস্‌ল। রঙ্গ করার জন্য চুটিয়ে গলা বাজাল, "মিউ, ম্মিউ, ম্মিউ-উ।"

সক্কাল বেলা দোরে বেড়ালের ডাক! আহ্লাদী বিছানা ছেড়ে উঠে দোর খুল্‌ল। সে শব্দ বেলার কানে মিষ্টি বাজনার মত শোনাল। সে ভাব্‌ল, অনেকদিন পর হারান-মানিক ফিরে পেয়ে আহ্লাদীর মন আনন্দে চিক্‌মিক্ কর্‌বে। সে তাকে কোলে তুলে চুমু খাবে।...

কিন্তু ঘুম্ ঘুম্ চোখে আহ্লাদী বেলাকে মাড়াল।

আর সে দুঃখ্যু পেয়ে শব্দ কর্‌ল, "ফ্যাঁচ্।" অর্থাৎ, এদ্দিনপর কাছে এলাম। খেলাম যুযুৎসুর প্যাঁচ!

কিন্তু আহ্লাদী যেন বদলে গিয়েছিল। বেলাকে সে আমল দিল না। বিরক্ত হয়ে বল্‌ল, "আ মোল, সক্কাল বেলা দোর আগ্‌লে বসে! কার সঙ্গে আবার এলি?"

যেন এসে সে বেজায় গোল করেছে!

বেলার মন খচ্ ক'রে ওঠে। সে নানা রকম আওয়াজে তার মনের ভাব বোঝাতে চায়। কিন্তু আহ্লাদী তা বোঝে না। অল্প দিনে সে বেলার ভাষা ভুলে গেছে! সে বেলাকে ডাকে না, আদর করে না।

হাত মুখ ধুয়ে সে নিজে খায়, তার বাচ্চাকে খাওয়াতে বসে। ছেলেকে আদর ক'রে বলে, "চাঁদ আমার, সোনা আমার।"

নিজের হাত লেগে, অনেক দুধ বাটি থেকে মাটিতে পড়ে। বেলার খিদে পেয়েছিল। ভাবে, তাকে আদর ক'রে দেওয়া হয়েছে। সে লেজ নেড়ে চুক্ চুক্ করে খায়। আর আহ্লাদী ধমক মেরে বলে, "আগ ঢোক খেলি।" সে সেখানে থুথু দেয়! বেলা থমকে যায়।

গরীব পড়শীরা এ বাড়ীতে আশা-ভরসা রাখে। তাই হরদম আসা-যাওয়া করে। আর মন-ভুলান কথা ক'য়ে, ফল-ফলারি, তরি-তরকারি, এটা-সেটা নিয়ে যায়। তারা আহ্লাদীকে ছেঁকে ধরে। কচি ছেলে পালার ডাঁসা উপদেশ দেয়। সে সব খাসা কথা।—

"ফের বেড়াল আন্‌লে! ছেলেবেলা ন্যাংটো বয়সে ন্যাওটা ছিল এক কথা। এখন নিজের ছেলে হয়েছে। তার ভালো-মন্দ আছে ত!"

"দস্যি বেড়াল জ্যান্ত পাখী মারে, মোরগ খায়, সাপের সঙ্গে লড়ে। বাপরে ওর দাঁতে নখে বিষ।—"

"কখন দুধে মুখ দিয়ে ছেলেকে বিষ খাওয়াবে! মাগো!"

"তারপর যদি টিপ্ ক'রে সাংঘাতিক ব্যামো টিপ্‌থেরি ছেলেকে ধরায় তা হলে চিত্তিরি। ঐ রোগে রাজপুত্তুরের মত কত ছেলে যে মোল!"

"কাগজে নিত্যি তা বেরোয়। গলা ফোলে, গাল ফোলে, চোখ ঝুলে পড়ে। তারপর চোখ ওল্‌টায়। কেউ পাল্‌টাতে পারে না। ডাক্তার বদ্যি হদ্দি হয়েছে।"

তারা যেন একজোট হয়ে আহ্লাদীর গায়ে ভয়ের সূঁচ ফোটায়! তারপর নানা দাওয়াই, কবচ-মাদুলী, পূজো-আর্চ্চা, তুক্-তাক বাত্‌লে যায়। পুরুত আসে, বদ্যি আসে, ওঝা আসে,—সবাই মিলে আহ্লাদীর মাথায় আতঙ্কের বোঝা চাপিয়ে যায়।

কিন্তু যাকে নিয়ে এসব ঝামেলা সেই বেলা কিছু জানে না, বোঝে না। আদরের আহ্লাদীর ছেলে, তাই তাকে সে আগ্‌লে রাখ্‌তে চায়। আহ্লাদী বাইরে গেলে, সে তাকে লেজ নেড়ে খেলা দেয়। কাঁদ্‌লে মুখের কাছে "মিউ মিউ" ক'রে ভোলায়। আর আহ্লাদী ফিরে এসে ধম্‌কে বলে, "খাম্‌চে দিলি বুঝি? পইপই বারণ করি, কাছে যাস্‌ নি। কানে যায় না?"

শুধু তাই নয়। তার নিজের দোষে ছেলের পেট খারাপ হয়। আর সে বেলাকে দোষ চাপায়, "দুধে মুখ দিয়েছিলি ত? কি ছ্যাঁচড়া। মাগো!"

বেলা সে সব কিছু করেনি। থ' হয়ে যায়। সে বোঝে না, আজ ছেলে পেয়ে বেলাকে সে ভুলে গেছে।...

কিন্তু ক্যাবলরাম তাকে ভোলে নি। সেই ক্যাবলরাম, যার সঙ্গে তার আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক ছিল। কে কাকে জব্দ কর্‌বে ছিল তার হদ্দ চেষ্টা। ক্যাবলরাম খেতে বসে, আহ্লাদীকে রহস্য ক'রে বলে, "তোমার আদুরে বেলার কি হল গো? ফুটবল খেলা ভুলে গেল নাকি? মাছের মুড়ো ক্যারি করে না। হাত-পা গুটিয়ে আছে।"

আহ্লাদী তখন ছেলেকে টিপ-কাজল পরাচ্ছিল। সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, "রঙ্গ ক'রে কাজ নেই। ছেলে ফেলে বেড়ালের খেলা দেখি আর কি!"

সেই আদুরে বেড়ালের প্রতি আহ্লাদীর অবহেলা ক্যাবলরামের ভাল লাগে না। সে এখন শিষ্ট হয়েছে, আগের মত দুষ্টুমি নেই!

সে তাকে ডেকে বলে, "আয় বেলা। তোর তুখোড় খেলা ভুলে গেলি? ওকি! সরে রইলি কেন রে? চক্ষুলজ্জা হচ্ছে? এই আমি চোখ বুজি। আয়।"

তবু বেলা আসে না। আহ্লাদী মুখ ভেংচায়। বলে, "আহা রে,

বেড়াল নিয়ে সোহাগ! কৈ ছেলের ওপর ত মায়া দেখি না। বেড়ালের ছায়া ধরা!"

ক্যাবলরাম টিপ্পনী কাটে, "তুমিও একদিন ধরেছিলে। আজ ভুলে গেলে? যাকে রাব্‌ড়ি মনে কর্‌তে তাকে দাব্‌ড়ি দিচ্ছ!"

আহ্লাদী নিজের সাফাই দেয়। "তখন ছোট ছিলেম, এখন বড় হয়েছি। ছেলে হয়েছে। তার ভাল-মন্দ দেখ্‌তে হবে।" সে পড়শীদের মুখে শোনা বেড়ালের গুণপনার কথা শোনায়,—তার ছোঁয়ায় ছেলের পেঁচোয় পাবার ভয়াল কাহিনী!

ক্যাবলরাম শুনে ভয় পায় না। বলে, "দূর দূর। ঘরে ঘরে লোক বেড়াল পালে। সেখানে কত ছেলেপুলে। বেড়াল দুধ-মাছে মুখ দেয়,—তাতে বুক ধুক্ ধুক্ করার এমন কি কথা? যদি এতই ভয় পাও, বেলা না হয় আমার কাছে শোবে।"

আহ্লাদী চটে যায়। বলে, "আহা রে! ছেলে বিছানা নোংরা ক'রে বলে আলাদা শোও। আর বেলার বেলা সব পাল্‌টে গেল! ওদের হালচাল যেন জান না।"…

তেইশ

ক্যাবলরামকে হঠাৎ রসিকতায় পেয়ে বসে। সে রঙ্গ ক'রে বলে, "জানি গো জানি। ওরা হাত-পা ধোয় না, চান করে না, জুতো পায় দেয় না! সাবান নেই, পাউডার নেই, টিপ্-কাজল নেই,—তবু টিপ্‌টাপ, ফিট্ ফাট্, ধব্‌ধবে।"

কালোকুচ্ছিৎ, টেকো চুল আহ্লাদীর গায়ে খোঁচা লাগে। সে কত তেল-সাবান-পাউডার ঘষে,—তবু যে-কে সেই! সে দাঁত দেখিয়ে বলে, "এখন 'আয় চাঁদ' ব'লে বেড়ালের কপালে টিপ পরিয়ে দাও। কৈ, ছেলের ওপর টান দেখি না ত!"

ক্যাবলরাম বলে, "তুমিই ত টেনে রেখেছ। আমাকে ফাঁক দিচ্ছ কোথায়? ধর্‌তে গেলে হাঁ হাঁ ক'রে হাঁক-ডাক তোল।"

"কচি ছেলে কোলে নেবার কায়দা শেখ কৈ? কিন্তু কাছে থেকেও আদর করা, খেলা দেওয়া যায়।" আহ্লাদী ঠেস্ দিয়ে বলে।

ক্যাবলরাম তাতে ঠেসান দেয়। বলে, "যায় নাকি? আমি ত হরদম তা করি। তুমি যখন নাক ডেকে ঘুমোও, আমি হাঁক-ডাক করে আদর করি।"

"আর তাইতে ছেলে ঘুম ভেঙে কাঁদে।"

"তুমি ঘুমিয়ে থেকে টের পাও?"

আহ্লাদী রেগে গুম্ হয়। ঘুমিয়ে সে নাকে টিকাড়া-নাকাড়া বাজায়। কিন্তু অপরে তা মাগ্‌না শোনে কেন?...

সন্ধ্যা হতে আহ্লাদী ঘুমোয়। রাতের বেলা বেলা তার খাটের পাশে ঘুর্ ঘুর্ করে। ক্যাবলরাম বোঝে, আগেকার মত সে তার সঙ্গে শুতে চায়। কিন্তু আহ্লাদী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে না।

ক্যাবলরাম তাকে ডাকে, "বেলা, আমার সঙ্গে শুবি আয়। আমি বিড়ি-সিগারেট খাই, ডিপ্‌থেরিয়া টিপ্ ক'রে আমায় ছুঁ দিতে পারবে না। আবার তোর মত আমারও দাঁত-নখ আছে। লাগিস্ ত লড়্‌কে লেঙ্গে—।" নিজের রসিকতায় সে নিজেই হাসে।

আহ্লাদী জেগে উঠে ক্ষেপে যায়। ও খাট থেকে বলে, "থামো দিকি। ক্ষ্যাপার মত খেঁকিয়ে ছেলেকে জাগালে। কত কষ্টে ঘুম পাড়াই।"

বাইরে তখন ধুম বৃষ্টি হচ্ছিল। ছেলেটা হুতুমপ্যাঁচার মত চেঁচাচ্ছিল। আহ্লাদী তাকে দুধ, ফুড ও নানা খাদ্য খাওয়াল। তবু তার গলাবাদ্য থামে না।

ক্যাবলরাম হাত বাড়িয়ে বেলাকে তার কাছে তুলে নিয়েছিল। তার পিঠে হাত চাপ্‌ড়ে সে সুর ক'রে বল্‌ল,

"আয় রে ঘুম আয় বেলা পুষির ঘুম,
ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিয়ে যাও চুম।
ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিসী মোদের বাড়ী যেও।
আম-কাঁঠাল ভেঙে দোব দোরে বসে খেও।
হেথা-হোথা যেও নাক', এ বাড়িতে এসো,
খাট নেই, পালঙ্ নেই, চক্ষু পেতে বসো।—"

কিন্তু ও-খাট থেকে আহ্লাদী ধুম্ চটে যায়। বলে, "থামো দিকি। বেড়ালকে ঘুম পাড়ানো! ছেলের বেলা ফাঁকি!"

ক্যাবলরাম বলে, "ছেলেকে আগ্‌লে তুমিই ত আছ। বেলার কেউ নেই।"

আহ্লাদী গালে হাত দিয়ে বলে, "আহা, বেড়ালের আবার কেউ থাকে! হেলাফেলার বদলে গলা ধরে নাই দিলে, ঠেলে কাঁধে ওঠে।"

শুনে ক্যাবলরাম তাজ্জব হয়। সেই আহ্লাদীর মুখে জল্লাদীর মত নিষ্ঠুর কথা!...

রাত বাড়ে। ক্যাবলরাম ঘুমিয়ে পড়ে। বেলা তখন নিঃশব্দে তার বিছানা থেকে নেবে পড়ে। দোর বন্ধ। সে জানালা গলে বারান্দায় যায়। কাছে থেকে কুস্তির প্যাঁচ খাবার চেয়ে, দূরে যেয়ে স্বস্তির স্বপ্ন দেখা ভাল।

বারান্দার লাগোয়া ফল-ফলারির বাগান। সাবেকী আমলের বাড়ী। হরেক রকমের গাছ, ঝোঁপ-ঝাড়। তাতে নানান্ পাখীর বাসা। তারা খাসা সংসার পেতে আছে। কাচ্চা বাচ্চা হয়েছে। বৃষ্টি বাদলে ভিজে তারা কিচির-মিচির শব্দ কর্ছিল। তাতে বেড়ালের লোভে অস্থির হবার কথা। অন্য দিন হলে বেলা নিঃশব্দে গাছে উঠে ফলারে লেগে যেত। কিন্তু আজ তার লোভ হল না। সে আহ্লাদীর অবহেলার কথা ভাব্ছিল। ভেবে আন্মনা হয়েছিল। হঠাৎ সে শুন্তে পেল, আহ্লাদী তার নাম ধরে ডাক্ল। আর তৎক্ষণাৎ তার দুঃখ-অভিমান দূর হল।...

সে ঘরে ঢুকে আহ্লাদীর বিছানায় লাফিয়ে উঠ্ল। তারপর পা টিপে আহ্লাদীর কাছে গিয়ে পা গুটিয়ে বস্ল।

আসলে আহ্লাদী তখন স্বপ্ন দেখ্ছিল। তার পেছনের ও বর্তমানের দিন নিয়ে স্বপ্ন। তার ছেলে হয়েছে,—বেলা ফিরে এসেছে। কিন্তু ছেলের ওপর বেলার হিংসা। তাই সুযোগ ক'রে সে ছেলেকে আঁচ্ড়ে-কাম্ড়ে দিচ্ছে। সর্ব্বনাশ!...

আহ্লাদী মুখে "দূর দূর" করে, পাখার বাট চালায়। আর ভয় পেয়ে আহ্লাদী তড়াক্ করে নেবে, ক্যাবলরামের বিছানায় উঠে লুকোয়।

ক্যাবলরাম জেগে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, "কি হল?"

আহ্লাদী হাঁফাতে হাঁফাতে দুঃস্বপ্নের কথা জানায়।

ক্যাবলরাম শুনে আশ্বাস দেয়। "দূর্,স্বপ্ন কিছু নয়। যা ভাব তা স্বপ্নে দেখ। এই ত বেলা আমার কাছে ঘুমিয়ে আছে। তার নাকের শব্দ পাচ্ছ না?"

আহ্লাদী বলে, "না ত !"

ক্যাবলরাম টিপ্পনী কাটে, "নিজেরটা শুনে কূল পাও না। পরেরটা কখন শুন্‌বে ?"

মিছে কথা নয়। আহ্লাদী যখন চোখে বোজে তার নাকে গাজনের ঢাক বাজে। সে রেগে মেগে চুপ ক'রে থাকে। ভাবে বেড়ালটাকে নাগালে পেলে দেখিয়ে দেবে !

চব্বিশ

বেলা ঘুমোয় নি। কিন্তু ঘুমিয়েছে জানাবার জন্য নাকে ঘড়্ঘড়্ শব্দ করে।

ধীরে ধীরে ক্যাবলরাম ও আহ্লাদীও ঘুমিয়ে পড়ে। বেলা চোখ বুজে জেগে থেকে তার পেছনের স্বপ্ন দেখে।

সেই ছোট্ট বেলা থেকে আহ্লাদীকে ঘিরে বড় হওয়া,—একসঙ্গে খেলা-ধূলা, খাওয়া-দাওয়া, নষ্টামি-দুষ্টামি। বিয়ে হতেও আহ্লাদী তাকে হেলা করে নি। তার স্বামীর পাতের মুড়ো-চুরির ব্যাপার হাল্কা ক'রে বলেছে, শালী-শালাজ নেই যে একপাতে বসে খাবে। ডাকে-খোঁজেনি। তাই আপন হাত জগন্নাথ ক'রে নিয়ে গেলি!…

ক্যাবলরাম ছিল উল্‌টো। পাখার বাঁট দিয়ে তার পিঠ ভাঙতে চেয়েছে। বাইরে থেকে বাঘা কুকুর এনে তাকে লেলিয়ে রাগ মেটাতে চেয়েছে! · আর আজ সব উল্‌টো! যে ক্যাবলরামকে ঘরজামাই বলে সে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে, তার ভেতর আজ মমতার রোশনাই!…

তার গলা থেকে অস্ফুট 'মিউ' শব্দ বেরুল। অর্থাৎ, সে জানাল, আজ সেই আহ্লাদী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নিজের স্বার্থ খুঁটে খুঁটে দেখ্‌ছে। আর ক্যাবলরাম দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখ্‌ছে বেলার মনের কথা! মানুষে মানুষে এত তফাৎ, এত পট বদল। কি ক্ষণে এবার সাক্ষাৎ হয়েছে!…

ভাব্‌তে ভাব্‌তে বেলার তন্দ্রা এল। আবার দেখ্‌ল, আহ্লাদীকে ঘিরে পেছনের রঙিন স্বপ্ন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তার সাধ হল আহ্লাদীর কাছে আগের মত শোবার। তখন নিঝুম রাত। সবাই ঘুমে বিভোর। কারুর

টের পাবার কথা নয়। বেলা বিছানা থেকে নাব্‌ল। চোরের মত আহ্লাদীর খাটের কাছে গিয়ে মশারি ফাঁক ক'রে দেখ্‌ল। আহ্লাদী আর তার ছেলে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তাদের দুজনের মাঝে স্থান আছে। সে উঠে সেখানে আহ্লাদীর গা ঘেঁষে শুতে পারে।

পাছে তার ছেলের গায়ে নখের আঁচড় লাগে, তাই সে তার নখ থাবায় গুটাল। নিজের গালে বুলিয়ে পরখ ক'রে দেখ্‌ল, আচড় লাগে কিনা। লাগে না দেখে, নিশ্চিন্ত হয়ে সে হাল্কা পায়ে খাটে উঠ্‌ল।

সাবধানে মশারি সরিয়ে, ছেলে ডিঙিয়ে, সে যেয়ে আহ্লাদীর বুকের কাছে শুল। অনেকদিন পর আহ্লাদীর গায়ের ছোঁয়া পেয়ে তার শরীর আনন্দে থর-থর ক'রে কাঁপল। গলায় ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ হ'ল, তারপর আবেগমাখা স্বর—"ম্যিউ ম্যিউ।"

হঠাৎ আহ্লাদীর ঘুম ভেঙে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কেঁদে উঠ্‌ল। ঘরে নিবু নিবু ল্যাম্প ছিল। সে আলোয় আহ্লাদী আঁৎকে উঠে দেখ্‌ল, তার আর ছেলের মাঝখানে বেড়ালটা এসে শুয়েছে! নিশ্চয় ছেলেকে ঠেলে-ঠুলে জায়গা করেছে। আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে দিয়েছে কিনা কে জানে? মাগো, কী সর্বনেশে কাণ্ড! আপদ-বালাই বেড়ালটা এসে জুটেছে। নিশ্চয়ই ছেলের অনিষ্ট করার মত্‌লব।

সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। শিয়রে হাতপাখা ছিল। তা হাতে তুলে ডাঁট দিয়ে বেলাকে এলোপাথাড়ি মার্‌ল। একটুও মায়া কর্‌ল না।

এমন মারের জন্য বেলা তৈরী ছিল না। তার শরীরে বেশ লাগ্‌ল,—তার চেয়েও অনেক বেশি মনে। সেই আহ্লাদী অকারণে তাকে মার্‌ল। সে ত তার ছেলেকে কিছু করে নি। তাদের মাঝখানে শুয়েছিল মাত্র!

সে খাট থেকে লাফিয়ে নিচে নেবে তলায় ঢুক্‌ল। জিভ দিয়ে গা চাট্‌ল।

আহ্লাদীর চিৎকারে ক্যাবলরাম জেগেছিল। জিজ্ঞেস কর্‌ল "কি হয়েছে?"

আহ্লাদী হাঁফিয়ে সব বল্‌ল। "ঠেঙানি খেয়ে নচ্ছার বেড়ালটা ভেগেছে। ভোর হলে বস্তায় পূরে আপদ পার করা দরকার।"

কিন্তু ক্যাবলরাম বল্‌ল, "এজন্য বেলাকে মার্‌লে,—মার্‌তে পার্‌লে!"

আহ্লাদী বল্‌লে, "আমার ছেলের ওপর হিংসে। ওটাকে মেরে ফেল্‌তে হয়।"

ক্যাবলারাম বোঝায়, "হিংসা নয়, ভালবাসা। তোমাকে বেলা ভালবাসে, আর ছেলেকে হিংসে কর্‌বে? দূর—"

আহ্লাদী ঝাঁঝাল উত্তর দেয়, "আহা রে, বেড়ালের আবার ভালবাসা!"

ক্যাবলরাম কথা বাড়ায় না। কিন্তু আহ্লাদীর নিষ্ঠুর কথা শুনে বেলার মন ব্যাথায় চৌচির হয়ে যায়। সে খাটের তলায় চোখবুঝে ঝিমায়।

ক'টা নেংটি ইঁদুর খাবারের খোঁজে ঘুর্‌ ঘুর্‌ কর্‌ছিল। আহ্লাদী টিনের কৌটাতে গুচ্ছের খাবার রাখে। রাত্রে ছেলে খাওয়াতে উঠে নিজে খায়, আর তা ঢাক্‌তে ভুলে যায়। তার ভুলো মনের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে, ইঁদুররা লুটে পুটে খায়। আহ্লাদী টের পায় না। আবার রাখে। আর রোজ রাত্রে লাগে ইঁদুরের মোচ্ছব।

বেড়াল নেই, তাই ভয়ও নেই। যারা আছে তারা নাক ডেকে জানায়, ঘুমিয়ে আছে।

আজ বেড়াল দেখে ইঁদুররা ভয় খায়। কিন্তু পরে টের পায়, সেটা সন্ন্যাসী বেড়াল। চোখ বুজে তপস্যা করে।

সত্যি আর তপস্যা নয়। বেলা মনমরা হওয়ায় তার জিভে সব বিস্বাদ হয়েছিল। ইঁদুররা ভাবে, হয়ত হুলোটার দাঁত নখও নেই! বাইরে তখন বৃষ্টির ঝুম্‌ঝুমি বাজ্‌ছিল। তার ফাঁকে তার কানে এল

একটা ব্যাঙের গোঙানি। সে যেন কাতর ধ্বনিতে জানাচ্ছিল, আমায় সাপে ধরেছে, বাঁচাও।

কে আর বাঁচাবে? ব্যাঙটা ছট্‌ফটানি স্বুরু কর্‌ল, এবং সাপের মুখ থেকে কোনও গতিকে ছুটে লাফ মেরে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। তারপর আহ্লাদীর মশারিটাকে ঘরের ভেতর ঘর ভেবে সেখানে ঢুকে পড়্‌ল।

তাকে তাড়া করে এল সাপটা। কালো কুচ্‌কুচে, বড় সড়। মুখের আধার ছুটে যাওয়ায় ভয়ঙ্কর হিংস্র। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ ক'রে সেটা ব্যাঙ্ খুঁজতে লাগ্‌ল।

সাপ দেখে ইঁদুরগুলো লেজ তুলে পালাল। সাপ তাদের তাড়া কর্‌ল না। মশারির দিকে এগুলো। হয়ত ভেতরে ব্যাঙের খোঁজে ঢুকে পড়্‌বে। তারপর তাকে আশ্রয় দেবার অপরাধে দেবে আহ্লাদী আর তার ছেলেকে ছোবল!

সর্ব্বনাশ! তক্ষুনি সাপটাকে আট্‌কান দরকার। বেলা ঝিমানো ভাব ঝেড়ে, খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। সাপের সঙ্গে লড়ার জন্য তৈরী হয়ে রুখে দাঁড়াল। স্বুরু কর্‌ল পল্লবীদের বাগানে সেদিনকার মত লড়াই! কিন্তু সে চট্‌পটে গতি ও কৌশল সে যেন আজ হারিয়ে ফেলেছিল। সেদিন পল্লবী নিজহাতে জয়মালার মত তার গলায় সোনার হার পরিয়ে দিয়েছিল। তার মন ছিল আনন্দ, উৎসাহে ভরা। কিন্তু আজ আহ্লাদীর অবহেলায় সে যেন ঝরে পড়েছিল। তবু সে তাদের বাঁচাতে প্রাণপণে লড়্‌ল।

"ম্যাও ম্যাও—ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্" শব্দ ক'রে সে তাদের জানাল, হয়ত শেষ অবধি পেরে উঠ্‌ব না গো। ওঠ, হুঁশিয়ার হও।

আহ্লাদীর ঘুম ভাঙল না, কিন্তু ক্যাবলরাম জাগ্‌ল। মশারির কোণা তুলে ল্যাম্পের মিট্‌মিটে আলোয় ব্যাপার দেখে সে চমকে উঠ্‌ল। আহ্লাদীর খাটের কাছে সাপ আর বেড়ালের লড়াই!

এখন কি করা দরকার হঠাৎ সে ঠাওরাতে পার্‌ল না। কিন্তু সে

বুঝ্‌ল, সাপটার লড়ায়ের চেয়েও আসল ঝোক মশারির মধ্যে ঢোকার। সেখানে একটা ব্যাঙ্‌ লুকিয়ে আছে। বোধ করি সেটা তার মুখ ফস্‌কানো আধার। সেটাকে ধরতে গিয়ে আহ্লাদী আর ছেলেকে ছোবল দেওয়া অসম্ভব নয়।

সাপকে ক্যাবলরাম ভয় করে। কিন্তু এমন অবস্থায় পড়ে সে ভয় ঠেলে ফেল্‌ল।

পঁচিশ

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। বন্দুক নেই। কিন্তু চোর ডাকাতের ভয় আছে। যদি এসে পড়ে তাদের ঠাণ্ডা করার জন্য ক্যাবলরামের শিয়রে লোহার একটা ডাণ্ডা ছিল। সে চুপে চুপে হাত বাড়িয়ে তা মুঠো ক'রে ধর্‌ল। তারপর সাবধানে বিছানা থেকে নেবে সাপের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

সাপটা তখন বেড়ালের সঙ্গে লড়াইতে বিব্রত। পেছন দিকে না চেয়ে খালি ফণা তুলেছে, ক্যাবলরাম তার মাথায় শক্ত ক'টা ঘা দিল। অপ্রস্তুত সাপটা মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌ল। সাপকে বিশ্বাস নেই। ক্যাবলরাম তাকে পিটিয়ে শেষ কর্‌ল। দড়ির মত সেটা হুম্‌ড়াতে লাগ্‌ল। ততক্ষণ আহ্লাদীর ঘুম ভেঙেছে। মশারির ভেতর থেকে ব্যাপার দেখে, সে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় কর্‌ল,—"সাপ, সাপ!"

বাড়ীশুদ্ধ লোক লাঠি ঠ্যাঙা নিয়ে ছুটে এল। এসে সবাই মরা সাপের বাপান্ত কর্‌ল। কিন্তু তাতেও ঝামেলা ক্ষান্ত হল না। সাপের ভয়ে আহ্লাদী মশারির যে কোণায় সরে গেল, সেখানে ব্যাঙটা লুকিয়েছিল। আহ্লাদী পড় ত পড় তার কোলে। কিন্তু অত ওজন ব্যাঙ্‌ সইতে পার্‌ল না। লাফ্‌ মেরে উঠ্‌ল তার টাকে। আর সে 'ব্যাঙ্‌' বলে ক'ঝাঁক চিৎকার কর্‌ল। তখন ক'জন এসে মশারি তুল্‌ল। ভয় পেয়ে ততক্ষণ ব্যাঙ্‌টা মশারির পাট মাথায় দিয়ে বৌ সেজেছে। আচেনা লোক দেখে তার চোখ বোজার নাম নেই! ড্যাব্‌-ড্যাব্‌ ক'রে চেয়ে, কলাবৌর নাম হাসিয়ে, এমাথা ওমাথায় লাফাল। তারপর বাইরের রোয়াকে। সেখান থেকে একটা ফোঁকরে ঢুকে পড়ে শব্দ কর্‌ল।—

ক্কড়ড়্ ক্কড়ড়্। অর্থাৎ,—

ব্যাঙ-খেকো কালোসাপ পেল আচ্ছা সাজা,
টেকো মাথায় ব্যাঙের নাচ সব্‌সে সাচ্চা মজা!

ব্যাঙের ভাষা ওরা জানে না। বোঝাল ক্যাবলরাম। কিন্তু টাকের কথা বলে তাকে ঠোকা হ'ল ভেবে আহ্লাদী ট্যাক্ ট্যাক্ করে উঠ্‌ল।

সে বল্‌ল, "নষ্টের গোড়া হ'ল তোমার আদুরে বেড়ালটা। ব্যাঙ্, সাপ ঘরে ডেকে এনেছিল।"

ক্যাবলরাম বল্‌ল, "কক্ষনো নয়। সে সাপের সঙ্গে লড়ে তোমাদের বাঁচিয়েছে। জিজ্ঞেস কর তাকে।"

কিন্তু কোথায় সে?

আহ্লাদী তার প্রতি নারাজ। তাই কেউ মাথা ঘামাল না। তাকে খুঁজল না।

মরা সাপ বাইরে ফেলে, ফিনাইল দিয়ে ঘর সাফ-সাফাই করা হ'ল। ঠিক হ'ল, ভোরে পুরুত ডেকে ধূপ-ধুনো পূজো-আর্চায় ঘর নিখুঁত করা হবে। ততক্ষণ মশারির তলায় বসে থেকে আপদ-বালাই আট্‌কানো নিরাপদ, আহ্লাদীকে এই আশ্বাস দিয়ে সবাই চলে গেল।

না ঘুমানো অবধি আহ্লাদী বেলা আর ক্যাবলরামের ওপর তার ক্ষোভের ঝাঁঝ মেটাল। এ যেন ঝাঁঝর পেটানো। সে ঘুমুলে পর, ক্যাবলরাম টর্চ আর লোহার ডাণ্ডা হাতে ক'রে বেলার খোঁজে বেরুল। তার সন্দেহ হ'ল, হয়ত বেলার গায়ে সাপের ছোবল লেগেছে, আর সে বনজ ওষুধ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওরা তা জানে।

তখনো মেঘের ভারে বাইরে থম্‌থমে অন্ধকার। বহুক্ষণ ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়ায় বাগানে বিস্তর জল জমেছে।

সেখানে রাজ্যের ব্যাঙ্ এসে জুটেছিল। দল বেঁধে গলা

ফুলিয়ে তারা বৃষ্টির জয়গান গাচ্ছিল,—'ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙ্, ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙ্।' এ তাদের গালগল্প!

ক্যাবলরাম বারান্দায় ও এদিক-ওদিক বেলাকে না পেয়ে, বাগানে খুঁজ্তে যায়। ছপ্ ছপ্ শব্দে জল ভাঙে, আর ঝুপ্ ঝাপ্ লাফিয়ে ব্যাঙ্গুলো সরে যায়। তাদের গানের আসরে বাধা পড়ায় খ্যাঁদা নাক্ কুঁচ্কায়। জানায়, জলে ভিজে ব্রঙ্কাইটিশ্ হলে টের পাবে বাপু।

কিন্তু ক্যাবলরাম গ্রাহ্য করে না। সে টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক সার্চ করে। কোথাও বেলার খোঁজ মেলে না। হঠাৎ তার নজরে আসে, একটা গাছের গোড়ায় সাদা পুটুলীর মত কি যেন পড়ে আছে!

সে এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখে,—বেলা! সে চুপ ক'রে শুয়ে আছে, নড়ে চড়ে না। তার মন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। সে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি হ'ল রে বেলা? শুয়ে আছিস যে! সাপের ছোবল লেগেছে নাকি? বনজ ওষুধ খেয়েছিস্ ত? সেরে যাবে।"

কিন্তু বেলা মিউ মিউ শব্দ করে না, লেজ নাড়ে না। ক্যাবলরাম বলে, "ঘুমিয়েছিস্? চোখ মেলে দেখ্ আমি এসেছি। আমার সঙ্গে শুবি চল্।"

তবু বেলা সাড়া দেয় না।

"কি রে, কি হল? তোর শিকার সাপটাকে আমি মেরেছি বলে রাগ করেছিস্? কি করব্ বল্? ভাব্লেম, অত বড় সাপ একলা আগ্লাতে তোর কষ্ট হচ্ছে। ঘাট হয়েছে রে। আর বারে আমি তোর শিকার তোর হাতেই ছেড়ে দোব। রাগ ছেড়ে উঠে আয় দিকি। আমার দোষ আমি স্বীকার কর্ছি।"

কিন্তু এত কথার উত্তর না পেয়ে ক্যাবলরাম আশ্চর্য্য হয়। বলে, "আচ্ছা ঘুম কাতুরে ত! কুম্ভকর্ণকে ছাড়িয়ে গেলি। নে, নে, ওঠ।"

ক্যাবলরাম বেলাকে ঠেলা দেয়, আর সে হেলে পড়ে। ক্যাবলরাম ভয় পেয়ে বলে, "ওকি, পড়ে গেলি যে! অ্যাঁ, মরে গেলি নাকি? আমাদের বাঁচাতে সাপের সঙ্গে লড়ে ছোবল খেয়ে নিজে মলি!"

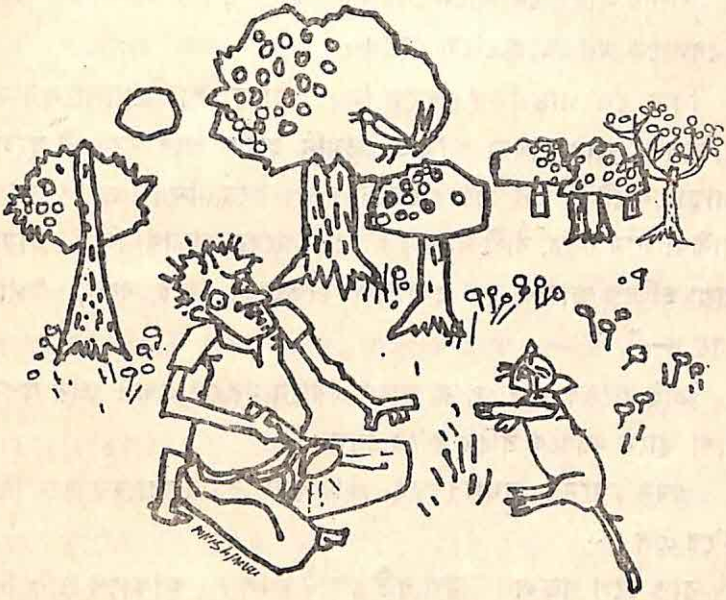
ক্যাবলরাম তার পাশে জল-কাদায় ধপাস্ ক'রে বসে পড়ে। টর্চ জ্বালিয়ে ভাল ক'রে দেখে, সত্যি বেলা মরে গেছে!

সে নিঃশব্দে হাপুস্ চোখে কাঁদে। ঝর্‌ঝর্ ক'রে দুচোখ থেকে জল পড়ে। সত্যি এর মধ্যে বেলার ওপর তার খুব মায়া হয়েছিল। পেছনে সে তাকে যতই জ্বালাক, ক্যাবলরাম তা মুছে ফেলেছিল। দেমাকী আহ্লাদীর তার ও বেলার প্রতি এক ধাঁচের অপমান ও তাচ্ছিল্য ব্যবহার, তাদের এক সূতোয় গেঁথে ফেলেছিল। দুঃখের মধ্যে হয়েছিল দুজনের মিতালি। তাদের মনের অলিগলিতে যে সব কথা জমেছিল, তা যেন হাততালি দিয়ে উঠেছিল!···

ছাব্বিশ

টর্চের আলো ওপর নিচে ফেলে ক্যাবলরাম গাছটাকে চিন্‌ল। এটা সেই গাছ, যা তাদের পেছনের কথায় মাখামাখি হয়ে আছে। এখানে তারা যেন রঙিন রাখী বেঁধেছিল।

মস্ত বড় ছুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ। এক মাটি ফুঁড়ে, আহ্লাদে কুটি কুটি হয়ে, ছুটিতে গা ঘেঁষে অত বড়টি হয়েছিল। গুঁড়ি দেখে চেনা যায় না, অথচ মাথায় তারা ছ'রকম ঝুঁটি বেঁধেছে। হলুদ আর বেগুনী ফুলের গোছা। চাঁপা আর কালোর কাছাকাছি। রাধা আর কৃষ্ণও বলা চলে। অথচ নাম কৃষ্ণচূড়া। ফুলগুলো একটু বেঁকে আছে।



গাছে পাখীর মেলা। তারা শিস্ দেয়, ডাকে, বাঁশী বাজায়।

গাছের ছ'রঙা ফুল,—সবার মন রাঙায়। তাদের সখ হয়, দোল্‌না বেঁধে দোলাখ। তখন ঝুলন পূর্ণিমা। বেলা তর্ তর্ ক'রে গাছে ওঠে। কিন্তু দড়ি বাঁধার বদলে পাখীর বাচ্চা খোঁজে। আহ্লাদী বলে, "তুষ্টু।"

তখন ক্যাবলরাম ডালে দড়ি বাঁধে, আর আহ্লাদী তলায় দোল্না ঝোলায়। রঙিন কাগজ জুড়ে দেয়। তিনজন ঝুলন দোলায় মেতে ওঠে! আনন্দে লুটোপুটি খায়।...

সে পুরানো কথার খুঁটিনাটি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে।—ওস্তাদ পটুয়ার তৈরী পটের মত তা তার চোখে আট্‌কে থাকে। কিন্তু তা অল্পদিন টিঁকে ছিল। ক্যাবলরাম টের পায়, সে ঘর-জামাই বলে আহ্লাদী নাক কুঁচ্‌কায়, গাছের নাম রাখে রাধাচূড়া। বেলাকে তার পেছনে লাগিয়ে মজা করে। তখন সে মুখ কালো ক'রে সরে থাকে। আহ্লাদী পরোয়া করে না। বেলাকে কোলে ক'রে দোল খায়।...তারপর বেলা যায় চলে।

তাদের মাঝখানে আসে ছেলে। তাকে পেয়ে আহ্লাদী স্বামী ও বেলাকে মন থেকে ঠেলে দেয়।...

কিন্তু সে গাছ কিছু ভোলে নি। আছে সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়িয়ে। তার মাথায় আজও তেমনি হলুদ আর বেগুনী ফুলের গোছা ফোটে। সে তাদের ফোটা বারণ করে নি। ডালে ডালে পাখীরা গান করে, বাঁশী বাজায়। সে তাদের তাড়ায় নি। ছায়ার মায়া ছড়িয়ে আজও সে বেলাকে হাতছানি দিয়ে বলে,—"আয়, আয়।—"

তাই অনেক দুঃখ পেয়ে, বেলা এখানে মর্‌তে এল। তার স্বপন-মাখা স্থানে মরণকে রঙিন্ ক'রে গেল!—

এমন অনেক ব্যথার রঙ-ভরা কথা ক্যাবলরামের মনে ভিড় ক'রে এল।...

রাত ঢলে পড়্‌ল। জল বৃষ্টি কেটে গেল। আকাশে উঁকি দিল পূর্ণিমার চাঁদ। কালো মেঘ তার মুখ ঢেকে রেখেছিল। এবার সে খোলা চোখে চেয়ে দেখ্‌ল। আর পাতার ফাঁক দিয়ে পথ ক'রে, একরাশ জ্যোৎস্না বেলার গায়ে ছিটিয়ে দিল, শিউলি ফুলের মালা।....

ক্যাবলরাম তা দেখ্‌ল।

রাত শেষের ঝির্ঝিরে হাওয়া বইল। তাতে হাস্নুহানা আর বকুল-চাঁপা-মল্লিকার গন্ধ।…

বেলার শেষ-কাজের সব আয়োজন করা প্রয়োজন। তার সৎকার করা বাকি। ক্যাবলরামের মনে হল, বেলা এখন আহ্লাদীর কাছে হেলাফেলার বেড়াল। তাই তার ওপর এ-বাড়ীর সবার ভালবাসা উবে গেছে। তারা তার দেহ টেনে-হেঁচ্ড়ে আস্তকুঁড়ে ছুড়ে দেবে। তার জীবনের রঙিন আলো চোখ মেলে দেখ্বে না। তার দেহ পচে গলে দুর্গন্ধ বেরুবে।…

এখন দিনের আলো ফোটার আগে তার দেহ ভাল ক'রে সৎকার করা দরকার। তাকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচিয়ে সম্মান দেবার এই শ্রেষ্ঠ পথ। সেই উপাদান জোটাবার জন্য ক্যাবলরাম উঠে দাঁড়াল। দূরে শেয়ালের ডাক শোনা গেল। কে জানে কোন্ ফাঁকে ওরা বেলার দেহ টেনে নিয়ে যাবে, আর খুব্লে খাবে ?…

কাছেই ইটের স্তূপ। ক্যাবলরাম সেখান থেকে ইট বয়ে আন্ল। বেলার দেহের চার পাশে তা সাজিয়ে শেয়াল আট্‌কাল। তারপর টর্চ হাতে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

সবাই তখন অঘোর ঘুমে। নিঝুম রাতে আহ্লাদী আর তার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য কালো সাপের সঙ্গে বেলার লড়াই, আর তাতে তার মৃত্যু তাদের একরত্তি উতলা করেনি। নানা সুরে তাদের নাক ডাক্‌ছিল।

ক্যাবলরাম নিজের বাক্স থেকে একটা পশ্মী চাদর বার কর্ল। একটা কাঠের পিঁড়ি, একটা শাবল, কিছু চন্দন কাঠ, ধূপকাঠি ও ম্যাচ্ জোটাল। বাগান থেকে কুড়িয়ে নিল কিছু ফুল ও তুলসী। তারপর বেলার মৃতদেহের কাছে ফিরে এল। সে যেন তার পরম আত্মীয়। তার দেহে চোখ বুলিয়ে, গাছের যে ডালে দোলনা বাঁধা হ'ত সে তা চেয়ে দেখ্ল। তারপর তার তলায় শাবল দিয়ে মাটি তুলে গভীর একটা কবর খুঁড়্ল।

পশ্‌মী চাদরটা ভাঁজ করে পিঁড়িতে বিছাল। তাতে ফুল ও তুলসী ছড়াল। ছুটো ধূপকাঠি জ্বাল্‌ল, ছিটিয়ে দিল চন্দন কাঠের গুঁড়ো।

তারপর অতি যত্নে বেলার দেহ ছুহাতে তুলে পশ্‌মী চাদর পাতা পিঁড়িতে শোয়াল। তার কানের কাছে কান্না-ভরা স্বরে বল্‌ল, "বল হরি, হরি বোল!"

পিঁড়িসহ তাকে বয়ে কবরের কাছে নিয়ে গেল। ধূপকাঠি তার চারপাশে ঘুরিয়ে চোখ বুজ্‌ল। তার চোখ থেকে টস্‌ টস্‌ ক'রে জল পড়্‌ল। হঠাৎ সে কান্নায় ভেঙে প'ড়ে তার মুখের ওপর উপুড় হয়ে বল্‌ল, "বল হরি, হরি বোল। বেলা তুই ধন্য! অপরকে বাঁচাতে সাপের সঙ্গে লড়ে, তার ছোবল খেয়ে তুই প্রাণ দিলি। তোর সে পুণ্য সামান্য নয়।"

তারপর একমিনিট থেমে রুদ্ধস্বরে বল্‌ল, "তোর এই আত্ম-ত্যাগের ফলে তুই নিশ্চয় স্বর্গে যাবি বেলা। ভগবান পাপ পুণ্য দেখ্‌তে পান, নিক্তি দিয়ে মেপে তার বিচার করেন। তিনি জিজ্ঞেস কর্‌বেন, তুই কি পুরস্কার চাস্‌?"

তার হয়ে সে উত্তর ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্যাবলরাম পিঁড়িসহ বেলার দেহ কবরে নাবাল। তাতে চন্দন ও ফুল ছিটিয়ে মাটি চাপা দিল। শেয়ালে তা খুঁড়ে বার না করার জন্য ওপরে ইট বিছাল। তারপর বোজা গলায় উত্তর বলে দিল—"তুই বল্‌বি বেলা, বেড়াল জন্মে তুই ভাল ও মন্দ ছু'রকম সৃষ্টি-ই দেখেছিস।.. তোর যদি ফের জন্মাতে হয়, তোকে ভগবান যেন 'কাব্‌লি বেড়াল' করে না পাঠান। 'কাব্‌লি' জুড়ে তা যতই আছুরে করা হোক্‌, আসলে তা কেবল-ই বেড়াল!...সাধারণ মানুষ এর চেয়ে বড় ক'রে ভাব্‌তে পারে না। মানুষ বলে যতই দেমাক করুক না কেন, আসলে তাদের মানের হুঁশ নেই!...

———

লেখক পরিচিতি

বহু বই-এর লেখক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু ছেলেবেলা থেকে শিল্প ও সাহিত্যধর্মী। ছবি আঁকা, গান-বাজ্‌না ও লেখার প্রতি ঝোঁক তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আই-এস্‌সি, কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এস্‌সি, অল্পকাল মেডিকেল কলেজে এম্‌-বি এবং তারপর ঢাকা কলেজে এম্‌-এস্‌সি পড়ার সময় তখনকার অনেক পত্রিকায় এবং পুস্তকালয় কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর গল্প ও উপন্যাস আদৃত হয়েছিল।

ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে গড়া জীবনবেদ তাঁর লেখায় মানুষ ও জাতিগঠনের যে উপাদান যুগিয়েছে, তার মূল্য কম নয়।

শিশু-সাহিত্যে তাঁর অনুপম বই—'হোঁদল কুৎকুৎ', 'তালপাতার সেপাই', 'মাণিক জোড়' প্রভৃতি সুপরিচিত।

প্রবীণ বয়সে নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সাহিত্য-সেবায় তিনি একনিষ্ঠ।···

লেখকের বিভিন্ন বই সম্বন্ধে অভিমত

হোঁদল কুৎকুৎ,
তালপাতার সেপাই,
মাণিক-জোড়,
হসন্ত-মহারাজ,

'শিশু-ভারতী' সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, "আমাদের বাঙ্গলাদেশে যে সব লেখক শিশু-সাহিত্য রচনা দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসুর নামে শিশু জগতে সুপরিচিত।

এক সময় তাঁহার লেখা ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার মত আদৃত হইয়াছে। বালক ও কিশোরদের মুখে মুখে শোনা যাইত 'হোঁদল-কুৎকুৎ' গ্রন্থের অপূর্ব গল্প। এমন হাস্যকৌতুকপূর্ণ মনোমদ গল্প শিশু-সাহিত্যে অতি অল্পই আছে।···গল্পটি শিক্ষা ও আনন্দের অপূর্ব নিদর্শন। এ বইখানি যেমন সর্বত্র সমাদৃত তেমনি তাঁহার লেখা হাসির গল্পের বই—'তালপাতার সেপাই', 'হসন্ত-মহারাজ', 'মানিক-জোড়' প্রভৃতিও শিশুরঞ্জন সাহিত্যের এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।"···

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসুর 'হোঁদল-কুৎকুৎ' শিশু-সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট রচনা।···শ্রীযুক্ত বসু শিশু-সাহিত্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। যাঁহারাই শিশু-সাহিত্যে আগ্রহশীল তাঁহারাই তাঁহার রচনার সঙ্গে পরিচিত ও উহার অকুণ্ঠ প্রশংসায় মুখর।···

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নির্মলকুমার সেন বলেন,—সহজবোধ্য ভাষায় লেখা এমন কৌতুককর কাহিনী (হোঁদল-কুৎকুৎ) শুধু কিশোর নয়, বড়দেরও তৃপ্তি দেয়।…বইটি শিশু-সাহিত্যে এক অনুপম সৃষ্টি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।…প্রফুল্লবাবু তাঁর অন্যান্য পুস্তকেও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া শিশু-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বলেন,…হোঁদল কুৎকুৎ বইখানির রচনা সরস—আগাগোড়া কৌতুকরসে ভরপুর, চিত্রগুলি অপূর্ব।…

পশ্চিমবাংলার সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারি শ্রী জে. সি. ঘোষ বলেন,—Written in an elegant and educative style it (Hondol Kut Kut) has earned immense popularity amongst juvenile readers. His other books—'Talpatar Sepai', 'Manik Jor' and 'Hasanta Maharaj' are equally attractive…

He is a devoted literateur and is making valuable contributions…for which he deserves appreciation.……

পশ্চিমবাংলার প্রডাক্‌শন অফিসার নাট্যকার শ্রীমন্মথনাথ রায় বলেন,—I am sure that the work will be welcome… for the educative entertainment it provides in an easy and attractive style.

সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা লেখকের লেখা 'দিগ্বিদিকের' সমালোচনায় বলে, ছোটবেলায় যাঁর লেখা অনবদ্য হাসির বই— 'হোঁদল কুৎকুৎ' বা 'তালপাতার সেপাই' আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়াছে…সেই প্রফুল্লবাবুর…নতুন টেক্‌নিকে লেখা ব্যঙ্গোপন্যাস 'দিগ্বিদিক' সেই একই রসের আস্বাদ নতুন করে এনেছে।…

শিশু সাহিত্য সংসদ